আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

চাকরির রেজ্যুমিতে ধোকা, শীর্ষে নিউইয়র্ক মর্যাদা নাকি মিথ্যাচার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নতুন গবেষণায় দেখা গেছে নিউইয়র্কে চাকরিপ্রার্থীরা তাদের রেজুমিতে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

২৮ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৮ || সংখ্যা ০৩ || সোমবার || আশ্বিন ৩০ || ১৪৩০ || রবিউস সানি ০১ || ১৪৪৫ || Vol. 28 || Issue 03 || October 16 || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

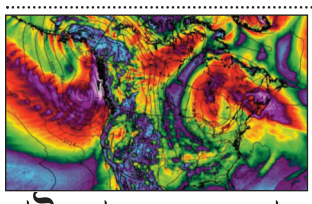
আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ

হুমকি পাল্টা হুমকি ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিরামহীন হামলা চালিয়ে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকাকে মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত করেছে ইসরায়েল। দেশটির বিমান হামলায় গাজায় অন্তত ২ হাজার ৬৭০ ফিলিস্তিনী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৯ হাজার ৬০০ জন। ২০১৪ সালে গাজায় ৫১ দিনের যুদ্ধে ইসরায়েলী বাহিনী যত ফিলিস্তিনীকে হত্যা করেছিল, এবার মাত্র আট দিনে মেরেছে তার চেয়ে বেশি। নিহত প্রায় সবাই বেসামরিক নাগরিক। এর মধ্যে বিপুলসংখ্যক শিশু এবং নারীও রয়েছেন। এরই মধ্যে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে গাজায় স্থল, আকাশ ও সমুদ্রপথে হামলা চালানো হবে বলে হুঁশিয়ার করেছে। গাজায় স্থল হামলা চালানোর সম্ভাবনার মধ্যে এ বিবৃতি দিয়েছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী। তবে এ হামলা কবে, কখন শুরু হবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে কিছু উল্লেখ করা হয়নি বিবৃতিতে। বিবিসি জানায়, ইসরায়েল প্রতিনিয়ত রণহুঙ্কার ছাড়লেও বিলম্বিত হতে পারে তাদের স্থল অভিযান। ইসরায়েলের সেনাবাহিনী গত শুক্রবারই (১৩ অক্টোবর) উত্তর গাজার ১১ লাখ বাসিন্দাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশের পর উত্তর গাজার হাজারো ফিলিস্তিনী ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**



সাইক্লোনে ফের কাবু হবে আমেরিকা!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আবহাওয়ার বৈরীদশা ছাড়ছে না যুক্তরাষ্ট্রকে। সপ্তাহখানেক আগেই প্রবল বৃষ্টি-বন্যায় বিপর্যস্ত **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

তীব্র ঠান্ডা আর বরফে ঢাকা পড়বে নিউইয়র্ক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: অ্যাকুওয়েদারের পূর্বাভাস বলছে, ২০২৩-২৪ মওসুমে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চল মারাত্মক ঠান্ডা ও তুষারপাতে ভুগবে। সাধারণ শীত ও তুষারপাতের তুলনায় এবারের পরিস্থিতি অনেক বেশি ভোগান্তির হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্ট এলনিনোর প্রভাবে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। গেলো সপ্তায় একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অ্যাকুওয়েদার জানায়, নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি নগর এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে। তবে সর্বত্র পরিস্থিতি একই হবে না। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে তুষারপাতের জন্য বাড়তি সতর্কতা নিতে বলা হয়েছে। একের পর এক তুষার ঝড়ে কাবু হয়ে পড়তে পারে জনপদগুলো। **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**



APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

এলিনয়ে মুসলিম বালককে ছুরিকাঘাতে হত্যা, নারীকে জখম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধের জের ধরে যুক্তরাষ্ট্রের এলিনয়ে ৭১ বছর বয়সী এক ব্যক্তি এক মুসলিম বালককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছেন। মারাত্মক জখম করেছেন অপর এক নারীকে। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসের কারণে তাদের ওপর এই হামলা চালান বলে শিকআর করেন হামলাকারী। রোববার এলিনয়ের একটি আদালত তাকে অভিযুক্ত করেছে। শিকাগোর উইল কাউন্টির শেরিফ অফিসের **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

গোলটেবিল আলোচনা

কেমন আছেন বাফেলোর এশীয়রা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের বাফেলোয় বাংলাদেশীদের তথা এশীয়দের বসবাস বাড়ছে। নিউইয়র্কের অংশ হলেও অনেকটা বিচ্ছিন্ন এই জনপদে মানুষগুলো কেমন আছেন, কিসব চ্যালেঞ্জ তারা মোকাবেলা করছেন, আর কি সুবিধাগুলোই বা তারা উপভোগ করছেন **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

সংলাপসহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের ৫ দফা সুপারিশ

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিতে বিশ্বাসযোগ্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং অহিংস নির্বাচনের জন্য অগ্রগতির রোডম্যাপ হিসেবে পাঁচ দফা সুপারিশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল। রোববার (১৫ অক্টোবর) এক **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St. Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে
একাউন্টিং
সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Associate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday / October 16// 2023

ইসরাইল 'যুদ্ধাপরাধ' চালাচ্ছে, গাজাবাসী কোথাও যাবে না: হামাস প্রধান



ঢাকা ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর : গাজায় ইসরাইল 'যুদ্ধাপরাধ' চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন হামাসপ্রধান ইসমাইল হানিয়া। শনিবার টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে তিনি এ অভিযোগ করেন বলে জানিয়েছে আল-জাজিরা। ইসমাইল হানিয়া বলেন, মার্কিন প্রশাসন ও কিছু ইউরোপীয় দেশের সহায়তায় আমাদের শত্রুরা এ কাজ (যুদ্ধাপরাধ) করছে। গাজার বাসিন্দারা তাদের ভূমিতে অবস্থান করছে। তারা কখনোই গাজা ছেড়ে যাবে না, বলেন তিনি। হামাস প্রধান বলেন, ইহুদিদের বর্বর মারণাস্ত্রের সম্মুখীন গাজার বাসিন্দাদের আমি স্যালুট জানাই। তারা তাদের ভূমি রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইহুদি শাসকরা সব ধরনের অপরাধে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও হামাস বেসামরিকদের লক্ষ্যবস্তু করতে ইচ্ছুক নয়, বলেন তিনি।



বিজয় দিবস উদযাপন ও নতুন কমিটির অভিষেক

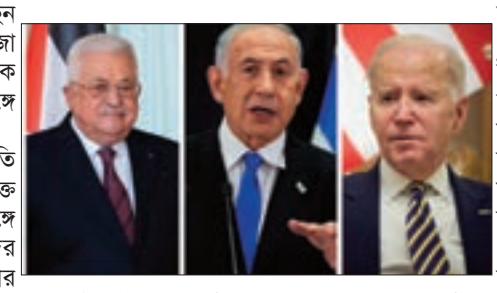
বাকার সভা অনুষ্ঠিত হবে ১৮ই ডিসেম্বর

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন এর সাংগঠনিক সভা গত ১০ই অক্টোবর ব্রঙ্কসের নীরব রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই বিশেষ সাংগঠনিক সভায় সংগঠনের পরিচালনায় এ বছর অনুষ্ঠিত " বাংলা মেলা "ও " গ্রীষ্মকালীন নৌবিহার " এই দুটি বৃহৎ আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়া সংগঠনের সকল সদস্যবৃন্দের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দের স্বতস্ফূর্ত সম্মতিতে এ বছর মহান বিজয় দিবস ও নব-নির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান আগামী ১৯ শে ডিসেম্বর ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও সংগঠনের সকল সহযোগী ও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গের সম্মানে আগামী নভেম্বরে একটি নৈশভোজের প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত নৈশভোজ এর ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব আব্দুল হাসিম হাসনু ও বিদায়ী সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনকে সর্বসম্মত দায়িত্ব দেওয়া হয়। উলেখ্য যে, প্রতিবারের মত এবারও বিজয় দিবসের আয়োজনে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা থাকবে। চিত্রাঙ্কনের বিষয় "বিজয় ও বাংলাদেশ"।

সভায় সংগঠনের সহ সভাপতি মাকসুদা আহমেদকে আহবায়ক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ কামাল উদ্দিনকে সদস্য সচিব ও প্রচার ও গণ সংযোগ সম্পাদক মোঃ লিয়াকত আলীকে প্রধান সমন্বয়ক করে আট সদস্যের বিজয় দিবস উদযাপন ও অভিষেক অনুষ্ঠান প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। উদযাপন পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা হলেন যুগ্ম আহবায়ক আশরাফ হোসেন, দুলাল রহমান, যুগ্ম সদস্য সচিব রায়হান জামান রানা ও সহ সমন্বয়ক শাহ ইকবাল রাজু, সালমা সুমী। সাংগঠনিক সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের নব নির্বাচিত সভাপতি সারওয়ার চৌধুরী, সহ সভাপতি ফয়সল আহমেদ, মাকসুদা আহমদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ কামাল উদ্দিন, সোহেল আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদুল ইসলাম ভূইঁয়া, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ রনি, প্রচার ও গণ সংযোগ সম্পাদক লিয়াকত আলী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রায়হান জামান রানা, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক দুলাল আহমদ, কার্যনির্বাহী সদস্য চৌধুরী মোমিত তানিম প্রমুখ।

নেতানিয়াহু ও আব্বাসের সঙ্গে বাইডেনের ফোনালাপ

ঢাকা ডেস্ক, ১৫ অক্টোবর : গাজায় চলমান সংঘাত নিয়ে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ও ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। শনিবার পৃথক ফোন কলে দুজনের সঙ্গে কথা বলেন বাইডেন।



বাইডেন ইসরায়েলে প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং একই সঙ্গে বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তায় সবকিছু করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে এমনটি জানিয়েছে।

গাজায় সাধারণ মানুষের জন্য কীভাবে মানবিক সহযোগিতা সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়, তা নিয়েও জাতিসংঘ, মিসর, জর্ডান ও ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কাজের বিষয়ে দুটি দেশের প্রধানের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে ফোনালাপে বাইডেন ইসরায়েলে হামাসের 'বর্বর হামলা'র নিন্দা জানান এবং মানবিক সহযোগিতা কার্যক্রম পরিচালনায় মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

সংঘাত যেন আর না বিস্তৃত হয় এবং পশ্চিম তীরে যেন স্থিতিশীলতা বজায় থাকে তা নিয়েও মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্টের আলাপ হয় বলে পৃথক বিবৃতিতে জানা যায়।

বাধ্য হয়ে কুয়ার নোংরা পানি খেতে হচ্ছে: জাতিসংঘ

ঢাকা ডেস্ক, ১৫ অক্টোবর : ইসরায়েলের গাজা অবরোধের কারণে উপত্যকাটিতে সুপেয় পানি, জ্বালানি ও চিকিৎসা সরঞ্জামের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। বাধ্য হয়ে কুয়ার নোংরা পানি খেতে হচ্ছে গাজাবাসীকে।

শনিবার জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএর কমিশনার জেনারেল ফিলিপ লাজারিনি এ তথ্য জানিয়েছেন।

ফিলিপ লাজারিনি বলেন, গাজায় সুপেয় পানি ফুরিয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের বাধ্য হয়ে কুয়ার নোংরা পানি খেতে হচ্ছে। এতে নানা রোগবালাই ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। এ অবস্থায় সুপেয় পানির জন্য গাজায় জ্বালানি সরবরাহ জরুরি।

তিনি আরও বলেন, এটা জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ দুই মিলিয়নের বেশি মানুষ সুপেয় পানির সংকটে পড়েছে।

সংস্থাটি জানিয়েছে, এক সপ্তাহ ধরে গাজায় কোনো মানবিক সহায়তার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

লাজারিনি বলেন, 'আমাদের এখন গাজায় জ্বালানি সরবরাহ করা জরুরি। কারণ সুপেয় পানির একমাত্র উপায় হল জ্বালানি। যদি তা না হয়, মানুষ মারাত্মক পানিশূন্যতায় মারা যেতে শুরু করবে। শিশু, বয়স্ক ও নারীরা বেশি বিপদে পড়বে। তাই আমি মানবিক সহায়তার জন্য এখনই অবরোধ প্রত্যাহারের অনুরোধ করছি।'

MIJAN REAL ESTATE LTD.
Reg. No. C-187784
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড
রাজউক অনুমোদিত পূর্বাচল, উত্তরা এবং বসুন্ধরা, ধানমন্ডি, বনানী ও গুলশান সহ ঢাকায় জায়গা, বাড়ি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। 917-631-5050
USA Address: 127-14 101 Avenue Queens, NY 11419
EXIT
EXIT REALTY PRIME
Thinking of BUYING-SELLING, INVEST, RENT
Houses, Co-op & Condo
Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
189-10 Hillside Ave, Suite E, NY 11423
Tel: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254
www.EXITprmeNY.com
Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO
917-631-5050
Email: RealtorMijan@gmail.com

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত
MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট
কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট
We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
৩০৯৯ ব্রেডব্রিজ এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com
৯০৮৯ কাসেলহিল এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

সিলেট সদরবাসীর সম্মিলিত সমন্বয় সভায় ৩৩ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি

আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর, সদস্য সচিব নাসিম



নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে সিলেট সদরের দু'টি সংগঠন একিভূত হয়ে নতুনভাবে কার্যক্রম শুরু করেছে। গঠিত হয়েছে ৩৩ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি। গত ৯ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় কুইন্সের জয়া হলে সিলেট সদরবাসীর সম্মিলিত সমন্বয় সভায় এ আহ্বায়ক কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

জাহাঙ্গীর হোসেনকে আহ্বায়ক এবং আমিনুল চৌধুরী নাসিমকে সদস্য সচিব করে গঠিত নয়া এ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন: যুগ্ম আহবায়ক তোফায়েল আহমেদ, আশফাক চৌধুরী হেমু, দুরুদ মিয়া রনেল, হুমায়ূন আহমেদ চৌধুরী ও জুতির্ময় দত্ত নিশু, যুগ্ম সদস্য সচিব মিনহাজ চৌধুরী, জুবায়ের চৌধুরী, সাইফুর খান হারুন ও শাহ সেলিম, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ওয়াদুদ, সহ কোষাধ্যক্ষ রাজীব খান, সদস্য রানা অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, জেড চৌধুরী জুয়েল, কাদির বক্থ, জয়নাল চৌধুরী, মিসবাহ উদ্দিন, আহমেদ রুশদী বাবু, গুলাগ উসমানী খান, নুরুল হক লাল, হিমেল চৌধুরী, জাবেদ বাবু, নাসের করিম, উত্তম বনিক, আখতার রহমান টিপু, মেহরাজ ফাহমি, ডালিয়া সারওয়ার হ্যাপি, শ্যামল কান্তি চন্দ, জয় দে, সৈয়দ হক মুকুল ও খলিলুর রহমান।

সিলেট সদরের বিলুপ্ত দু'কমিটির সাধারণ সম্পাদক দুরুদ মিয়া রনেল ও হুমায়ূন আহমেদ চৌধুরীর পরিচালনায় এবং বিলুপ্ত সিলেট সদর সমিতি ইউএসএ'র প্রধান উপদেষ্টা জুনেদ এ খানের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিলুপ্ত দু'কমিটির সভাপতি অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী ও দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, নাসিম চৌধুরী প্রমুখ।

বিপুল করতালির মাঝে সভার সভাপতি জুনেদ এ খান ৩৩ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটির নাম ঘোষণা করেন। নয়া কমিটি ফুলেল শুভেচ্ছার মধ্যদিয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করে।



৩৩ সদস্যের এ আহ্বায়ক কমিটির মেয়াদকাল থাকবে এক বছর। এসময়ের মধ্যে তারা একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, চূড়ান্ত সদস্য তালিকা প্রণয়ন করে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবে। নির্বাচন কমিশন এ সময়ের মধ্যেই কার্যকরী কমিটি নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করবে।

সভায় অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী ও দুরুদ মিয়া রনেলের নেতৃত্বাধীন সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অব আমেরিকা এবং দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী ও হুমায়ূন আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন সিলেট সদর সমিতি ইউএসএ'র কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। এরপরই ৩৩ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণার মধ্যদিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করা হয়।

তবে আব্দুল মালেক খান লায়েক ও টিটো আহমেদের নেতৃত্বাধীন সিলেট সদরের আরেকটি সংগঠন সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অব আমেরিকা এ ঐক্যধারায় যুক্ত হয়নি। যদিও তাদেরও ঐক্যধারায় আনার প্রচেষ্টা চালান হয়েছিল বলে সূত্র জানিয়েছে।

পরে আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব আমিনুল চৌধুরী নাসিমের পরিচালনায় সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিলেট পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবরুল হোসেন বাবুল, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাবেক সভাপতি বদরুন নাহার খান মিতা, সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, বিশিষ্ট লেখক সামশাদ হুসাম চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় বলা হয়, যেকোন মূল্যে সিলেট সদরের ঐতিহ্যকে অক্ষুন্ন রাখা হবে। ঐক্য প্রক্রিয়ার বাইরে অবস্থানকারীদের ঐক্যধারায় যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

রাজধানীর শাপলা চত্বর থেকে জামায়াতের বিশাল বিক্ষোভ মিছিল

জনগণকে সাথে নিয়ে তফসিল ঘোষণার যেকোনো ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া হবে-নূরুল ইসলাম বুলবুল

ঢাকা ডেস্কঃ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেছেন, জামায়াতের নেতা-কর্মীরা আজ ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকার রাজপথে নেমে এসেছে। আমরা বর্তমান এই স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ নিশ্চিতের মাধ্যমে জনগণের অধিকার আদায় করেই ঘরে ফিরব।

রোববার সকাল পৌনে ১০টায় মতিঝিলের শাপলা চত্বর থেকে ইত্তেফাকের মোড় পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করে জামায়াত।





কেয়ারটেকার সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দলের আমীর ডা. শফিকুর রহমানসহ আটক নেতা-কর্মীর এবং আলেম-ওলামাদের মুক্তির দাবিতে রাজধানীতে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর নূরুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বে মিছিলটি শাপলা চত্বর থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ইত্তেফাক মোড়ে এসে সমাবেশ করে।

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিনের সেক্রেটারী ড.শফিকুল ইসলামে মাসুদের সঞ্চালনায় সমাবেশে নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, যদি জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণের নামে জুলুম নির্যাতন চালানো হয়, তাহলে এখন থেকে প্রতিরোধ করা হবে। আমরা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দাবি নিয়ে মাঠে নেমেছি। অবিলম্বে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে।অবিলম্বে শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে। সংসদ ভেঙে দিতে হবে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পায়তারা চলছে। জনগণকে সাথে নিয়ে তফসিল ঘোষণার যেকোনো ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেওয়া হবে।



তিনি বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক সংগঠন। জামায়াত সবসময় শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালনে বিশ্বাসী। মিথ্যা মামলায় ও রাজনৈতিক হয়রানি করার উদ্দেশ্যে জামায়াতের ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান, সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান, ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির সেলিম উদ্দিন, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক,সাজানো মামলায় কারাদণ্ড দেওয়া সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলামসহ সারাদেশে আটক শত শত নেতাকর্মী ও আলেম -ওলামাদের মুক্তিও দাবি করেন তিনি।

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর ড. অ্যাডভোকেট হেলাল উদ্দিন, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি ড.মোহাম্মদ রেজাউল করিম, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও মহানগরী উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, নাজিমুদ্দিন মোলা,ডা. ফখরুদ্দিন মানিক,দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি দেলাওয়ার হোসেন ও ড. আব্দুল মান্নান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহানগরী উত্তরের কর্মপরিষদ সদস্য জামাল উদ্দিন, মুহিব্বুলাহ, আতাউর রহমান সরকার ও নাসির উদ্দিন এবং দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য মোকাররম হোসেন, শামসুর রহমান,শ্রমিক নেতা আব্দুস সালাম, সাবেক শিবির সভাপতি মোবারক হোসেন ও হাফেজ রাশেদুল ইসলাম ও শ্রমিক নেতা হাফিজুর রহমান,ছাত্রনেতা সালাহ উদ্দীন, আসাদুজ্জামান, আব্দুর রহিম,তাকরিম হাসান ও তৌহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

আগামী দিনে রাজপথে লাগাতার কর্মসূচি পালনেরও ঘোষণা দিয়ে নূরুল ইসলাম বুলবুল দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবি আদায়সহ সকল কর্মসূচি পালনে জীবনবাজি রেখে নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

প্রশাসনের উদ্দেশ্যে বুলবুল বলেন, দেশ যেমন আপনাদের, দেশ আমাদেরও। আপনারা এমন পরিবেশ তৈরি করবেন না, যাতে দেশের বর্তমান স্বাভাবিক পরিস্থিতি ধ্বংস করে আরও খারাপ হয়। জনগণের বিরুদ্ধে আপনারা দাঁড়াবেন না। পুলিশ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আমাদের বন্ধু, আমরা কাউকে শত্রু মনে করি না। কিন্তু আমরা চাই- একটা বৈধ রাজনৈতিক দল হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক কর্মসূচি ময়দানে পালন করতে। আমাদেরকে সেই সুযোগ দিতে হবে। আগামী দিনে আমাদের কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাস্তার মোড়ে মোড়ে সাধারণ পথচারীসহ নেতা-কর্মীদের হয়রানি ও গ্রেফতারে চেষ্টা করেছে।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

মানুষ বাঁচুক, যুদ্ধ থামুক, দুর্ভোগ কমুক

ইসরায়েলী বোমাবর্ষণে ফিলিস্তিনের গাজা জনপদ বিশ্ববাসীর চোখের সামনেই ধ্বংস হইতেছে। বিশ্বের পরাশক্তিগুলি শান্তির চাইতে, নিরীহ মানুষের জীবন বাঁচানোর চাইতে ফায়দা তুলিতেই যেন ব্যস্ত। যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের সমর্থনে রণতরী পাঠাইতেছে। কিন্তু গাজার অসহায় মানুষের চোখ, নিহত শিশুদের মুখ এবং অগণিত আতঙ্কিত নরনারী যেন বলিতেছে, মানবতা কেন এমন একচক্ষু হইবে? ইসরায়েল যখন লাগাতারভাবে ফিলিস্তিনি হত্যা করিতেছিল, পূর্ব জেরুজালেমে সন্ত্রাস চালাইতেছিল, মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্র ধর্মস্থান আল আকসা মসজিদ অপবিত্র করিতেছিল, তখন রণতরী দূরে থাকুক, একটি বিবৃতিও পাঠাইতে পারিল না?

৭৫ বৎসর হইল ফিলিস্তিনের ভূমিতে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে এমন একটি দিনও যায় নাই, যখন ইসরায়েল অবৈধভাবে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করে নাই, হত্যা বা জখম করে নাই, ঘরবাড়ি ও ক্ষেত-খামার উচ্ছেদ করে নাই। এমনকি মুসলমানদের পবিত্র তীর্থ জেরুজালেম নগরীই শুধু নহে, পবিত্র আল আকসা মসজিদও তাহাদের দখলদারি হইতে রক্ষা পায় নাই। একদিকে সম্মিলিত আরব শক্তির সুবিধাবাদিতা কিংবা অদূরদর্শিতা, অন্যদিকে বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলির উদাসীনতায় এই আধুনিক যুগেও এমন বর্ণবাদী বর্বরতা চলিয়া আসিতেছে।

গত ৭ অক্টোবর শনিবার গাজাবাসীকে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন হামাসের হামলা ছিল এই লাগাতার নির্যাতন-নিপীড়নেরই প্রতিক্রিয়া। সৌদি আরব, মিসর, ইরান, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা, কিউবাসহ আরব লিগও হামাসের হামলার জন্য ইসরায়েলের নিরন্তর মানবতাবিরোধী কার্যকলাপকে দায়ী করিয়াছে। হামাস বলিতেছে, দুস্থ, ক্ষুধার্ত ও নিরস্ত্র গাজাবাসীর উপর পরাশক্তি ইসরায়েলের হামলা যুদ্ধাপরাধ। তাহাদের যুক্তি হইল, যে সকল ইসরায়েলি নাগরিক ও সৈন্যের উপর হামাস হামলা করিয়াছে, তাহারা সাধারণ মানুষ নহেন, তাহারা জবরদস্তির মাধ্যমে জমি দখলদারি সেটলার। আন্তর্জাতিক আইনে সেটলার আর নিরীহ নাগরিকগণকে এক নিক্তিতে বিচার করা হয় না। হামাসের যুক্তি মানিলে, তাহাদের হামলা আত্মরক্ষার নিমিত্তে এবং নিজেদের হারানো ভূমি উদ্ধারের অধিকারের অংশ। ফিলিস্তিনের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই সমস্যার আর কোনো সমাধান নাই।

আমরা দেখিতেছি, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কোন্দলে বিপর্যস্ত ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী, যিনি কিনা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হিসেবে বিচারাধীন, তিনি হামাসের হামলাকে ইরান যুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দিতে চাহিতেছেন। হামাসের হামলার পশ্চাতে বিনা প্রমাণে ইরানের মদদ আবিষ্কারের কথা বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে প্ররোচিত করিতেছেন। ইহার ফলে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়িতেছে। এশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি প্রমাদ গুনিতেছে। বাংলাদেশের মতো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জ্বালায় অতিষ্ঠ মানুষ আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। এই দুর্যোগের অবসানে বিশ্বনেতাগণের শুভবুদ্ধির উদয় হউক।

ফিলিস্তিন : আমেরিকা কি দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ চালাতে পারবে?

॥ উইলিয়াম ভ্যান ওয়াগেনেন ॥

হামাস নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিনিদের হামলার মাত্র তিন দিন পর ইসরায়েল অতিরিক্ত অস্ত্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ধরনা দিয়েছে। হামাস ইসরায়েলী সামরিক ঘাঁটি ও স্থাপনা লক্ষ্য করে তিন দিক অর্থাৎ স্থল, সমুদ্র ও আকাশপথে ব্যাপক আক্রমণ চালায়। ১০ অক্টোবর প্রকাশিত পলিটিকোর প্রতিবেদন বলছে, পেন্টাগনের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার মতে, 'বাইডেন প্রশাসন অস্ত্রের জন্য ইসরায়েলি প্রশাসনের জরুরি অনুরোধে প্রতিরক্ষা বিমান, গোলাবারুদসহ ব্যাপক অস্ত্রশস্ত্র পাঠাচ্ছে। বিমানগুলো ইতোমধ্যে উড়াল দিয়েছে।'

দখলদার রাষ্ট্রের জন্য বাড়তে থাকা এই সংকটের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো– যুক্তরাষ্ট্র কি দুটি আলাদা ফ্রন্টে যুদ্ধ চালাবে? দুটি আলাদা ভৌগোলিক অঞ্চলে যুদ্ধরত দুই গুরুত্বপূর্ণ মিত্রের অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব একাই নিতে পারবে? এর উত্তর সম্ভবত না। ওয়াশিংটন ইতোমধ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনকে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি সামরিক সহায়তা দিয়েছে। এমন সময় আমেরিকা এই অর্থ ব্যয় করেছে, যখন দেশটির জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তুঙ্গে উঠছে মুদ্রাস্ফীতি।

এখন যখন ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে যুদ্ধ চলছে, তখন ইউক্রেনের প্রতিদ্বন্দ্বী শুধু রাশিয়া নয়, ইসরায়েলও। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ৯ অক্টোবর আশঙ্কা করেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় সমর্থন ইউক্রেন থেকে সরে ইসরায়েলের দিকে যাবে। সামাজিক মাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) তিনি দাবি করেন, 'আমাদের কাছে খুব স্পষ্টভাবে প্রমাণিত তথ্য রয়েছে যে, রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের উস্কানি দিতে চায়, যাতে বৈশ্বিক ঐক্য ধ্বংস হয়। এটি বিভাজন ও বিতর্ক আরও বাড়িয়ে দেবে। ইউরোপের স্বাধীনতা ধ্বংস করায় সহায়তা করছে রাশিয়া।'

যুক্তরাষ্ট্রে ইউক্রেন লবির ক্ষমতা থাকলেও ইসরায়েল লবির প্রভাব আরও ব্যাপক। হামাস ও ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদের (পিআইজে) সঙ্গে সংঘাতের মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রের জন্য ইসরায়েল যে ভিক্ষা করছে, তাতে ইসরায়েলের দুর্দশা স্পষ্ট। কারণ হিজবুল্লাহ, সিরিয়া, আনসারুল্লাহ, পপুলার মবিলাইজেশন ইউনিট ও ইরান কেউই এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে সংঘাতে প্রবেশ করেনি।

২০০৬ সালে ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে ব্যাপক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধ মার্কিন অস্ত্রের ওপর ইসরায়েলের নির্ভরতার স্বরূপ প্রকাশ করেছিল। এতে প্রমাণ হয় হিজবুল্লাহকে পরাজিত করার মতো অস্ত্রের ঘাটতি তাদের কতটা। যুদ্ধের ১০ দিনের মধ্যে ইসরায়েল তার অস্ত্রভান্ডারের বড় অংশ খুইয়ে ফেলে। ২০০৬ ও ২০১৪ সালে ইসরায়েল যে সমস্যায় পড়েছিল সে সংকট আরও বাড়বে, যদি এবার তার প্রতিপক্ষের সব শক্তি সম্মিলিতভাবে যুদ্ধে অংশ নেয়। খেয়াল করার বিষয়, হামাসের রকেটবৃষ্টি সামলাতেই তাদের আয়রন ডোমের অস্ত্রমজুতের বড় অংশটা খরচ হয়েছে। এখন লেবানন থেকে হিজবুল্লাহ যোগ দিলে তারা সংকটে পড়বে। এমনকি ইরান সংঘাতে যোগ দিলে ইসরায়েলের জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠবে। কারণ তাদের কাছে স্বল্প ও মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের যথেষ্ট মজুত রয়েছে। এগুলো মধ্যপ্রাচ্যের ইসরায়েলি ও আমেরিকান ঘাঁটিতে আঘাত হানতে সক্ষম। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল প্রায়ই ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির কথিত হুমকি সম্পর্কে সতর্ক করে। কিন্তু ইরানের ক্রমবর্ধমান ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির হুমকির কথা তারা খুব কমই বলে থাকে।

১৯৯৩ সালে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (পিএলও) চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও ইসরায়েলী প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে অসলো সনদে স্বাক্ষর করেন। ওই সময় কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটেছে। ইরান তখন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত ইরান যুদ্ধ কাটিয়ে উঠছিল। ইরান-ইরাক যুদ্ধে উভয় পক্ষের ১০ লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারায়। অসলো সনদের মাধ্যমে আমেরিকা ও ইসরায়েল ভবিষ্যতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করার প্রতিশ্রুতি দেয়। ফিলিস্তিনিদের তখন নির্ভর করার মতো মিত্র কম ছিল। বস্তুত অসলো সনদের মাধ্যমে ইসরায়েলের উদ্দেশ্য ছিল ফিলিস্তিনিদের টুকরো টুকরো করে ধ্বংস করা। ফিলিস্তিনিরা তখন সেটা অনুভব করতে সক্ষম হয়নি। নিউইয়র্ক টাইমসের কলাম লেখক টমাস ফ্রিডম্যানের ভাষায় বললে, অসলো সনদের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল এক 'কল্পকাহিনি তৈরি' করেছিল। তা হলো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র ভবিষ্যতের কোনো একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে। ফ্রিডম্যানের মতে, এটি ইহুদি বসতি নির্মাণের জন্য ইসরায়েলকে জমি দখলের অনুমতি দিয়েছিল, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র পাহারাদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অথচ 'সেখানে শান্তির আশা বিরল'।

তবে এখন ৪০ বছর পর ফিলিস্তিনিরা একা নয়। তারা আরব অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত প্রতিরোধ শক্তির অংশ। এ শক্তি পশ্চিম এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের এজেন্ডায় বাধা দিচ্ছে। তারা যেমন নির্ভরযোগ্য মিত্র, তেমনি ব্যাপক লড়াই করতেও সক্ষম। তাদের সাংগঠনিক যোগ্যতা ও নিখুঁত কর্মপরিকল্পনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ইরান, সিরিয়া, হিজবুল্লাহ, ইয়েমেনের হুতিসহ প্রতিরোধের অক্ষশক্তি বলে পরিচিতরা কোনোভাবেই গাজাকে পরাস্ত হতে দিতে চাইবে না। এটি হলে পুরো মধ্যপ্রাচ্যই ইসরায়েলের হাতের মুঠোয় চলে আসবে।



এদিকে সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের ব্যর্থতার পাল্লা পাহাড়সম হচ্ছে। ইউক্রেনে আমেরিকার প্রক্সি যুদ্ধের সময় রাশিয়ার বিশ্বব্যাপী প্রভাব বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ চীন ও রাশিয়া এখন বহুমুখী বিশ্ব গঠনে কাজ করছে। রাশিয়া ও ইরানকে পঙ্গু করার জন্য আরোপ করা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা উল্টো রাষ্ট্র দুটিকে শক্তিশালী করেছে এবং সামরিক সহযোগিতার দিগন্ত খুলে দিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ হলো রাশিয়া ও ইরান এখন এমন সামরিক অস্ত্র উৎপাদনে সক্ষম, যে অস্ত্র যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো ইসরায়েল বা ইউক্রেনে তাদের মিত্রদের দিতে পারে না। ইসরায়েল ইতোমধ্যে গাজার বেসামরিক মানুষের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। নারী, শিশুসহ নিহত হয়েছে হাজারের বেশি। বিমান হামলা করে তারা গাজা উপত্যকার বড় বড় স্থাপনা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে। ইসরায়েলের জন্য ফিলিস্তিনের গাজা আক্রমণ সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ইসরায়েলের একটি ভুল পদক্ষেপ ও একটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পরিণতিতে ইসরায়েল আঞ্চলিকভাবে এমন যুদ্ধের মুখোমুখি হতে পারে, যা তার জন্য একটা সময় পর্যন্ত অস্তিত্ব সংকট তৈরি করতে পারে।

উইলিয়াম ভ্যান ওয়াগেনেন: দ্য ক্রেডলের কলাম লেখক

নামাজের সময়-সূচী

অক্টোবর	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
ফজর	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯
সূর্যোদয়	৭.০৬	৭.০৭	৭.০৯	৭.১০	৭.১১	৭.১২	৭.১৩
জোহর	১২.৪২	১২.৪২	১২.৪২	১২.৪১	১২.৪১	১২.৪১	১২.৪১
আসর	৪.৩৩	৪.৩১	৪.৩০	৪.২৮	৪.২৭	৪.২৬	৪.২৪
মাগরিব	৬.১৬	৬.১৫	৬.১৩	৬.১২	৬.১০	৬.০৯	৬.০৭
এশা	৭.৩১	৭.৩০	৭.২৮	৭.২৭	৭.২৫	৭.২৪	৭.২৩

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

তলে তলে আপস সাথে নেই জনগণ

॥ মো: হারুন-অর-রশিদ ॥

-দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আর বেশি দিন বাকি নেই। নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারবে কিনা সেই সংশয় জনগণের চিন্তারেখা ভাঁজ তুলছে। দেশের জনগণ ভোটের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে কিন্তু বিগত দু'টি নির্বাচনে জনগণ তাদের ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সরকারি দল বিগত ১৫ বছরে সব ধরনের নির্বাচনে জনগণের ভোট-াধিকার কেড়ে নিয়ে প্রায় এক তরফা নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় পার্টিকে ব্যবহার করছে, কাজেই তারা সরকারের সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারে না।

আগামী নির্বাচন সামনে রেখে সমস্ত পুলিশ প্রশাসন, সিভিল প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নির্বাচনমুখী করে সাজাচ্ছে, অর্থাৎ আরেকটি '১৪ কিংবা '১৮-এর মতো নির্বাচন করার সব ব্যবস্থা সরকার করছে। সংবাদমাধ্যম ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে দমিয়ে রাখাতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রয়োগসহ প্রায় সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করেছে, যাতে করে তারা ভয়ের মধ্যে থাকে এবং সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে না পারে। সরকার মনে করছে, জনগণ ভোট দিতে পারলে তাদের শোচনীয় পরাজয় হতে পারে। তাদের এখন প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান।

ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের গুরুত্ব বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ নেই এ কথা বলা যাবে না, তবে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার দিকে তারা জোর দিচ্ছে, এটি বলা যায়। আগামী নির্বাচন যেন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হয় সে কারণে তারা নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের জনগণের ওপর ভিসানীতি ঘোষণা ও তার কার্যক্রম শুরু করেছে। তাদের বক্তব্য স্পষ্ট, যে বা যারা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাদের ওপর ভিসানীতি প্রয়োগ করা হবে। মার্কিন ভিসানীতি ঘোষণার পর সরকারদলীয় মন্ত্রী, এমপিরা কাষ্ঠ হাসি হেসে বলতে লাগলেন, এতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। ভিসানীতি বিএনপির লোকজনের ওপরই কার্যকর হবে। কারণ, তারা নির্বাচনের প্রতিবন্ধক। কিন্তু একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য যে সরকারি দল মূল প্রতিবন্ধক তা দেশের জনগণ, আন্তর্জাতিক মহল, রাজনৈতিক দলগুলো এমনকি যে দেশ ভিসানীতি ঘোষণা করেছে তারাও জানে। এ ধরনের হাঁকডাক ডেকে যখন জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি তখন আবার কখনো প্রধানমন্ত্রীর জো বাইডেনের সাথে সেলফিব-াজি, কখনো আবার 'তলে তলে আপস হয়ে গেছে, আগামী নির্বাচন শেখ হাসিনার অধীনে হবে ও যথাসময়ে হবে'-এ জাতীয় কথা বলে আবারো জনগণকে বিভ্রান্ত করতে গিয়ে ধরাশায়ী হয়েছে। জনগণকে ধোঁকা দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগের দেউলিয়াত্ব যেমন প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন না হলে তাদের পরিণতি কেমন হবে সেই চিত্রও ফুটে উঠেছে।

কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না যে, এই সরকারের অধীনে একটি সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ছয় সদস্যের প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল, নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণে গত ৮ থেকে ২৩ জুলাই বাংলাদেশ সফর করে। প্রতিনিধি দলটি মূলত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের কর্মপরিধি, পরিকল্পনা, বাজেট, লজিস্টিকস ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যায়ন করে। প্রাক-রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) ও ন্যাশনাল ডেমেক্র্যাটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) যৌথভাবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রাক-নির্বাচন সমীক্ষা মিশন পরিচালনা করার জন্য সাত সদস্যের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে এনেছেন। দলটি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, সরকারি সংস্থা, রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, নারী সমাজ,



নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলটি বাংলাদেশের সরকারের প্রতিনিধি, নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, রাজনৈতিক নেতা, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করে যে সব তারা প্রতিবেদন তৈরি করেছে তার ওপর ভিত্তি করে ইইউ জানিয়েছে, আসন্ন নির্বাচনে তারা পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে না। কারণ, 'নির্বাচন ঘিরে সঙ্ঘাত দেখছে তারা। তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে যে, তাদের নির্বাচন মূল্যায়ন মিশন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য উপযোগী বলে মনে করছে না।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে ইন্টারন্যাশনাল সুশীল সমাজ, বিভিন্ন সংস্থা এবং বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এবং ঢাকার বিদেশী মিশনের কূটনীতিকদের সাথে কথা বলছেন। সর্বোপরি বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের দিন আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশন পাঠাবে কিনা, তা নির্ধারণ করা হবে এ প্রতিনিধিদলের সুপারিশের মাধ্যমে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচন সমীক্ষা মিশনের সদস্যরা যাদের সাথেই কথা বলেছেন, সরকারি দল ব্যতীত প্রত্যেকেই এই সরকারের অধীনে সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ব্যাপারে নেতিবাচক কথাই বলেছেন। এখন প্রশ্ন হলো- এই সরকারের ওপর যখন কেউ আস্থা রাখতে পারছে না, তখন এই সরকার সংবিধানের দোহাই দিয়ে কেন নিজেদের অধীনে নির্বাচন করার পাঁয়তারা করছে? তাদের এই পাঁয়তারার অর্থই হলো- তারা আরেকটি '১৪ কিংবা '১৮-এর মতো নির্বাচন করার জন্য মরিয়া।

এই সরকার কথায় কথায় সংবিধানের দোহাই দিচ্ছে কিন্তু বিগত ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় থেকে তারা নিজেদের মতো করে সংবিধানের যে সংশোধন করেছে, দেশের বেশির ভাগ মানুষ সেই সংশোধিত সংবিধানের সাথে একমত নয়। এ ছাড়াও বিচার বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসন, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও সরকারের চাহিদার সাথেই তাল মিলিয়ে চলছে। যেমন ইতোমধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, ১ শতাংশ ভোট কাস্ট হলেও আইনত বৈধ নির্বাচন হবে। তারা ধরেই নিয়েছে বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলেও ভোট যেটাই পড়ুক নির্বাচনকে 'জায়েজ' করতে হবে যার কারণে আগে থেকেই এমন বক্তব্য দিয়ে রাখছে। সিইসির এমন বক্তব্যে প্রমাণিত হয়, খোদ নির্বাচন কমিশনও আগামী নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হোক তা মনে চায় না। অর্থাৎ সরকারের ইচ্ছাই তাদের ইচ্ছা।

সবচেয়ে প্রহসনের বিষয় হলো- সরকারি দল বিএন-পির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে, তারা নাকি বিদেশীদের ঘাড়ে ভর করে ক্ষমতায় আসতে চায়। কিন্তু দেশের জনগণ প্রত্যক্ষ করেছে, আওয়ামী লীগ ভারতের ওপর ভর করে আরেকটি '১৪ কিংবা '১৮ ঘটানোর সব রকম চেষ্টা তদবির করে চলেছে। কখনো স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দেয়া হচ্ছে, কখনো রাখঢাক না করেই বলেছে, তাদের আরেক টার্ম ক্ষমতায় রাখার জন্য ভারতের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে। আবার প্রধানমন্ত্রীর সাথে জ্যাক সুলিভ্যানের সাথে বৈঠককালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এক জনসমাবেশে বলেছেন, 'কোথায় স্যাংশন? কোথায় ভিসানীতি? তলে তলে আপস হয়ে গেছে। চিন্তার কিছু নেই।' তিনি যেহেতু 'স্যাংশন' ও 'ভিসানীতি' শব্দগুলো বলেছেন, আমরা ধরে নিতে পারি যে, এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে গোপন আলোচনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, 'দিল্লি আছে, আমেরিকারও দিল্লিকে দরকার। দিল্লি আছে, আমরা আছি।' এর অর্থ হলো- নিশ্চিতভাবেই এই গোপন চুক্তি সংশ্লিষ্ট আরেকটি পক্ষ ভারত। অর্থাৎ, ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য অনু-যায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সাথে একটি গোপন চুক্তি হয়েছে, যার ফলে আওয়ামী লীগের 'চিন্তার কোনো কারণ নেই'।

আজকে জনগণের মনে প্রশ্ন জেগেছে, এভাবেই কি বাংলাদেশে গণতন্ত্র কাজ করছে? এভাবেই কি আমরা আমাদের নাগরিক সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিতে থাকব? অথচ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের সময় জনগণের একক সার্বভৌমত্ব হলো, ভোট দিয়ে তাদের পছন্দসই সরকার নির্বাচন করা। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ ১৫ বছরে সেই সার্বভৌমত্ব হারিয়ে ফেলেছে বহির্শক্তির সাথে আওয়ামী লীগের তলে তলে আপসের কারণে।

E-mail: harun_980@yahoo.com



পশ্চিমারা যে কারণে ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে একজোট

॥ জোসেফ মাসাদ ॥

ফিলিস্তিনি প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে হানাদার ও দখলদার ইসরায়েলী সেনাদের যুদ্ধ দ্বিতীয় দিন গড়াতে না গড়াতেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন ইসরায়েলকে সহযোগিতা দেওয়ার জন্য পাঁচ হাজার নৌ সেনাসহ যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে আধুনিক রণতরি ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ডকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে রওনা হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জেরাল্ড আর ফোর্ডের সঙ্গে একটি ক্ষেপণাস্ত্রবাহী যুদ্ধজাহাজ এবং চারটি ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসকারী জাহাজ রয়েছে।

অস্টিন বলেছেন, এই বহরের সঙ্গে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষিপ্রগতির এফ-৩৫ বিমানের পাশাপাশি এফ-১৫, এফ-১৬ এবং এফ-১০ ফাইটার জেট পুরো এলাকা ঘিরে রাখার জন্য যুক্ত থাকবে।

অস্টিনের বক্তব্যে এটি পরিষ্কার হয়েছে, জর্ডান, বাহরাইন, কাতার, সৌদি আরবসহ আরব দেশগুলোতে থাকা মার্কিন ঘাঁটির সেনাদেরও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এসব অস্ত্র, সরঞ্জাম ও সেনা শুধু প্রদর্শনীর জন্য ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় পাঠানো হচ্ছে না।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের যুদ্ধজাহাজ এই প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনি উপনিবেশে পাঠানো হয়েছে, মোটেও তা নয়। সেই ১৮৫৪ সালে এক দল শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান উগ্রপন্থী প্রোটেস্ট্যান্ট জাফায় (বর্তমান তেল আবিবের পাশের একটি এলাকা) 'আমেরিকান মিশন কলোনি' গড়ে তুলেছিল। ১৮৫৮ সালে তাদের সেই অবৈধ বসতিতে আদিবাসী ফিলিস্তিনিরা প্রতিরোধমূলক আক্রমণ করেছিলেন। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্র ইউএসএস ওয়াবাশ নামের একটি বাষ্পচালিত নৌবহর পাঠিয়েছিল। তৎকালীন অটোমান শাসকেরা যেন মার্কিন নাগরিকদের হত্যার বিচার করেন, সেই দাবিতে তারা ফিলিস্তিনের উপকূলে আমেরিকান পতাকা উড়িয়েছিল। এর দুই দশক পর ফিলিস্তিনের উপকূলে ঘাঁটি গাড়া ধর্মান্ধ জার্মান প্রোটেস্ট্যান্ট উপনিবেশবাদীদের রক্ষার দাবিতে জার্মানরাও একই কাজ করেছিলেন।

শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদীরা ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে যে একজোট হয়েছে, সেটি মোটেও কাকতালীয় বিষয় নয়। নামিবিয়া, তাঙ্গানিকা, রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, কেনিয়াসহ যত জায়গায় শ্বেতাঙ্গরা উপনিবেশ গড়েছিল, সবখানে তারা একজোট হয়েছিল। এর কারণ হলো তারা প্রচণ্ড রকম বর্ণবাদী। ইসরায়েল যেহেতু একটি বর্ণবাদী রাষ্ট্র, সেহেতু তারা তাদের পাশে থাকবেই।

১৮৭৭-১৮৭৮ সালে অটোমান-রাশিয়ার যুদ্ধের সময় 'টেম্পলারস' নামের জার্মান ধর্মীয় ঔপনিবেশিকদের রক্ষায় ফিলিস্তিন উপকূলে জার্মান যুদ্ধজাহাজগুলো ভিড়েছিল। এই টেম্পলারদের বসতিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জার্মান কনসাল অটোমানদের ওপর



ক্রমাগত চাপ দিয়েছিল। ওই সময় টেম্পলাররা ফিলিস্তিনকে একটি প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টান রাষ্ট্র বানানোর আশা করেছিল। তারা আশা করেছিল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দখল করা ফিলিস্তিনকে জার্মানি তাদের উপহার হিসেবে দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা না হওয়ায় তারা আশাহত হয়। এর তিন দশক পর ১৯০৮ সালে কনস্ট্যান্টিনোপলে তরুণ তুর্কিদের জাগরণের সময় ফিলিস্তিনি কৃষক সম্প্রদায় জার্মান উপনিবেশে হামলা চালায়। আবারও জার্মানি হাইফা এলাকায় যুদ্ধজাহাজ পাঠায় জার্মান উপনিবেশকে সহায়তা করার জন্য। এরপর সেখানে আরও কয়েক দফা হামলা চালায় ফিলিস্তিনিরা।

১৯৭৩ সালে মিসর ও সিরিয়ার সঙ্গে ইসরায়েলের সংঘটিত যুদ্ধের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে কয়েক সপ্তাহ আগে ইসরায়েল সেই যুদ্ধসংক্রান্ত বেশ কিছু গোপন নথি প্রকাশ করেছে। ইসরায়েলের দখল করা গোলান উপত্যকা ও সিনাই উপদ্বীপ স্বাধীন করার জন্য সে সময় মিসর ও সিরিয়া যুদ্ধে নেমেছিল। সেই যুদ্ধসংক্রান্ত নথিতে ইসরায়েলকে সে সময় পশ্চিমা দেশগুলোর সরাসরি সহায়তা দেওয়ার তথ্য উঠে এসেছে। সে সময় ইসরায়েলকে সবচেয়ে বেশি সামরিক সহায়তা দিয়েছিল আমেরিকা।

সম্প্রতি জেরুজালেম পোস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বলেছেন, 'আমরা শুরু থেকেই আরবদের জয় ঠেকাতে বদ্ধপরিকর ছিলাম।' কিসিঞ্জারের মতোই বর্তমান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি বিঙ্কেন বর্তমানে চলমান যুদ্ধের প্রথম দিনেই বলেছেন, 'ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা যা কিছু দরকার, তার সবই করব।'

১৯৪৮ সালে যেভাবে জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা বিশ্বজুড়ে ফিলিস্তিনবিরোধী মিছিল সমাবেশ ও প্রচার শুরু হয়েছিল, এবারও ইসরায়েলি দখলদার বসতি স্থাপনকারীদের সমর্থনে তা শুরু হয়েছে। জার্মানরা ইসরায়েলের শ্রেষ্ঠত্ববাদী ইহুদি নেতাদের উদ্দেশে স্লোগান দিচ্ছেন, 'বার্লিন তোমাদের সঙ্গে আছে।' ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যেও সেই স্লোগানের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদীরা ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে যে একজোট হয়েছে, সেটি মোটেও কাকতালীয় বিষয় নয়। নামিবিয়া, তাঙ্গানিকা, রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, কেনিয়াসহ যত জায়গায় শ্বেতাঙ্গরা উপনিবেশ গড়েছিল, সবখানে তারা একজোট হয়েছিল। এর কারণ হলো তারা প্রচণ্ড রকম বর্ণবাদী। ইসরায়েল যেহেতু একটি বর্ণবাদী রাষ্ট্র, সেহেতু তারা তাদের পাশে থাকবেই।

ইসরায়েলের শ্রেষ্ঠত্ববাদী ও বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সর্বশেষ প্রকাশ পেয়েছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইওয়ভ গ্যালান্টের কথায়। তিনি এক ভাষণে ফিলিস্তিনিদের 'মানবরূপী জানোয়ার' বলে উল্লেখ করেছেন।

যেহেতু এশিয়ায় বর্ণবাদী ও শ্রেষ্ঠত্ববাদীদের সর্বশেষ উপনিবেশ রাষ্ট্র ইসরায়েল, সেহেতু সেই উপনিবেশকে পশ্চিমা শ্রেষ্ঠত্ববাদীরা টিকিয়ে রাখতে চাইবেই।

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত আকারে অনূদিত

জোসেফ মাসাদ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকান স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।
অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন ফেলোশীপ মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার গ্রীন কার্ডের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারিংসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী
● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

আইসিইউতে দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি

॥ রিন্টু আনোয়ার ॥

বাংলাদেশে না রাজনীতি, না কূটনীতি কোথাও ভালো খবর নেই। অর্থনীতির অবস্থা আরো শোচনীয়। অর্থনীতির টুকটাক ভালো থাকলেও কিছুটা রক্ষা মিলতো। পেটে পড়লে পিঠে সইত। সেই লক্ষণও নেই। এবার দেবী দুর্গার আগমন ও গমন হবে 'ঘোটকী'। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা দেবীর এ ধরনের আসা ও যাওয়ার মধ্যে চরম অশুভের ইঙ্গিত পান। প্রকৃতি ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের আশঙ্কা করেন। তাদের এমন মনে করায় অন্যদের কিছু আসে যায় না। তাদের ধারণা-বিশ্বাসের সাথে অন্যদেরও একমত হতে হবে- এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আবার আলামত যে শুভ নয়, তাও ঠিক। এর মধ্যেই ক্ষমতাসীনদের মারাত্মক অপছন্দের কথা বলে ফেলেছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সিপিডির চেয়ারম্যান প্রফেসর রেহমান সোবহান। বাংলাদেশের রিজার্ভ পতনের সাথে শ্রীলঙ্কার মিল দেখছেন তিনি।

দেশের অবস্থা শ্রীলঙ্কা না সিঙ্গাপুর- এ নিয়ে বহু কথা আছে। অর্থনীতিকদের কাছে এসবের অনেক ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু টানাপড়েন, অভাব-অনটন বুঝতে পারছেন অর্থনীতি না জানা মানুষও। চার দিকে সঙ্কটের নমুনা তারা দেখছে। ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ দেড় লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাওয়া এখন আর গোপন তথ্য নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ এক লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। প্রকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ আরো বেশি। মূল্যস্ফীতি চরমে। প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্সও তলানিতে। দেশের প্রধান দুই বাজার উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে সামগ্রিক পোশাক রফতানি আশঙ্কাজনক হারে কমছে।

অর্থনীতির এ হাল হলো কেন- সাহস করে কেউ প্রশ্ন তুলছে না। কেন অবিরাম কমছে রেমিট্যান্স? কেউ কি প্রশ্ন করেছে, হুন্ডি বন্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে বন্ধ হচ্ছে না কেন? কার পাপে দেশের পুঁজিবাজার পোড়ে? প্রশ্ন না থাকলে জবাবেরই বা কী দরকার? বরং মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে, করোনা এবং রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বেই এখন সময় খারাপ যাচ্ছে, আমাদের অবস্থা বহু দেশের চেয়ে ভালো; যুক্তরাষ্ট্রেও বহু মানুষ না খেয়ে থাকে- ধরনের কথা গেলানোর মিশনটা বেগবান। আর ভেতরে ভেতরে অর্থ ও পুঁজিবাজারের যে চিত্র গণতন্ত্র ও নির্বাচনেরও সেই একই চিত্র! সব ক'টিই আইসিইউতে। ভেন্টিলেশনে যাওয়া বাকি।

বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কট অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকায় আমদানির জন্য এলসি করতে ব্যাংকগুলো সঙ্কটে পড়েছে। প্রায় সব পণ্যে এলসি খুলতে ব্যাংকগুলো অপারগতা জানাচ্ছে। এর পরে যাও বা খুলছে, তার জন্য শতভাগ মার্জিন চাচ্ছে। এমনিতেই দেশে এখন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তলানিতে এসে ঠেকেছে। সেই সাথে ব্যাংকের নিজস্ব ফান্ডও প্রায় শূন্যে। দেশ চালাতে সরকারকে রাজস্ব আদায় বাড়াতে হয়। সরকারের রাজস্ব আদায়ের চাহিদা প্রতি বছরই বাড়ে। রাজস্ব আদায়ের মূল দায়িত্ব মূলত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের। এরা আয়কর, আমদানি শুল্ক আর ভ্যাট আদায় করে। ব্যবসাজনিত মন্দা আর জনমানুষের আয় কমে যাওয়ায় আয়কর আর আমদানি শুল্ক আদায় অনেকখানি কমে গেছে। তাই সব চাপ পড়ছে- ভ্যাট আদায়ের ওপর। ভ্যাট পরোক্ষ কর যা রাস্তার ফকিরকেও দিতে হয়। বলা হয়, 'আপনারা কর দিন। উন্নয়ন হবে।' কর আদায়ের আইনি ব্যবস্থাও দুঃখজনক। যে আইন মানে সে গ্যাঁড়াকলে পড়ে। যে মানে না বা এড়িয়ে যায় তার সমস্যা হয় না। উপরন্তু, চুরি-পাচারে বীরত্ব পায়। তার ওপর গত বছর আর এই বছরে রাজস্ব থেকে-উন্নয়নব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে না। হচ্ছে দেশী-বিদেশী ঋণ থেকে। রাখঢাক করে নয়, রীতিমতো বাজেটে ঘোষণা দিয়ে। আবার বাস্তবে রাজস্ব আয় কমেছে। তাই কৃচ্ছ সাধনের কথা বলা হচ্ছে। কৃচ্ছ সাধনের কাজও হচ্ছে না; বরং ব্যয় আরো বাড়ছে। বাড়তি ওই খরচ মেটাতে সরকারকে উন্নয়নব্যয় কাটছাঁট করতে হচ্ছে। প্রতিনিয়ত টাকা ছাপিয়ে হলেও ব্যয় মেটাতে হচ্ছে। এতে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে। পরিণামে বাজারে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

পারিবারিক বাজেটের মূলনীতি আয় বুঝে ব্যয়। সরকারি ব্যয়ের ধরন বিপরীত। এখানে আগে ব্যয়ের হিসাব, পরে আয়। ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই মন্ত্রণালয়গুলোর কাছ থেকে এই এস্টিমেট আসতে থাকে। এরপর রাজস্ব আয়ের টার্গেট ধরা হয়। সেই টার্গেট পূরণ না হলেও ব্যয়ের সবটাই হয়ে যায়। ডিসি, ইউএনওদের গাড়ি থাকতেও নতুন করে এক কোটি ৪৫ লাখের নতুন গাড়ি কিনতে হয়। উচ্চপদস্থদের বিদেশ ভ্রমণে কমতি হলে তারা গোস্বা করে। এ অবস্থা উতরানোর লক্ষণ নেই।

শ্রীলঙ্কা কিন্তু উত্তরোনের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। তাদের খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৯৫ শতাংশ আর গড় মূল্যস্ফীতি ৭০ শতাংশ থেকে কমে এখন ৪ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশপ্রেম, অঙ্গীকার, দায়বদ্ধতায় তারা পেরেছে। তাদের এক্সপোর্ট বেড়েছে, রেমিট্যান্স বেড়েছে, পর্যটন খাতে আয় বেড়েছে। বাংলাদেশ থেকে নেয়া ২০০ মিলিয়ন ডলারের ১৫০ মিলিয়ন শোধ করে দিয়েছে। দেউলিয়া ঘোষিত দেশটি তাদের ঋণদাতাদের স্বল্প সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার করেছে। অথচ সেখানে রাজনৈতিক বিরোধ ও হানাহানি ছিল বাংলাদেশের চেয়েও বেশি। এখন সেখানে ভিন্ন চিত্র। আর এখানে আলুর কেজি ৫০ টাকা 'মাত্র'। কেবল আলু নয়, যখন যেভাবেই পারে পণ্যের দাম কৃত্রিমভাবে চড়ানোর নানা ব্যবস্থা আছে এখানে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় মৌজ-মাস্তিসহ দুর্নীতির অপার সুযোগ এখানে। এক দিকে কৃচ্ছ সাধনের কথা বলে হাততালি আদায় আরেক দিকে সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশে বিলাস ভ্রমণ বেড়েছে। সরকারি টাকায় ফরেন ট্যুরে মাতোয়ারা কর্মকর্তারা।

এ ক্ষেত্রে অভিযোগ, টেক্কা দিয়ে বিদেশ ভ্রমণের শীর্ষ অবস্থানে পুঁজিবাজারের শীর্ষ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান। তিনি দেশে থাকার চেয়ে বিদেশ ভ্রমণেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তিনি একা বিদেশ ঘোরার চেয়ে উড়োজাহাজ ভর্তি লোকজন নিয়ে বিদেশে যেতে বেশি পছন্দ করেন। পুঁজিবাজারের অংশীদার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদেরও বাধ্য করা হয় বিদেশ সফরসঙ্গী হতে। এখন নাকি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বলে দেয়া হয় বিদেশে অনুষ্ঠিত সেমিনারের খরচ বহন করতে। গোটা দেশে কৃচ্ছ সাধনের নমুনা কমবেশি এমনই।

অর্থ খাতে দুর্বৃত্তায়নের আগুনের নেপথ্য শলতেটা রাজনীতির ভেতরে। যাবতীয় মদদ মেলে এখান থেকেই। দেশী এ রোগ সারাতে এখন বিদেশী ডাক্তারদের ধুম যাতায়াত। তাও আবার খাল কেটে ডাক্তার এনে এখন চিকিৎসা নিয়ে টালবাহানা। ওষুধ-পথ্যে গোলমাল। ঝাড়ফুঁক, মেডিসিন না সার্জিক্যাল? সিদ্ধান্তহীনতায় রোগীর জায়গা এখন নিবিড় পর্যবেক্ষণ ইউনিটে। কী রোগে ধরেছে বাংলাদেশকে? রোগীর দশা এতই চরমে যে, পরম বন্ধু ভারতও বলছে- বাংলাদেশকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছে তারা। গভীর পর্যক্ষেণ, নিবিড় পর্যবেক্ষণ, নজরদারি, কিছিমের কথা মাস কয়েক আগ থেকে বেশি বেশি বলে আসছিল যুক্তরাষ্ট্র। তাদের দেখাদেখি ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোও বলা শুরু করে। এক পর্যায়ে জাতিসংঘ, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও বলতে শুরু করে, নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের কথা। এখন বলছে ভারতও।

বাংলাদেশের আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে ঢাকায় পশ্চিমা কূটনীতিকদের দৌড়ঝাঁপের মধ্যে ভারত বেশ চুপই ছিল। তাদের এবারের ভূমিকা কেমন হবে- এ নিয়ে একটি জিজ্ঞাসা চলছিল অনেকের মধ্যে। আর সেই নীরবতা ভেঙে ঢাকাকে দিল্লি গভীরভাবে পর্যক্ষেণ করছে বলে জানিয়ে দিলো ভারতও। ভারত প্রকাশ্যে না বলে বরাবরই ভেতরে ভেতরে নিজেদের মতো করে কাজ করে। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদকের ভাষায় : তলে তলে। ঢাকায় পশ্চিমারা যেভাবে তৎপরতা দেখান সেটি ভারতীয় কূটনীতিকদের কাজের ধরন নয়, বিশেষত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। আবার বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে পরস্পরবিরোধী অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া।

দেশ দু'টিই আবার ভারতের ঘনিষ্ঠ। অন্য দিকে ভারতের আঞ্চলিক প্রতিপক্ষ চীন আপাতদৃষ্টিতে আওয়ামী লীগ সরকারের অবস্থানের দিকে সমর্থন প্রকাশ করেছে। এসব কারণেই ভারত প্রকাশ্যে এ বিষয়ে কোনো তৎপরতা না দেখালেও ভেতরে ভেতরে তৎপরতা বন্ধের অবকাশ নেই। তবে, চলমান স্নায়ুযুদ্ধের সময়, বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনের আগেই যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ইউনিয়ন, জাতিসংঘ, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ, অবাধ নির্বাচন প্রশ্নে যে অবস্থান নিয়েছে, এর মধ্যে ভারত আগের মতো কোনো বিতর্কিত পদক্ষেপ নেয়ার সক্ষমতা রাখে না বলে বিশ্লেষণ অনেকের। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আবার একদম খোলাসা। বাংলাদেশকে আইসিইউ থেকে বের করতে তাদের চিকিৎসকরা একদম ফ্রন্ট লাইনে। কোনো রাখঢাক নেই।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট
E-mail: rintu108@gmail.com

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) নভেম্বর ২০২৩ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিচে নিচে অক্টোবর ২০২৩ এ পরিবার ভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা দেয়া হলো। উল্লেখ্য 'ফাইনাল এ্যাকশন ডেট' বলতে বুঝায় আবেদন জমা দেয়ার উপর ইউএসসিসআইএস/ডিওএস যখন তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন। নভেম্বর ২০২৩ এর সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পারিবারিক ভিত্তিক ভিসার সামান্য অগ্রগতি বা কোন অগ্রগতি হয় নি। তবে আশা করা যায় যে নভেম্বর ২০১৩ এ হয়তো অনেকটা অগ্রগতি ঘটবে। তবে দুঃখজনকভাবে খুব বেশি একটা অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না।

পরিবার ভিত্তিক ভিসা প্রিফারেন্সঃ

প্রথমঃ (এফ-১)ঃ ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ জানুয়ারী ০১, ২০১৫।

দ্বিতীয়ঃ ইউএস গ্রিনকার্ডধারী স্বামী/স্ত্রী, সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যা।

এ. (এফ-২এ)ঃ গ্রিনকার্ডধারীদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের সন্তান। ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০১৯।

বি. (এফ ২বি)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র এবং কন্যা (২১ বছর বয়সী এবং ২১ উধ্ব বয়সী)ঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ জানুয়ারী ৮, ২০০৯।

চতুর্থঃ (এফ-৪) ইউএস সিটিজেনদের ভাই বোনঃ এপ্রিল ২২, ২০০৭।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

সিভিকট টেস্টঃ

সিভিক টেষ্টে ১০০টি প্রশ্ন থাকে যা ন্যাচারালাইজেশনের জন্য একজন আবেদনকারীকে দিতে হতে পারে। পাশের জন্য একজন আবেদনকারীকে ১০টি প্রশ্নের মধ্যে অবশ্যই ৬টি প্রশ্নর উত্তর দিতে হবে। ইউএস-তে ২০ বা ততোর্ধ বছর বসবাস করছেন এমন ৬৫ বছর বা তথোধিক বয়সী বৈধ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের ক্ষেত্রে অবশ্যই পরীক্ষা সহজতর হবে।

এই সংখ্যার পূর্ববর্তী সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে ২০টি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হচ্ছে। নাগরিক লাভের পরীক্ষা পরবর্তী প্রশ্ন প্রকাশ করা হলো। যা ধারবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে।

প্রশ্নঃ ২১ঃ হাউজ অব রিপেজেন্টেটিভ-এ ভোটার সংখ্যা কতজন?



সঠিক উত্তরঃ ৪৩৫ জন।

প্রশ্ন ২২ঃ হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভকে আমরা কয় বছরের জন্য নির্বাচিত করি?

সঠিক উত্তরঃ ২ বছরের জন্য।

প্রশ্ন-২৩ঃ আপনার ইউএস রিপেজেন্টেটিভ এর নাম কী?

সঠিক উত্তরঃ নিজ নিজ এলাকার হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ এর নাম বলতে হবে।

প্রশ্নঃ -২৪ঃ একজন সিনেটর কাদের প্রতিনিধিত্ব করেন?

সঠিক উত্তরঃ স্টেটের সব মানুষের।

প্রশ্ন-২৫ঃ কিছু কিছু স্টেট আছে, যাদের হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ এর সংখ্যা অন্য স্টেটের চেয়ে বেশি কেন?

সঠিক উত্তরঃ কারণ ক) স্টেটের জনসংখ্যা বেশি; খ) তাদের লোক সংখ্যা বেশি; গ) কিছু স্টেটে অধিক জনসংখ্যা বলে অধিক রিপ্রেজেন্টেটিভ হবে।

প্রশ্ন-২৬ঃ আমরা একজন প্রেসিডেন্টকে কয় বছরের জন্য নির্বাচিত করি?

সঠিক উত্তরঃ ৪ বছরের জন্য।

প্রশ্ন-২৭ঃ আমরা কোন মাসে প্রেসিডেন্টকে ভোট দেই?

সঠিক উত্তরঃ নভেম্বর মাসে।

প্রশ্ন-২৮ঃ আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট এর নাম কি?

সঠিক উত্তরঃ জো বাইডেন।

প্রশ্ন-২৯ঃ আমেরিকার বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্টের নাম কি?

সঠিক উত্তরঃ কমলা হারিস।

প্রশ্ন-৩০ঃ কোন কারণে প্রেসিডেন্ট যদি তার দায়িত্ব পালনের অপারগ হন, সে ক্ষেত্রে কে দায়িত্ব পালন করবেন?

সঠিক উত্তরঃ ভাইস প্রেসিডেন্ট। পরবর্তী সংখ্যায় ক্রমশ: প্রশ্ন ও তার উত্তর প্রকাশিত হবে।

নিউইয়র্ক থেকে নোমান চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমার ভাই কিছুদিন আগে ভিসা পেয়েছেন। তার বয়স ২৪ বছর। সে অবিবাহিত কিন্তু আমার ভাই এখন বিয়ে করার জন্য মনোস্থির করেছেন। এই অবকস্থায় সে বিয়ে করতে পারবে কিনা। অর্থাৎ এই বিয়ে তার ভিসার উপর প্রভাব ফেলতে পারে কিনা? এ ব্যাপারে জানার বিষয় হচ্ছে তার জন্য এই বিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে কিনা এবং সেটা হলে কেমন ধরনের সমস্যা হতে পারে?

আপনার পরামর্শের জন্য এই বিষয়টি সর্ম্পকে লিখলাম। আশা আপনার পরামর্শ এই বিভাগের মাধ্যমে জানতে পারব এবং উপকৃত হবো।

নোমান চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসাঃ

আমরা ধরে নিচ্ছি যে আপনার ভাই নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা পেয়েছেন। অর্থাৎ তিনি ভিজিটর ভিসা, স্টুডেন্ট ভিসা, ব্যবসায়ী ভিসা কিংবা ওয়ার্ক ভিসা পেয়েছেন। তিনি যদি ভিজিট ভিসা কিংবা স্টুডেন্ট ভিসা পেয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে তার বিয়ে ভিসার উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। অনেক ক্ষেত্রে নন-ইমিগ্র্যান্ট (স্টুডেন্ট, ওয়াক, ব্যবসা ভিসা) ভিসা প্রাপ্তদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) তাদের সঙ্গে ভিসা প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারবেন।

গ্রিনকার্ডধারীদের স্পন্সরড ভিসাঃ

গ্রিনকার্ডধারীর শুধুমাত্র তাদের অবিবাহিত সন্তানদের জন্য স্পন্সর করতে পারেন। ২১ নিম্ন বয়সী সন্তানদের ক্যাটেগরি হচ্ছে ২-এ এবং তাদের জন্য কোন অপেক্ষার সময় নি। ২১ উর্ধ্ব বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাগাটরিতে পড়ে এবং তাদের অপেক্ষার সময় আনুমানিক ৮ বছর। আর গ্রিনকার্ডধারীরা তাদের বিবাহিত সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারেন না। সে কারণে আপনার ভাই যদি গ্রিনকার্ডধারী মা-বাবার মাধ্যমে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা পেয়ে থাকেন তবে তার বিয়ে করা ঠিক হবে না। গ্রিনকার্ডের জন্য অবিবাহিত অবস্থায় তার প্রবেশ করা উচিত। তারপর তিনি ফিরে গিয়ে বিয়ে করতে পারেন।

ইউএস সিটিজেন মা-বাবর স্পন্সরে প্রাপ্ত ভিসার একজন ইউএস সিটিজেন তার বিবাহিত সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারেন। ইউএস সিটিজেন সন্তানদের ৩ ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে।

২১ নিম্ন বয়সের, ২) ২১ উর্ধ্ব বয়সের এবং ৩) বিবাহিত সন্তানরা।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানদের জন্য কোন অপেক্ষার সময় নেই। ২১ উর্ধ বয়সী সন্তানদের অপেক্ষার সময় ৮ বছরের মতো আর বিবাহিত সন্তানের অপেক্ষার সময় আরো অধিক হতে পারে। আপনার ভাই যদি তার ইউএস সিটিজেন মা-বাবার স্পন্সরে ভিসা নিয়ে থাকেন তবে তিনি বিবাহিত হলেও টিক আছে তবে অবশ্যই ইমিগ্রেশনকে অবহিত করতে হবে।

ইউএস সিটিজেন ভাই বোনেরা স্পন্সর করলেঃ

একজন ইউএস সিটিজেন তার ভাই বোনের গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন। বিবাহিত এবং অবিবাহিত একই অগ্রাধিকারভুক্ত হবে। এদের অপেক্ষার সময় আনুমানিক ১০ বছরের অধিক। আপনার ভাই যদি আপনার স্পন্সরশীপ ভিসা পেয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে তার বিয়ে ভিসার উপর প্রভাব ফেলবে না।

ইউএস সিটিজেনদের ভাই বোনেরা বিবাহিত/ অবিবাহিত এবং বয়সী যাই হোন না কেন তারা একই ক্যাটাগরিভুক্ত।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা:
২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

তবুও নীরব বিশ্ববিবেক

॥ দীপংকর গৌতম ॥

ফুলের মতো নিষ্পাপ কয়েকটি শিশু। তারা বাবার কোলে প্রাণহীন। কাফনের ভেতর চির ঘুমে। কাফন বাতাসে উড়ছে। বাতাসে বারুদের গন্ধ। বাড়ির পরে বাড়ি ধসে যাচ্ছে ইসরাইলি সৈন্যদের গোলায়। চক্ষু বুজে থাকা সব শিশু আলো-বাতাসের পার্থক্য বোঝার আগেই বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে। তারা বুঝতে শেখেনি তাদের কী অপরাধ। তাদের কোথায় কবর দেওয়া হবে, তা-ও জানে না তার বাবা-মা। কারণ, সব জায়গায় ইসরাইলি হিংসার ক্ষত। একটা কবর খোঁড়ার জায়গা পর্যন্ত অক্ষত নেই। কোথাও কবর দিলেও সেই কবরও কি অক্ষত থাকবে? হতভাগা বাবা-মা কি দেখতে পারবে সন্তানের কবর? সব জায়গা হিংসার গুলিতে ঝাঁ-ঝরা, বোমায় ছিন্নভিন্ন, আগুনে দগ্ধ, কংক্রিটের ধ্বংসস্তূপের চাপায় পিষে-থ্যাঁতলে যাওয়া ফিলিস্তিনীদের লাশের মিছিল তাই থামে না। বধ্যভূমি, মৃত্যুপুরী, জল্লাদের মঞ্চ-কোনো বিশেষণেই ফিলিস্তিনীদের ওপর চলমান গণহত্যা, নৃশংসতা-নিপীড়ন স্পষ্ট হয় না; কিছুতেই পাওয়া যায় না তাদের দুঃখ-দরিয়ার কিনারা!

ইসরাইলের হামলার মধ্যে সোমবার গাজায় ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া মানুষকে উদ্ধারে তৎপরতা দেখা গেছে। গাজার মধ্যাঞ্চলে একটি শরণার্থী শিবিরে পাঁচ শিশুসহ এক পরিবারের সাতজনের মরদেহ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে এমন দৃশ্য দেখার পরও জাতিসংঘের ঘুম ভাঙে না। ইসরাইলের হামলায় গাজা এখন মৃত্যুপুরী। বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, গাজার এক চিকিৎসক খামিস এলেসি বিবিসিকে বলেছেন, গাজায় আপনি যেখানেই যাবেন, মৃত্যু দেখতে পাবেন। দেখবেন শেষকৃত্য চলছে। এটি এমন যেন আপনি একটি চলচ্চিত্র দেখছেন। চলচ্চিত্রটি পৃথিবীতে মানুষের জীবনের সমাপ্তি নিয়ে।

আমের আশুর নামে এক ব্যক্তির বাড়ি ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার পশ্চিমে আল-নাসর এলাকায়। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সেখানকার একটি ১১ তলা ভবনে থাকেন তিনি। তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। শনিবার ফিলিস্তিননী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের নজিরবিহীন হামলার জবাবে ইসরাইল পালটা হামলা চালায় গাজায়। ইসরাইলী হামলায় যখন গাজা জ্বলছে, ঠিক তখনই প্রসবব্যথা ওঠে আমেরের স্ত্রীর। স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির পাশের একটি হাসপাতালে ছুটে যান আমের। সেখানে তাদের ঘর আলো করে আসে এক পুত্রসন্তান। সে এ দম্পতির দ্বিতীয় সন্তান। নবজাতকের আগমনে যখন খুশিতে মন ভরে ওঠার কথা, তখন বিষাদের কালো ছায়া ভর করে পরিবারটির ওপর। কারণ শনিবার রাতে ইসরাইলি বোমা হামলায় বিধ্বস্ত হয়েছে আমেরের বাড়ি। আমের বলেন, 'যুদ্ধ শুরুর পর আমার মনে একটাই ভয় ছিল-স্ত্রীকে যথাসময়ে হাসপাতালে নিতে পারব কিনা। তখন চারপাশে অবিরাম বোমা পড়ছিল। তবে আমি কখনোই ভাবিনি, সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ঘরবাড়ি হারাতে হবে। বোমায় আমাদের আবাসিক ভবনটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।' বলেই কাঁদতে থাকেন আমের। গণমাধ্যমে এ কাহিনি সবার হৃদয় স্পর্শ করলেও ইসরাইল হামলা চালিয়েই যাচ্ছে অব্যাহতভাবে।

এ ভূখন্ডের নারী-শিশুসহ নিরপরাধ মানুষ হত্যার খবর বিশ্ববাসীর অনেকটা 'গা-সওয়া' হয়ে গেছে। গাজা এমন একটি ভূখন্ড, যেখানে সবকিছু করা যায়। বলা চলে, ভূখন্ডটির বাসিন্দাদের লক্ষ করে গুলি চালিয়ে হাত পাকায় ইসরাইলী সেনারা, অবকাঠামোর দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে নিশানা পরখ করে, বোমা ফাটিয়ে ধ্বংসযজ্ঞের বিস্তৃতি মাপতে শেখে। কার্যত দুনিয়ার বৃহত্তম ছাদহীন এ জিন্দানখানায় ইসরাইলি বাহিনীর 'মারণ-মহড়া'র বিরাম নেই। হতাহতের খবরও তাই প্রায় প্রতিদিনের। সাড়ে সাত দশক ধরে ইহুদিবাদীদের গোলাগুলি, বোমা, রাসায়নিক অস্ত্রে বেঘোরে মরছেন ফিলিস্তিনীরা। উচ্ছেদ হচ্ছেন তারা নিজ ভূমি থেকে।

ফিলিস্তিনীদের আরেক আবাসস্থল পশ্চিমতীরও ইসরাইলি খুনে বাহিনীর 'মহড়াক্ষেত্র'। ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংকটের মধ্যস্থতা করে যুক্তরাষ্ট্র। এ মধ্যস্থতাকারী ইসরাইলের সহায়তায় এখন অস্ত্র-গোলাবারুদসহ বিমানবাহী নৌবহর পাঠাচ্ছে। কী অভিনব মধ্যস্থতাকারী! ইউক্রেনে তারা অস্ত্র বিক্রি করে যুদ্ধ টিকিয়ে রাখছে বছর বছর। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধের প্রভাবে বিপর্যস্ত অর্থনীতিতে একটি প্রজন্ম গড়ে উঠবে আমিষের ঘাটতি নিয়ে। এ সংকট নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই! কেউ বলছে না, পৃথিবী আর যুদ্ধ দেখতে চায় না, এ যুদ্ধ বন্ধ করো। এত শিশুর কান্নার রোল পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছে। চোখ বুজলে দেখতে পাওয়া যায় হিংসার গোলার আঘাতে শিশুর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে হাত-পা। লাশ হয়ে পড়ে আছে মানুষ-শিশু। সেখানে কামানের গোলার শব্দে পাখির ডাক শোনা যায় না।

মাত্র ৩৬৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনের একচিলতে জায়গায় গুলি-গোলা-ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ফাঁক গলে কোনোমতে টিকে থাকা লাখ পনেরো গাজাবাসীর ওপর পর্বতসম চেপে আছে ইসরাইলের সর্বাত্মক অবরোধ। তাদের লাগাতার হামলায় গাজার ৭০ শতাংশের বেশি মানুষ আজ বাস্তুচ্যুত। কংক্রিটের দানবাকৃতি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা গাজার চতুর্দিকেই হাজারও ইহুদি সেনার চৌপ্রহর সশস্ত্র প্রহরা। এর আসমানটি খোলা বটে, তবে সেখানে চন্দ্র-সূর্য-তারার চেয়ে ইসরাইলের জঙ্গিবিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, বোমার ঝাঁকের দেখাই বেশি পাওয়া যায়। অবরুদ্ধ জনপদটির বাতাসও ভরে গেছে রাসায়নিক হামলার মারণ-বিষে। সেই বিষ দেহে ধারণ করে জন্মাচ্ছে বিকলাঙ্গ-পঙ্গু শিশু। 'ফিলিস্তিনি' শুধু এ পরিচয়ের জন্য আর দশজনের মতো সেই শিশুদেরও স্বাভাবিক মৃত্যুর ভাগ্য নেই! এ মৃত্যু যখন-তখন; দিন-রাতের ভেদ তো নেই-ই, ধর্মীয় উৎসবের দিন, এমনকি প্রার্থনার সময়ও ট্রিগার টিপতে এতটুকু হাত কাঁপে না ইসরাইলি যুদ্ধবাজ সেনাদের। তাই পবিত্র ঈদের দিনেও প্রাণ হারান নিরীহ ফিলিস্তিনি, উৎসবরত শিশুর বেঘোর মৃত্যুর সাক্ষী হয় 'বিবেকি' বিশ্ব।

ফিলিস্তিনীদের বুকের পাঁজর গুঁড়িয়ে ইসরাইলিদের এ দখলবাজি চলছে বছরের পর বছর, দশকের পর দশক। তবু 'সভ্যতার কান্ডারী'দের মুখে রা নেই; অবস্থাদৃষ্টে যে কারও মনে হতে পারে, চোখে বুঝি তাদের ঠুলি পরা, কান ঢাকা শব্দরোধী মাফলারে! যত দিস্তা দিস্তা কাগজে সভ্যতার বয়ান লেখা হয়েছে, ফিলিস্তিনীদের নিরন্তর বঞ্চনা, করুণ মৃত্যু, তাদের ওপর জারি রাখা নিপীড়নের রক্তাক্ত ইতিকথা কি তার চেয়ে কম কাগজে কুলাবে? তেমনি 'অশেষ' তাদের ইন্তিফাদার দুর্ধষ ইতিবৃত্তও। মরবে, তবু পিছু হটবে না-এমন অদম্য জেদ ফিলিস্তিনী তরুণদের রক্তে মিশে আছে। ইহুদি সেনার উঁচিয়ে ধরা বন্দুকের সামনে তাই সটান দাঁড়িয়ে যান তারা, কামানের গতি রুখে দিতে চান স্রেফ পাথরখন্ড ছুড়ে। এ অনমনীয় প্রতিবাদ-প্রতিরোধ যত না শক্তি-সামর্থ্যরে, তার শত-সহস্র গুণ বেশি আত্মিক-হার্দিক। হিস্যা বুঝে নেওয়ার, মর্যাদা প্রতিষ্ঠার, অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার, মাতৃভূমি রক্ষার লড়াইয়ে তাদের সংগ্রাম চলছেই। সংগ্রাম কখনো বিফলে যায় না।

লেখক: প্রাবন্ধিক





জায়গাটা ফিলিস্তিনীদের দখলদার ইসরায়েল

॥ ড. মাহবুব হাসান ॥

এই কথাটায় বিশ্বের রাজনৈতিক নেতারা সবাই একসঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেননি। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, কেউ কেউ করেন না। কারণ তারা ক্ষমতায় থাকতে বা ক্ষমতায় যাওয়ার যে তরিকা, সেখানে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থকেই বড় করে দেখেন। মানুষ, মানবিকতা ও মানুষের অধিকার- এ বিষয়গুলো তারা ফ্রন্টলাইনে রাখেন নিজেদের চেহারার বিকৃতি ঢেকে রাখার জন্য। তারা যে মানবিক মানুষ নন, তারা যে ইতরতর প্রাণী, সেটা প্রমাণের জন্য যুক্তির ঘাটতি হবে না। কারণ প্রতিদিনই মানুষের নিকৃষ্ট ও ইতরতর কাজের উপাত্ত আমরা দেখে অভ্যস্ত হয়েছি।

কথাগুলো বললাম সাম্প্রতিক ফিলিস্তিনী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জড়িত সেখানকার সশস্ত্র দল হামাসের আক্রমণের পর। গাজায় হামাস যে তলে তলে নিজেদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এতটাই সংগঠিত হয়েছে, সেটা খোদ দখলদার ইসরায়েলও বুঝতে পারেনি। তারা হতবাক হয়েছে এবং ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এর জেরেই ক্ষমতা হারাতে পারেন বলে বিশ্বের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দিন দশেক ধরে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে জুজুবুড়ির ভয়ের কথা বলে আসছেন। অসংখ্যবার তিনি ইরানে হামলার হুমকি দিয়েছেন। সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তিনি বলেন, তেহরানকে অবশ্যই 'বিশ্বাসযোগ্য পারমাণবিক হুমকির' মুখোমুখি হতে হবে। অবশ্য তার কার্যালয় পরে সংশোধন করে বলে, 'বিশ্বাসযোগ্য সামরিক হুমকি'।

৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সম্ভবত তার সেই হুমকির বাস্তবরূপ দেখতে পাচ্ছেন। দক্ষিণ ইসরায়েলে হামলার ভয়াবহ সেই দৃশ্যপট আরো বড় সংঘাতে জড়ানোর জন্য ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপট ও আন্তর্জাতিক সমর্থন জোগাচ্ছে।

বোঝা যায়, দখলদার ইসরায়েল উসকে দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি। কেন তারা এমনটা করছে, তার একটি বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারি আমরা। গত দুই বছরের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেই বেরিয়ে আসবে তার আসল কারণ। আমেরিকার হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনৈতিকভাবে বলীয়ান দেশগুলো। তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে চীন এবং রাশিয়ার। সেখানে আমেরিকার হয়ে রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতির ওপর নজরদারি করছে ইসরায়েল। সেই কাজে শিখন্ডি ইসরায়েল ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৪৮ সাল থেকেই ইসরায়েল ফিলিস্তিনী জনগণের ওপর নির্মম হামলা চালিয়ে যে মানবেতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, তারই সামরিক জবাব হামাসের আক্রমণ। ফিলিস্তিনীরা ইসরায়েলের সামরিক হত্যাযজ্ঞের বিপরীতে ইট আর পাটকেলের প্রতিবাদ করে এসেছে। কিন্তু তারা দেখেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গুলির বিপরীতে পাথরের টুকরো কোনো প্রতিরোধ তৈরি করতে পারেনি। তাই হামাস হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে অস্ত্র। তাদের মাতৃভূমি দখলদারমুক্ত করতে হবে- এটাই একমাত্র পথ।

এটা বোঝা যায় ফিলিস্তিনী মানুষের স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায় দখলদার ইসরায়েল। কিন্তু ইসরায়েলের রাজনৈতিক ও সামরিক মুরব্বি হচ্ছে আমেরিকা ও তার সামরিক অ্যালি ইউরোপিয়ান দেশগুলো, যারা ইসরায়েলের পতনের হোতা। আবার আমেরিকা ও ব্রিটেনের ছায়াসঙ্গী হয়ে এতকাল কাটিয়েছে সৌদি আরব ও ওই এলাকার তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো। তারা প্রযুক্তির সহায়তার বিনিময়ে নিজেদের দেশের সম্পদ শুষে নিতে বাটোয়ারা গেছে। তাছাড়া তাদের জনগণের সঙ্গে ক্ষমতাসীনদের মধ্যে তেমন কোনো সুসম্পর্ক নেই বা ছিল না। এখন পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টে গেছে। সেটা প্রথম জানান দিয়েছেন সৌদি আরবের যুবরাজ সালমান। গোটা বিশ্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ভেতর দিয়ে নিজেদের স্বকীয় চিন্তার স্বাধীনতার পতাকা তুলেছে তারা। এখন সৌদি আরবের পাশে কেবল আমেরিকা নয়, এসেছে চীন ও রাশিয়া। ফলে ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির ছকটি অতি ধীরে হলেও পাল্টে যাচ্ছে। এর সূচনা অনেক আগে থেকে হলেও ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের ভেতর দিয়ে তার একটি রূপ আমরা দেখে চলেছি। স্যাংশন ও অর্থ ব্যবস্থার ডলারের আধিপত্য রুখে দেয়ার জন্য রাশিয়া ও চীন নতুন চিন্তার সূচনা করে। ব্রিকস গড়ে তুলে তার অর্থনৈতিক পরিধি বাড়িয়ে চলেছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নতুন বিন্যাস দিতে চাইছে তারা, পণ্যের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে ডলারের প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে নিজেদের অর্থে সম্পন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বিশেষ করে রাশিয়ার রুবল ও চীনের ইউয়ানকে নতুন অর্থ ব্যবস্থায় ব্যবহার করে ডলারের একচ্ছত্র দৌরাত্ম্য কমানোর লক্ষ্য হচ্ছে মার্কিনি চাপ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা। আর সেই প্রয়াসে যোগ দিয়েছে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। সেই দলে আছে ভারতও।



চীনের সঙ্গে সামরিক ও ভূমি-সংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধ থাকলেও যখন ব্রিকসের সদস্য হিসেবে তারা এক টেবিলে অভিন্ন স্বার্থ কায়েমের আলোচনায় বসছে, তখন একে নতুন ডাইমেনশন হিসেবে বর্ণনা করা যায়। পৃথিবীর বড় অর্থনীতির দেশ চীন, রাশিয়া ও ভারতসহ গোটা বিশ্বের ধনিরা যদি ব্রিকসে জড়ো হয়, তাহলে মার্কিনি ডলারের দুর্দিন যে শুরু হয়েছে তা বোঝা যায়। আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ভারত রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কিনে আমেরিকান মোড়লিপনাকে থোড়াই কেয়ার করেছে। ফসকে যেতে থাকা সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারে যুক্তরাষ্ট্র তার শিখন্ডি ইসরায়েলকে কাজে লাগাচ্ছে। নেতানিয়াহু সেই কারণেই জাতিসংঘের মতো বড় ও আন্তর্জাতিক সমাজের সামনে পারমাণবিক বা সামরিক হুমকির কথা উচ্চারণ করেছে। সেই সঙ্গে ইরানকে খর্ব করার জন্য তার ওপর পারমাণবিক শক্তিপ্রয়োগের হুমকিও দিয়েছে। মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইরানকে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের ওপর সামরিক বলপ্রয়োগের পথ খোলাসা করা। ইরান এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র জানে ইরানকে শায়েস্তা করতে হলে সবার আগে পাকিস্তানকে নিজের দখলে নিতে হবে। আর সেটা করতে হলে ইমরান খানকে সরাতে হবে। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অ্যালাইনমেন্ট পুঁজিবাদীদের সঙ্গে। তাদের দিয়ে ইমরানকে সরিয়ে শাহবাজের মতো একটি শিখন্ডি বসানোর প্রয়োজন ছিল। ইমরান চেয়েছিল রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উঁচুস্তরে নিয়ে যেতে। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের ঐতিহাসিকভাবেই সম্পর্ক আছে। ট্রায়াঙ্গেলটিকে মারাত্মক মনে করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ইরান, রাশিয়া আর পাকিস্তান যদি রাজনৈতিক ও সামরিক অ্যালাইনমেন্টে আসে তাহলে ভারত তেমন সুবিধা করতে পারবে না। আর ভারতেরও তো চিন্তা আছে যুক্তরাষ্ট্র যে দেশের বন্ধু, তার শত্রুর অভাব হবে না।

হামাস ইরানি সরকারের রাজনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা পায়, এটা ওপেন সিক্রেট। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যখন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, তেহরানকে অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য পারমাণবিক হুমকির মুখোমুখি হতে হবে। তার এই বক্তব্য পরে যতই সংশোধন করা হোক না কেন, মনের ভেতরে তোলপাড় করতে থাকা কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে গেছে, যা যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন চায়। সাধারণ পরিষদে মানুষ হত্যার এই হুমকিকে কেন পরিষদ নেতা আমলে নেয়নি এবং এই হুমকি যে বিশ্বের মানুষকে আতঙ্কিত করছে, সেটা জোরেশোরে উত্থাপন করেনি? কারণ তারাও কি মার্কিনি দালাল হিসেবে জাতিসংঘের মসনদে বসেছেন? যুক্তরাষ্ট্র চায় বিশ্বকে একটি সামরিক ভীতির নিচে রেখে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে। শিখন্ডি ইসরায়েল তার সামরিক মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে। আমেরিকান অ্যাক্টিবিস্ট, ভাষাবিজ্ঞানী ও চিন্তক ইহুদি নোয়াম চমস্কি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র নিজেই সন্ত্রাস উৎপাদন করে এবং তারা লক্ষ্যে যাওয়ার জন্য তা ব্যবহার করে। দেশটি রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সন্ত্রাসী। তিনি একবার অন্তত ইসরায়েলে যাওয়ার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ ইসরায়েল মানবতাবিরোধী দখলদার ভূখন্ড।

হামাস কেন ভেতর থেকে সশস্ত্র হয়ে উঠেছে এবং আক্রমণ করেছে, তার বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা এটা হতে পারে যে পাল্টে যেতে থাকা রাজনৈতিক বিশ্ব পরিস্থিতির লাগান টেনে ধরার সর্বশেষ চেষ্টা।

আবার পারমাণবিক না হোক প্রচলিত অস্ত্রের যুদ্ধ লাগিয়ে অস্ত্র উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের অস্ত্রগুলোর সর্বাত্মক ব্যবহার সুনিশ্চিত করতেই হাজার হাজার মানুষ হত্যার এই পরিকল্পনা বা প্রকল্প বলেও আমার ধারণা ও বিশ্বাস। পারমাণবিক যুদ্ধ কেবল পৃথিবীই ধ্বংস হবে না, এই গ্রহটির অস্তিত্বও বিলীন হবে। এটা বাইডেন যেমন জানেন, তেমনি ইব্রাহিম রাইসিও। জানেন পুতিন বা শি জিনপিং। অতএব পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার হবে না। যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিয়ে বিশ্বকে একটি অনিশ্চিত অনিরাপদ পরিণতির শিকার হতে হবে বলে ভয় ও শঙ্কার মধ্যে ঠেলে দেয়ার এই মানবতাবিরোধী খেলাই আমরা দেখছি। এই সামরিক খেলা যে কোনো মুহূর্তে আগ্নেয়গিরির মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে, যা উদগীরণ করবে সেই রক্তাক্ত লাভা, যার ভয়ে আমরা আতঙ্কিত। এই আতঙ্কের চূড়ায় এখন গাজার বসতিরা। তারা ধর্ম পরিচয়ে কি, তারও আগে আমাদের ভাবতে হবে যে ওই মানুষ হত্যার যজ্ঞে মানবতা রক্ষার কোনো উপাদান নেই। নিজেদের আগ্রাসী ভাবনার তাল রেখে বাইডেন প্রশাসন ইহুদিবাদী ইসরায়েলকে একটি অস্ত্রের চালান পাঠিয়েছে এর মধ্যেই। অর্থাৎ বাইডেন প্রশাসন মানবতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে জায়নিস্টদের পক্ষ নিয়েছে। একইভাবে আমরা দেখলাম ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের ক্ষমতাসীন দল পক্ষ নিয়েছে ইসরায়েলের আর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রেজুলেশনে সরাসরি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। অর্থাৎ ভারতের সরকারি দল ও বিরোধী দল জায়নবাদিদের পক্ষে। এখানেই এসে ধর্ম ও সংস্কৃতি তার হিংস্র দাঁত বের করেছে। প্রতিপক্ষ যে ফিলিস্তিনী মুসলমান- এটাই মূল কারণ। ফিলিস্তিন ভূমি দখল করে যে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি শিখন্ডি স্থাপন করেছে ইসরায়েল নামে, সেই সামাজিক ও রাজনৈতিক-সামরিক অপরাধের বিচার কি আমরা করতে পারব?

মার খেতে খেতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে কী করতে হয়, প্রতিবাদী যোদ্ধারা সেটা জানে। ঘরে আবদ্ধ বেড়াল শেষাবধি প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হামাস সেই কাজটিই করেছে। মানুষ হত্যার এই ইসরায়েলী প্রকল্পে কেন যুক্তরাষ্ট্র সহযোগী হলো? কারণ ওই দেশটি হচ্ছে ইসরায়েলের অন্যতম জন্মদাতা। ফলে সে ওই শিখন্ডি বাঁচাতে অস্ত্র ও অর্থ দেবে, এটাই স্বাভাবিক। ইরান হামাসের পেছনে আছে এটা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু ইসরায়েলের পেছনে অস্ত্র-অর্থদাতা যে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমারা, সেটা ঐতিহাসিক সত্য।

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী পাকিস্তানী মেয়ে মালালা ইউসুফজাই বলেছেন, তিনি যুদ্ধের ভেতর নারী ও শিশুদের মানবেতর দুরবস্থা দেখেছেন। সেই অবর্ণাতীত বেদনার কথাই উঠে এসেছে তার টুইটার বার্তায়। আমরা জানি, এর চেয়ে বেশি কিছু করার নেই তার। যদি ১০০ নোবেল লরিয়েটও ফিলিস্তিনী হত্যার এই নবতর সংস্করণে লাভ হবে অস্ত্র উৎপাদকদের। এর বাইরে নিহত মানুষের স্তূপ আর আহত মানুষের আর্তহাহাকার আমাদের মর্মদাহী মানুষে পরিণত করেছে। ইতিহাস কাউকেই ক্ষমা করে না। নেতানিয়াহুর জন্যও তেমনি একটি আঘাত অপেক্ষা করছে বলে মনে করা যায়। ইতিহাসের নজির হিসেবে ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর গোল্ডা মেয়ার, ১৯৮২ সালে প্রথম লেবানন যুদ্ধের পর মেনাখেম বেগিন এবং ২০০৬ সালের দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধের পর এহুদ ওলমার্টের সরকারের পতনের কথা বলেছেন অমিত সেগাল।

উপাদানগুলো টেনে অমিত সেগাল বলেন, এখন নেতানিয়াহুর ক্ষেত্রে ঘড়ির কাঁটা টিক টিক করছে। এই অমিত সেগাল হচ্ছেন সিএনএনের রাজনৈতিক বিশ্লেষক। সেগালের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি বলতে পারি বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পতনের প্রথম ধাপটি এর মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। যুদ্ধকে কেন্দ্র করে তার সরকার একটি জাতীয় সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে বিরোধী দলগুলোর প্রতিনিধি সেই জাতীয় সরকারের মধ্যে এসেছে। যুদ্ধ যদি প্রলম্বিত হয়, তাহলে তার ক্ষমতার মসনদে ফেরার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এর মধ্যেই বলা হয়েছে তিনি পরাজিত হয়েছেন ফিলিস্তিনীদের হাতে। তারা জানতে ও বুঝতেও পারেননি যে হামাস শক্তি অর্জন করে ফেলেছে এবং শক্তিশালী হামলাও করে চলেছে। তার মানে ইসরায়েলী ইনটেলিজেন্স মোসাদ একটি অথর্ব ও মিথিক্যাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসের পথ ধরেই নতুন ইতিহাস রচিত হয়। এবার কি তার ব্যতিক্রম হবে? না কি পুনরাবৃত্তি হবে? নাকি রচিত হবে ফিলিস্তিনীদের মুক্তির সনদ, নতুন ইতিহাস, যার অপেক্ষা করছে ওই সংগ্রাম ও নিগৃহীত জাতি?

লেখক: সাংবাদিক ও কলাম লেখক।
E-mail: mahboobh868@gmail.com

রাষ্ট্রের কল্যাণে পরিচালিত হোক রাজনীতি

॥ মো. জাকির হোসেন ॥

রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের নিয়ে যত বিতর্কই থাকুক না কেন, রাষ্ট্র পরিচালিত হতে হবে রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের দ্বারা। রাজনীতি যতই নষ্ট-নোংরা-অশোভন হোক না কেন, অরাজনৈতিক শক্তি রাষ্ট্রের নিয়ামক হতে পারে না। মাও জেদংয়ের একটি উক্তি হচ্ছে, 'পলিটিকস মাস্ট বি ইন কমান্ড।' রাজনীতির প্রধান নিয়ামক হলো রাজনৈতিক দল।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা রাজনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো রাজনৈতিক দল। রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে রাজনৈতিক দল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আদর্শগত মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে একটি ন্যূনতম ক্ষেত্রে দলগুলোর মধ্যে অবশ্যই মতৈক্য প্রয়োজন। পরিতাপের বিষয়, মতৈক্য দূরে থাক, প্রতিপক্ষের মুখ দেখাদেখিই তো বন্ধ। কিসে মতৈক্য হবে? বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির মৌলিক সত্যগুলোই তো অস্বীকার করে কিছু রাজনৈতিক দল। নির্বাচনকালীন সরকার ঘিরে বড় দুটি দল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সাম্প্রতিক অবস্থান ভয়ংকর রকম মারমুখো। বলতে গেলে পয়েন্ট অব নো রিটার্নে অবস্থান করছে দল দুটি। যেকোনো সময় বড় সংঘাতের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিএনপির এক দফা দাবি হলো, ক্ষমতাসীন সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। সেই সঙ্গে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে বিলুপ্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আনতে হবে। আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই অনুষ্ঠিত হতে হবে। অন্যথায় বিএনপি ও তার মিত্ররা নির্বাচনে যাবে না এবং নির্বাচনকে তারা প্রতিহত করবে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা বলছে, সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অসাংবিধানিক হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

আদালতের রায় অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত করে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। এটিকে ফিরিয়ে আনার কোনো সুযোগ নেই। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই আপিল বিভাগের রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অসাংবিধানিক ঘোষিত হয়েছে। তদুপরি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সঙ্গে বিচার বিভাগকে সম্পৃক্ত না করার জন্য রায়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রের কল্যাণে পরিচালিত হোক রাজনীতিআপিল বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদন করা ছাড়া তথা আদালতের রায়ের মাধ্যমে আগে ঘোষিত রায় পাল্টানো ছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আনার আর কোনো পথ খোলা নেই। নির্বাহী বিভাগ কিংবা সংসদ চাইলেও তা ফিরিয়ে আনার সুযোগ নেই। কোনো সভ্য ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতের রায়কে অমান্য করার সুযোগ নেই। আদালতের আদেশ অমান্য করলে যে গুরুতর আইনগত দায় সৃষ্টি হয়, তা এই উপমহাদেশে ২৪৮ বছর আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির শাসনামলে ১৭৭৪ সালে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন কম্পানি সরকারের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের বাল্যবন্ধু স্যার এলিজা ইম্পে।

১৭৭৫ সালে কামালউদ্দিনের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের জামিন আদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় নির্বাহী বিভাগ এবং আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী কামালউদ্দিনকে জামিনে মুক্তি না দিয়ে অন্তরিন রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।



এরপর ১৭৭৭ সালের কসিজুরাহ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ও নির্বাহী বিভাগের সম্পর্ক চরম শত্রুতায় রূপ নেয়। গভর্নর জেনারেল অ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেন, জমিদাররা সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ারাধীন নন। তাই তাঁদের সুপ্রিম কোর্টের আদেশ-নির্দেশ মানার প্রয়োজন নেই। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের নেতৃত্বে নির্বাহী বিভাগ সুপ্রিম কোর্টের আদেশ-নির্দেশ বাস্তবায়নে বাধা দিতে সামরিক শক্তি পর্যন্ত প্রয়োগ করে। সুপ্রিম কোর্ট ও নির্বাহী বিভাগের বিরোধের অবসান ও সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অমান্য করার ফলে সৃষ্ট নির্বাহী বিভাগের দায়মুক্তির জন্য অবশেষে ১৭৮১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'সেটলমেন্ট অ্যাক্ট' নামে একটি আইন পাস করা হয়। তার মানে, আদালতের আদেশ অমান্য করায় যে গুরুতর আইনগত দায় সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে দায়মুক্তির জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি বিশেষ আইন পাস করতে হয়েছে।

বাংলাদেশে পর পর চারটি নির্বাচন অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিতও হয়েছে। ২০ বছর ধরে তত্ত্বাবধায়কের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ফলাফল হলো গণতন্ত্রের অসুখ আরো গভীরতর হয়েছে। এর প্রমাণ যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতির মতো অমর্যাদাকর ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া এবং বড় দুই দলের মুখোমুখি অবস্থান। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকারের আমলে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই সময়েই অর্থপাচারের ব্যাপক সূত্রপাত হয়, যা চলমান রয়েছে।

জঙ্গিবাদের ভয়াবহ উত্থান হয় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকারের আমলেই। জঙ্গি ও রাষ্ট্রযন্ত্র মিলে আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করতে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত গ্রেনেড হামলা করা হয় তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা নির্বাচিত সরকারের আমলে। ২০ বছর ধরে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন রাজনীতি থেকে অস্থিরতা, বিরোধ ও সংঘাত দূর করতে পারেনি। তত্ত্বাবধায়কের অধীনে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ একবারের জন্যও দুই দলের অংশগ্রহণে সুষ্ঠুভাবে চলেনি। বিরোধী দলের টানা সংসদ বর্জন বন্ধ হয়নি। বিজয়ী দলের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রবণতা বন্ধ হয়নি। সরকারের দায়বদ্ধতা-জবাবদিহি চালু হয়নি। সর্বনাশা দলীয়করণ বন্ধ হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংবিধানে থাকা সত্ত্বেও অনির্বাচিতরা ক্ষমতা দখল করে রেখেছিলেন দুই বছর। তার পরও কেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্যই সংঘাত সৃষ্টি?

তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম সরকার পদত্যাগ করল? তারপর কী হবে? কারা, কোন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করবে? কোন পদ্ধতিতে বাছাই করে নতুন সরকারের ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হবে। কারা বাছাই করবে আর কোন আইনের অধীনে বাছাই ও নিয়োগ দেওয়া হবে? পক্ষপাতদুষ্টদের নিয়োগ দেওয়া হলে আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা যে আন্দোলন শুরু করবে না, তার গ্যারান্টি কী? আর এমন হলে সরকারবিহীন রাষ্ট্রে যে অরাজকতা সৃষ্টি হবে, সম্ভাবনাময় একটি রাষ্ট্রের মৃত্যু হবে, তার দায় কে নেবে? যাঁরা গণতন্ত্রের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন, তাঁদের দলে কি গণতন্ত্র আছে? ব্যক্তির জন্য দলের গঠনতন্ত্রের দুর্নীতিসংক্রান্ত বিধান বিলুপ্ত করা গণতন্ত্র নয়, ব্যক্তিতন্ত্র। তদুপরি বৈশ্বিক পরিস্থিতি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে বর্তমান সময় গণতন্ত্র বিকাশ ও সম্প্রসারণের অনুকূলে নয়। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের অবনমন ও গণতন্ত্র ঘাটতির যুগ এখন। গণতন্ত্র ব্যক্তিবন্দনা, লোকরঞ্জনবাদ ও অপতথ্যের আধিপত্যে ম্রিয়মাণ। যুক্তরাষ্ট্র নিজেই তো পূর্ণ গণতন্ত্র থেকে ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্রে অবনমিত হয়েছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) ডেমোক্রেসি ইনডেক্স ২০২৩-এর পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের অবনমন হয়েছে। ইআইইউয়ের ডেমোক্রেসি ইনডেক্সের প্রতিবেদন বলছে, বিশ্বের জনসংখ্যার মাত্র ৬.৪ শতাংশ পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে বাস করছে। আর এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ কর্তৃত্ববাদী শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট। বাকিরা ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ কিংবা হাইব্রিড শাসনের অধীন।

বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের অবনমন এবং গণতন্ত্রের প্রতি চরম অসন্তুষ্টির এই সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কতটা বাস্তবসম্মত? তত্ত্বাবধায়ক সরকার টেকসই ও বাস্তবসম্মত কোনো ব্যবস্থা নয়। পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এমন ব্যবস্থা নেই। একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বাস্তবসম্মত টেকসই সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত সব দেশেই নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক পরিলক্ষিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রসহ এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার অন্তত ১০০টি সাম্প্রতিক নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অনেক দেশেই নির্বাচন নিয়ে নানা অনিয়ম, জালিয়াতি, প্রতারণা, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সম্পদের ব্যবহার, ভোটার নিপীড়ন, ভোটার তালিকাভুক্তকরণে অনিয়ম, Absentee Ballot (তথা পোস্টাল, প্রক্সি, অনলাইন ভোটে) অনিয়ম, ভাঁওতাবাজি ও মিথ্যা সংবাদের মাধ্যমে ভোটারদের প্রভাবিত করা, প্রতিপক্ষ দলের ফোন ব্যাংক জ্যামিং, গ্যারি মেন্ডারিং তথা নির্বাচনী এলাকার সীমানা সুবিধামতো পরিবর্তন, ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সহিংসতা, ভোটগণনা নিয়ে বিতর্ক, ভোটের ফল পাল্টে দেওয়াসহ নানা গুরুতর অভিযোগ রয়েছে এবং মামলা করা হয়েছে।

২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিশ্বকে চমকে দেওয়ার মতো মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে কিংবা বাস্তবায়নাধীন। পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, কর্ণফুলী টানেল, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর, পায়রা বন্দর, কক্সবাজার ঘিরে সিঙ্গাপুর, হংকংসহ দ্বীপভিত্তিক অর্থনৈতিক হাবগুলোর আদলে গড়ে তুলতে বাস্তবায়নাধীন মহাপরিকল্পনা, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিপ্লব, রেল সংযোগে নতুন দিগন্ত, বিনিয়োগের রাজধানী মিরসরাইয়ে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরী, আড়াইহাজারে জাপান অর্থনৈতিক অঞ্চল, কোরিয়ান ইপিজেডসহ নির্মীয়মাণ ও অনুমোদিত প্রায় ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চল বাংলাদেশের অর্থনীতির গেম চেঞ্জার হতে যাচ্ছে। পাশাপাশি রয়েছে সুনীল অর্থনীতির অপার সম্ভাবনা।

এ ছাড়া গ্যাস বাদে প্রাকৃতিকভাবে মজুদ ২.২৬ ট্রিলিয়ন (দুই লাখ ২৬ হাজার কোটি) ডলার তথা বাংলাদেশি মুদ্রায় ২৪১.৯৭ ট্রিলিয়ন টাকার সমমূল্যের খনিজ সম্পদ রয়েছে। গার্মেন্টস ছাড়াও সেমিকন্ডাক্টরসহ রপ্তানির নতুন বৈচিত্র্যময় খাতের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। সব মিলিয়ে এক অভূতপূর্ব সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ। এমন অভূতপূর্ব সম্ভাবনাকে ধ্বংস ও অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড় করায় এমন রাজনীতি পরিহার করতেই হবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এডমন্ড বার্ক বলেছেন, 'রাজনৈতিক দল হলো একটি সুসংগঠিত জনসমষ্টি, যারা কোনো নির্দিষ্ট নীতির দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করবে।' রাজনৈতিক দলকে শুধু সরকারি ক্ষমতা দখলের জন্য উতসুক সংগঠনরূপে গণ্য করলে ভুল করা হবে। রাজনৈতিক দলকে মূলত জাতীয় স্বার্থ তথা রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থ পরিপূরণের জন্য গঠিত রাজনৈতিক সংগঠন হতে হবে। আমাদের সংবিধানের ২১(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।' অন্যদিকে ৭(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।' রাজনীতির লক্ষ্য হোক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের মালিকদের কল্যাণ।

লেখক: অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দুর্যোগের আগেই চাই সম্মিলিত প্রচেষ্টা

॥ এম এ হালিম ॥

সত্তরের দশক পর্যন্ত দুর্যোগকে শুধু 'প্রাকৃতিক দুর্বিপাক' হিসাবেই গণ্য করা হতো। তাই দুর্যোগ ও মানবিক কাজে নিবেদিত কতিপয় প্রতিষ্ঠান, যেমন রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্ট দুর্যোগ ঘটার পর ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে মানবিক সহায়তা প্রদানে ব্যস্ত থাকত। বলা যায়, দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে দুর্যোগের আগে প্রাতিষ্ঠানিক বা পারিবারিক তৎপরতা ছিল না। ১৯৭০ সালে এদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘটিত প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে অর্ধ লক্ষাধিক উপকূলীয় মানুষের মৃত্যু তারই সাক্ষ্য বহন করে। ১৯৭২ সালে দেশে তদানীন্তন রেড ক্রস ও বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) উপকূলীয় মানুষের জন্য আগাম সতর্কসংকেত প্রচার, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ঘূর্ণিঝড়ের প্রাক্কালে বিপদাপন্ন মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারণের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অভাবনীয়ভাবে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়।

বিভিন্ন দেশে সংঘটিত নানা দুর্যোগে মানবিক বিপর্যয় অনুধাবন করেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি আলোচনায় আসে। এ উপলব্ধি থেকেই জাতিসংঘ ১৯৮৯ সালের ১৩ অক্টোবর প্রথম আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদ্যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্যোগের ঝুঁকি ও তা প্রশমনে বৈশ্বিক সচেতনতার অভ্যাসকে প্রতিষ্ঠিত করা। এ ধারাবাহিকতায় ১৯৯৯ সালে দুর্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধির এবং কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে জাতিসংঘ দুর্যোগবিষয়ক পৃথক কর্তৃপক্ষ তথা UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) প্রতিষ্ঠা করে।

চলতি বছরের প্রথমার্ধে বিশ্বজুড়ে সংঘটিত বিভিন্ন দুর্যোগে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১১০ বিলিয়ন ডলার। বছরের শুরুতে (ফেব্রুয়ারী) তুরস্কে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্প ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিনিয়তই ঘটছে কোনো না কোনো দুর্যোগ। এ বছর মরক্কোর ভূমিকম্প, লিবিয়ার বন্যা আর অতিসম্প্রতি সিকিমে (ভারত) ঘটে যাওয়া প্রলয়ংকরী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা অনেক। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিঘাতের কারণে প্রতিনিয়ত দুর্যোগ বেড়েই চলেছে। পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, বিশ্বে দুর্যোগের কারণে মৃতের ৯১ শতাংশই ঘটে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সৃষ্ট দুর্যোগে। জাতিসংঘ বলছে, একই কারণে ২০৩০ সাল নাগাদ সারা বিশ্বে গড়ে প্রতিদিন ১.৫টি দুর্যোগ ঘটবে। উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উচ্চঝুঁকিতে থাকা দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নবম।

দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও বিপন্নতা কমাতে ঝুঁকিহ্রাস প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। গবেষণায় জানা যায়, দুর্যোগের সচেতনতা ও ঝুঁকিহ্রাস উদ্যোগে এক ডলার বিনিয়োগ করলে অন্তত ১০ গুণ ফল লাভ অর্থাৎ ক্ষতি কমানো সম্ভব। তাই দুর্যোগ মোকাবিলায় সর্বশেষ উদ্যোগ 'সবার জন্য পূর্ব সতর্কবার্তা' অথবা 'প্রত্যাশিত মানবিক সাড়া'সহ সব ধারণা ও উদ্যোগ বাস্তবায়নে চাই সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

দুর্যোগবিষয়ক বহুল আলোচিত সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্কের (জাপান ২০১৫) অধীনে স্থায়িত্বশীল দুর্যোগ প্রশমনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রসহ সব পক্ষ ২০৩০ সালের মধ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে একমত হয়। এসব উদ্যোগের মধ্যে বিশেষভাবে রয়েছে পূর্ব সতর্কতা ও প্রাক-দুর্যোগ পদক্ষেপ গ্রহণে সচেতনতা বৃদ্ধি। দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে সতর্কসংকেত সবার কাছে পৌঁছে দিতে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস ২০২২ সালে মিসরে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে (কপ ২৭) প্রস্তাব রেখেছেন Early warning for Alll (EW4ALL)। এ প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্বের ৩০টি পাইলট দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এ উদ্যোগের সফলতা অর্থাৎ দুর্যোগের আগে সবার কাছে সংকেত পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ আবাসিক অফিস, আইএফআরসি, রেড ক্রিসেন্টসহ অনেক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে কাজ করছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে কৌশল নির্ধারণের জন্য ১-২ নভেম্বর ঢাকায় জাতীয় ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

একসময় দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে মানবিক সাহায্য প্রদানই ছিল দুর্যোগ নিয়ে আমাদের ভাবনা। পরবর্তীকালে দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে বিভিন্ন ঝুঁকিহ্রাস উদ্যোগ (রিস্ক রিডাকশন ইনিশিয়েটিভ) গ্রহণ করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দুর্যোগের পূর্বাভাস এবং বিপদাপন্ন মানুষ ও সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি বিশেষণ করে তাদের কাছে দুর্যোগের আগেই মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে উদ্যোগ শুরু হয়েছে, যার ফলে তারা অধিক প্রস্তুতি ও দুর্যোগ-পরবর্তী দুর্দশা লাঘবে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে। এ নতুন উদ্যোগকে প্রত্যাশিত মানবিক সাড়া (Anticipatory Humanitarian Action) হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জার্মান রেড ক্রস, আইএফআরসি ও নেদারল্যান্ডসের রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্ট ক্লাইমেট সেন্টারের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় করে এদেশে এ কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতে (২০১৫) পূর্বাভাসভিত্তিক অর্থ সহায়তা (Forecast-based Financing) কার্যক্রমের আওতায় আবহাওয়া অধিদপ্তর ও বন্যা সতর্কীকরণ সেন্টারের সহায়তায় বিশেষণভিত্তিক আগাম সতর্কবার্তা প্রদানসহ সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ফলে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের কয়েকদিন আগেই কমিউনিটির ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস এবং দুর্যোগের পরক্ষণেই সাহায্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯-এ এই ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সরকার ও মানবিক সংস্থাগুলোর সম্মিলিত অঙ্গীকারেরই দৃষ্টান্ত।

দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও বিপন্নতা কমাতে ঝুঁকিহ্রাস প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। গবেষণায় জানা যায়, দুর্যোগের সচেতনতা ও ঝুঁকিহ্রাস উদ্যোগে এক ডলার বিনিয়োগ করলে অন্তত ১০ গুণ ফল লাভ অর্থাৎ ক্ষতি কমানো সম্ভব। তাই দুর্যোগ মোকাবিলায় সর্বশেষ উদ্যোগ 'সবার জন্য পূর্ব সতর্কবার্তা' অথবা 'প্রত্যাশিত মানবিক সাড়া'সহ সব ধারণা ও উদ্যোগ বাস্তবায়নে চাই সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

লেখক: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিচালক, দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ভালো নির্বাচন করার সম্ভাব্য উপায়

॥ ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার ॥

বহুল্প্রতীক্ষিত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন দ্বারপ্রান্তে। দু-তিন সপ্তাহ পর নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী শিডিউল ঘোষণা করবে। এজন্য সরকারি দল এবং সরকারে সম্পৃক্ত দলগুলো নির্বাচনি প্রস্তুতি শুরু করেছে বলে দাবি করছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আন্দোলন করা দলগুলো এ ব্যাপারে নীরব। তারা কিছুতেই দলীয় সরকারের অধীনে প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতায় রেখে সংসদ না ভেঙে নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা ভাবছে না। এ ব্যাপারে দলগুলো অনড় ভূমিকা পালন করে নির্দলীয় সরকারাধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে অহিংস আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। নির্বাচন কমিশন শিডিউল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এ দলগুলো এদের আন্দোলনকে অহিংস রাখতে পারবে কি না, তা নিয়ে জনমনে সন্দেহ আছে। অন্যদিকে সরকার থেকে বলা হচ্ছে, কোনোরকম সহিংসতা হলে তারা তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কাজেই নির্বাচনি ব্যবস্থা নিয়ে এমন একটি জটিল পরিস্থিতির মধ্যে কমিশন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কথা বলে নির্বাচন করতে মরিয়া হলে শিডিউল ঘোষণা করার পর রাজপথে নিশ্চিত রক্তপাতের আশঙ্কা দেখা দেবে।

আশ্চর্যের বিষয়, দেশের সুশীল সমাজ এমন অবস্থায় নীরব ভূমিকা পালন করছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর আগে সুশীল সমাজ ও দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বদের অনেকে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে সরকারকে পথ বাতলে দিয়েছেন। আমার ভুল না হলে দশম সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ড. আকবর আলি খান একাই সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে ৪টি ফর্মুলা প্রদান করেছিলেন। সেগুলো গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। নিষ্ক্রিয় এবং সুবিধাবাদী হলেও এখনো দেশে সুশীল সমাজ রয়েছে। রয়েছেন অনেক দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্ব। তাদের তো দেশের মঙ্গল চাওয়ার কথা। এমন সংকটকালে তারা নীবর ভূমিকা পালন করছেন কেন? এর নানা কারণ থাকতে পারে। একটি কারণ এমন হতে পারে, তারা ভাবছেন, সরকার যদি কোনোভাবে আবারও একটি ফন্দি-ফিকিরের নির্বাচন করে ক্ষমতায় থাকতে পারে, তাহলে তারা এখন সরকারি ইচ্ছার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে পরে তাদের ওপর সরকারের রক্তচক্ষু প্রতিহিংসার দৃষ্টি দেবে। তখন আর সরকারের কাছ থেকে তারা কোনো সুবিধা নিতে পারবেন না। দেশ ও জনস্বার্থ ভুলে এমন স্বার্থপর চিন্তা থেকে বেরিয়ে এসে তাদের বলা উচিত, দলীয় সরকারাধীনে নির্বাচন হলে ভালো নির্বাচন হতে পারে কি না। এ ব্যাপারে তাদের স্বাধীন মতামত দেওয়া উচিত। আরও বলা উচিত, কেমন ব্যবস্থায় বা কী উপায়ে নির্বাচনকে স্বচ্ছ করা যায়। তারা চাইলে নতুন কোনো ব্যবস্থার উদ্ভাবন করে তা জাতির সামনে তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু এমন দেশপ্রেমিক সুশীল সমাজের সদস্য খুঁজতে হলে এখন শক্তিশালী দুরবিন প্রয়োজন। বেশির ভাগ সুশীল সমাজ সদস্যই সুবিধাভোগী ও সুবিধাবাদী চরিত্রধারী। তবে বিরল ব্যতিক্রম যে নেই তা বলা যায় না। এদের সামনে এখন রক্তপাত এড়ানোর স্বার্থে ভূমিকা পালনের দায়িত্ব পড়েছে। এ দায়িত্ব পালন না করলে এসব সুশীল সদস্যদের ইতিহাসের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

বাংলাদেশি নির্বাচনি সংকট নিয়ে আমি সামান্য লেখালেখি করেছি। কীভাবে এ সংকটের সমাধান করা যায়, সে সম্পর্কে লিখেছি। বিভিন্ন টকশোতে সুযোগ পেলে কথা বলেছি। বিভিন্ন সময় আমি বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা নিয়ে আমার নির্বাচিত কলাম 'দেশপ্রেমের চশমা'-য় পরামর্শমূলক কলাম লিখেছি। সরকার আমার পরামর্শ যে কোনো সময় আমলে নেয়নি এমনটা বলব না। দু-একটি সমস্যার ওপর আমার লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর সরকার যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তা আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণার মধ্য দিয়ে জানতে পেরেছি। তবে দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা নির্বাচনি সংকট নিয়ে আমি অনেক বছর অব্যাহতভাবে লিখছি। এ বিষয়ে সরকার আমার পরামর্শ আমলে নেয়নি। আমার পরামর্শে প্রভাবিত হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। বছর দেড়েক হলো আমি আমার বিভিন্ন লেখায় এবং বক্তব্যে বলে আসছি যে বিরাজিত প্রতিহিংসামূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দলীয় সরকারাধীনে ভালো নির্বাচন হতে পারে না। গত বছর মার্চে নির্বাচন কমিশন আহূত শিক্ষাবিদদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সংলাপে আমন্ত্রিত হয়ে আমি একই কথা বলেছি। পাঠক-শ্রোতারা এ বক্তব্যকে অনুসরণীয় বিবেচনা করলেও সরকারের তরফ থেকে এ বক্তব্যে সাড়া দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পরিবর্তে, সরকারদলীয় মন্ত্রী ও নেতারা সংবিধানের অজুহাত দিয়ে সংসদ না ভেঙে দলীয় সরকারাধীনে নির্বাচন করার পুরোনো গীত গেয়েছেন। কারণ, সরকার চায় নিজেদের অধীনে অনুগত প্রশাসন ও নতজানু নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন করিয়ে ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে। সেজন্য এ ব্যবস্থায় নির্বাচনে সুনিশ্চিতভাবে পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাইছে না। এ কারণে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীরা নির্দলীয় সরকারাধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবি আদায় এবং জনগণের ভোটের অধিকার সুনিশ্চিত করতে অহিংস আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু সরকার সে আন্দোলনের উত্তাপ গায়ে মাখছে না। একপর্যায়ে শিডিউল ঘোষণার পর এ আন্দোলন অহিংস না থাকলে দেশ অভূতপূর্ব অরাজকতার মধ্যে পড়বে। সমঝোতা না করে একতরফাভাবে প্রশাসন ও পোশাকধারী বাহিনী ব্যবহার করে সরকার নির্বাচনি বৈতরণি পার হতে চাইলে সংঘাত এড়ানো যাবে না। রক্তপাত এড়িয়ে যুগপৎ দেশে ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে গ্রহণযোগ্য শান্তিপূর্ণ সংসদ নির্বাচন করতে হলে আমার বিবেচনায় সরকারের সামনে যে পথগুলো রয়েছে তা নিচে উল্লেখ করছি।

১. আগামীকালই সরকার প্রধান এ মর্মে একটি ঘোষণা দেবেন যে, সরকার আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ২-৩ দিনের মধ্যে আলোচনায় বসবে। সবার পরামর্শ নিয়ে এ মাসে জাতীয় সংসদের শেষ অধিবেশনে একটি 'নির্দলীয় নির্বাচ-নকালীন সরকার বিল' পাস করতে হবে। তারপর সংসদ ভেঙে দিলে নবগঠিত নির্দলীয় সরকারাধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এমন ঘোষণায় যাবতীয় বিরোধীদলীয় আন্দোলন কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যাবে। দেশে নির্বাচনের সুবাতাস প্রবাহিত হবে। দলগুলো প্রার্থী নির্বাচন এবং মিছিল-মিটিংসহ নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত সময় কাটাবে। নির্দলীয় সরকারাধীনে নির্বাচন দেওয়ায় ভোটারদের মধ্যে সরকারি দলের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে এবং উৎসবীয় আমেজে সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

২. এমন বিল পাশ করলে ওই নির্দলীয় সরকারের নাম 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার', 'নির্বাচনকালীন সরকার', 'তদারকি সরকার' বা অন্য যে কোনো নাম দেওয়া যেতে পারে। তবে ওই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার ক্ষেত্রে আগের মতো কেবল সুপ্রিমকোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নাম রাখা সমীচীন হবে না। এ নির্বাচনের প্রাক্কালে সুপ্রিমকোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কে হবেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অঙ্ক কষাকষি এড়াতে এবং বিচার বিভাগের পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় যাতে নিয়মতান্ত্রিক ভারসাম্য বিনষ্ট না হয়, সেজন্য প্রধান উপদেষ্টার পদে সুপ্রিমকোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ন্যাপরায়ণ অবসরপ্রাপ্ত আমলা, সুশীল সমাজ ব্যক্তিত্ব, বা অন্য অরাজনৈতিক পেশাজীবীর নামও উল্লেখ করে রাজনৈতিক নেতাদের বিচারপতিদের নিয়ে মাতামাতি রোধ করতে হবে।

৩. সরকার বিরোধীদলীয় দাবির প্রতি কর্ণপাত না করে একতরফাভাবে প্রশাসন ও পোশাকধারী বাহিনী ব্যবহার করে নিজেরা ক্ষমতায় থেকে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করার চেষ্টা বাধার সম্মুখীন হবে। এমন নির্বাচনে বড় বিরোধী দলগুলো অংশগ্রহণ করবে না। এ রকম নির্বাচন করা সম্ভব হলে নিশ্চিতভাবে সরকারি দল সব আসনে জয়লাভ করবে। তবে তারা লোক দেখানোর জন্য কিছু আসন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ছোট ছোট দলকে ছেড়ে দেবে। গত দুটি সংসদ নির্বাচনের মতো এমন নির্বাচনও দেশে এবং বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। নির্বাচন শিডিউল ঘোষণার আগে ও পরে অভূতপূর্ব অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হবে। গণতান্ত্রিক বিশ্বেও দেশের ভাবমূর্তি আরও ধসে পড়বে। দেশ আন্তর্জাতিক বিশ্বে অধিকতর কোণঠাসা হয়ে পড়বে। বিশ্বায়নের পৃথিবীতে একা চলতে গিয়ে দেশ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পড়বে। তখন হয়তো আরও কঠোরভাবে ভিসানীতি প্রয়োগ করা হবে। এমনকি দেশ অর্থনৈতিক অবরোধের মুখে পড়লেও জনগণ অবাক হবে না।

৪. সরকার মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে নির্বাচনি সংকট এড়াতে সব দলকে আহ্বান জানিয়ে নির্বাচনকালীন সরকারের এজেন্ডা দিয়ে সংলাপের মাধ্যমে একটি নির্বাচনকালীন জাতীয় সরকার গঠনের চেষ্টা করতে পারে। সে সরকারে বিভিন্ন দল থেকে সদস্য নেওয়া হবে। অবশ্যই ক্ষমতাসীন দলীয় প্রধান, তথা প্রধানমন্ত্রী ওই সরকারে থাকবেন না। উনি পদত্যাগ করবেন এবং সংসদ ভেঙে দেওয়া হবে। বাম জোট এবং দলগুলো থেকে দু-একজন প্রতিনিধি নিয়ে এমন সরকারে সরকারি ও প্রধান বিরোধী দলগুলো থেকে সমান বা সামান্য কমবেশিসংখ্যক সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে। দলগুলো নির্বাচিত বা অনির্বাচিত উভয় ধরনের সদস্যের নাম এমন সরকারের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে জমা দিতে পারবেন। ইসির পুনর্গঠন লাগবে কি না, তা ওই সরকার পদাসীন হয়ে ঠিক করবেন।

সরকার মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে নির্বাচনি সংকট এড়াতে সব দলকে আহ্বান জানিয়ে নির্বাচনকালীন সরকারের এজেন্ডা দিয়ে সংলাপের মাধ্যমে একটি নির্বাচনকালীন জাতীয় সরকার গঠনের চেষ্টা করতে পারে। সে সরকারে বিভিন্ন দল থেকে সদস্য নেওয়া হবে। অবশ্যই ক্ষমতাসীন দলীয় প্রধান, তথা প্রধানমন্ত্রী ওই সরকারে থাকবেন না। উনি পদত্যাগ করবেন এবং সংসদ ভেঙে দেওয়া হবে। বাম জোট এবং দলগুলো থেকে দু-একজন প্রতিনিধি নিয়ে এমন সরকারে সরকারি ও প্রধান বিরোধী দলগুলো থেকে সমান বা সামান্য কমবেশিসংখ্যক সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে। দলগুলো নির্বাচিত বা অনির্বাচিত উভয় ধরনের সদস্যের নাম এমন সরকারের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে জমা দিতে পারবেন। ইসির পুনর্গঠন লাগবে কি না, তা ওই সরকার পদাসীন হয়ে ঠিক করবেন।

কোন পন্থায় নির্বাচন হলে নির্বাচন ভালো হবে, তা ভোটাররা অবগত। তবে সরকার ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার সংকীর্ণ স্বার্থে সরকারপ্রধানকে ক্ষমতায় রেখে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে মরিয়া। এর আগেও দু-দুবার (২০১৪ ও ২০১৮) দলীয় সরকারাধীনে স্বচ্ছ নির্বাচন করতে চেয়ে সরকার চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তারপরও যদি সরকার জনগণ ও অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দলীয় সরকারাধীনে নির্বাচন করতে চায়, তাহলে আমি সরকারকে একটি পরামর্শ দেব। সরকার দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন দলীয় না নির্দলীয় সরকারাধীনে হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে এ বিষয়ের ওপর একটি গণভোটের আয়োজন করুক। সে গণভোটটি যেন আবার দলীয় সরকারাধীনে সামরিক শাস-নামলের গণভোটের মতো না হয়। এমন গণভোট অবশ্যই জাতিসংঘ বা কোনো নির্দলীয় তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে হবে। গণভোটে যদি অধিকাংশ ভোটার দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে রায় দেন, তাহলে সরকারদলীয় সরকারাধীনে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করতে পারবে। আর যদি অধিকাংশ ভোটার নির্দলীয় সরকারাধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে রায় দেন, তাহলে সরকারের একগুঁয়েমি না করে গণরায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নির্দলীয় সরকারাধীনে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত হবে।

লেখক: অধ্যাপক, রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

অস্বস্তি ও উদ্বেগে ভরা এক দেশ

॥ হাসান মামুন ॥

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমীকরণ সরকারের জন্য 'অস্বস্তিকর'-এ কথা অনেকেই বলছেন। উদ্বেগের জায়গা অবশ্যই রয়েছে। বিরোধী দলেও কি অস্বস্তি ও উদ্বেগ নেই? দাবি আদায়ে সরকারের ওপর কার্যকর চাপ সৃষ্টির ব্যর্থতাই তাদের অস্বস্তির কারণ। ক্ষমতাসীনদের মধ্যেও এমন ধারণা বদ্ধমূল যে, নির্বাচনকালীন দলনিরপেক্ষ সরকারব্যবস্থা আদায়ে বিরোধী দল আগামীতেও কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে না। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তারা বলেও চলেছেন– পারলে তেমন আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারকে তাদের দাবি মানতে বাধ্য করুক!

দাবি যৌক্তিক না অযৌক্তিক, সেই প্রশ্ন গুরুত্ব হারালে এভাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়াটা বাস্তবতা হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী দল থেকেও বলা হচ্ছে, আন্দোলনের মাধ্যমেই দাবি আদায় করা হবে এবং একতরফা নির্বাচনের তপশিল ঘোষণার পরও থাকবে এর সুযোগ। প্রশ্ন হলো, অতীতে আওয়ামী লীগ প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন ঠেকাতে মাঠ গরম করতে পারলেও এখনকার বিরোধী দল তা পারবে কিনা। নিকট অতীতের অভিজ্ঞতা ইতিবাচক বলে মনে হচ্ছে না। আগেকার মতো করে আন্দোলন রচনায় নানা অসুবিধাও যুক্ত হয়েছে এখন। প্রায় সবকিছু দলীয়করণের মাধ্যমে সরকার ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করে ফেলেছে। তার জনসমর্থন কমতে পারে, তবে আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতা হারানোর ঝুঁকি অনেক কমিয়ে ফেলেছে সরকার। অন্যদিকে টানা তিন মেয়াদ ক্ষমতার বাইরে থেকে বিএনপি অব্যাহতভাবে হামলা ও মামলা মোকাবিলা করে করে দুর্বল হয়ে পড়েছে। পুরোনো মামলা সচল এবং নতুন করে মামলায় জড়িয়ে তাদের সক্রিয় নেতাকর্মীকে ব্যতিব্যস্ত রাখার তরিকা ভালোই জানা আছে সরকারের।

Ôজনগণকে সম্পৃক্ত করে' আন্দোলন গড়ে তোলার কথা অবশ্য বলা হচ্ছে। জনজীবনে সৃষ্টি হওয়া সংকটের চাপে একপর্যায়ে নির্বাচনকেন্দ্রিক আন্দোলনেও মানুষ নাকি সম্পৃক্ত হয়ে পড়বে। মূল্যস্ফীতিসহ জনজীবনে সংকট সৃষ্টির প্রক্রিয়া তো অনেক দিন ধরেই চলমান। সরকার যে সেটা সামলাতে খুব সক্রিয়, তাও মনে হয় না। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় খামখেয়ালিপনাও দৃশ্যমান। ব্যাংকসহ বিভিন্ন খাতে বড় দুর্নীতির খবরও কম বেরুচ্ছে না। রিজার্ভ দিন দিন খারাপ হচ্ছে এবং শঙ্কা রয়েছে আমদানিতে অচলাবস্থা সৃষ্টির। এগুলো সবার কাছে সমান বোধগম্য না হলেও নিত্যপণ্যের বাজারে বাড়তে থাকা আগুন জনসাধারণের গায়ে এসে লাগছে। তবে এটা ঘটলেই তারা রাস্তায় নেমে আসবে, বিষয়টা এত সরল নয়।

খেয়েপরে ভালো নেই– এমন সবাই সরকারবিরোধী নয়। যারা ক্ষমতার সুফলভোগী নয়, তাদের মধ্যেও অনেক সরকার সমর্থক রয়েছে। চোখের আরামের জন্যও অনেকে তার পছন্দের সরকারকে ক্ষমতায় দেখতে চায়। গণতন্ত্রহীনতা মেনে নিতেও তাদের অনেকে প্রস্তুত। এর বাইরে যে বিরাট জনগোষ্ঠী, তার একাংশ এ মুহূর্তেই সরকারের পতন চাইলেও রাস্তায় নামার ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক। বিরোধী দলের নেতাকর্মীরা আন্দোলন রচনায় কতখানি সক্ষম, সেটা তারা আগে দেখতে চাইবে। অতীতে সহিংস আন্দোলনেও যারা সরকারকে একতরফা নির্বাচন থেকে সরাতে পারেনি, তাদের ওপর আস্থা রাখার সুযোগ তো কম। এটাও ভালো করে জানা, বড় বড় জনসমাবেশ করলেই সরকার নতিস্বীকার করবে না। পাল্টা জনসমাবেশ করে এর জবাব দেবে বরং। বোধগম্য নানা কারণে সে সামর্থ্য তার এখনও অটুট। এ দেশে সরকার 'আন্দোলন' বলতে যা বোঝে, সে ভাষায় বিরোধী দল কথা বলতে পারবে বলে এখনও মনে হচ্ছে না। এটা তারও অস্বস্তির জায়গা।

কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে সরকার তার মতো করে নির্বাচন সেরে ফেলার দিকে সহজেই এগিয়ে যেতে পারবে। এ নিবন্ধ লেখার দিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলটি ঢাকা ত্যাগের কথা। তারা প্রধানমন্ত্রীসহ নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গেই বৈঠক করে এ সম্পর্কে ধারণা নিতে চেয়েছে। এ দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক ও নির্বাচন সম্পর্কিত পরিস্থিতি তাদের এমনিতেও ভালোই জানা আছে। এটা সম্ভবত তাদের রুটিন ওয়ার্ক। কাজটি ইইউর পক্ষ থেকেও ইতোমধ্যে সেরে ফেলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসছে না। পরিস্থিতির গুণগত কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রও সম্ভবত একই পদক্ষেপ নেবে। তারা নির্বাচন ঘিরে বাংলাদেশের ওপর ঘোষিত ভিসা নীতির প্রয়োগও শুরু করে দিয়েছে। এটা নজির-বিহীন বটে। এখন তারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণেও না এলে তাতেও সরকার অবস্থান বদলাবে বলে মনে হয় না। ইসিও বলে দিয়েছে, ২৯ জানুয়ারীর মধ্যে নির্বাচন হতে হবে। নইলে সৃষ্টি হবে সাংবিধানিক শূন্যতা!

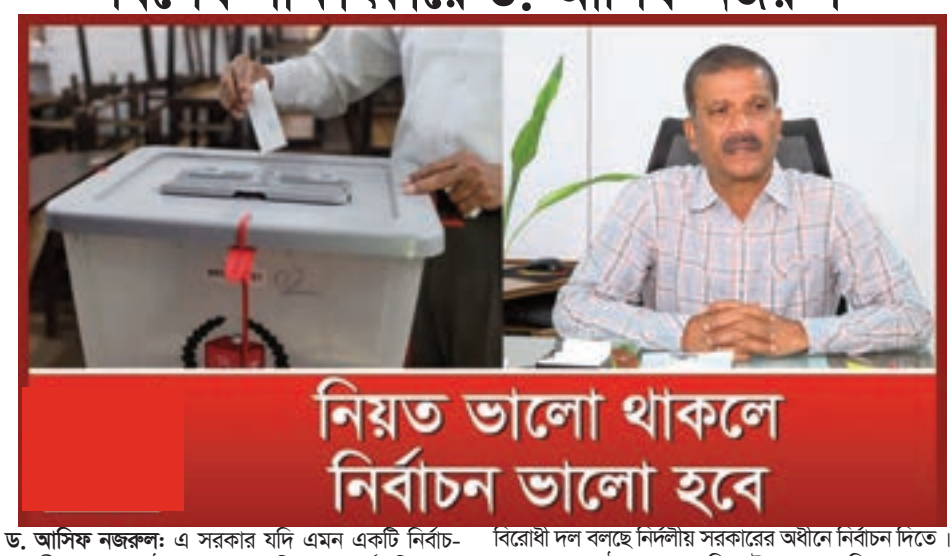
এটা যে ইতোপূর্বে কখনও সৃষ্টি হয়নি, তা তো নয়। সেখান থেকে জাতি মুক্তও হয়েছে। আর লাভবান হয়েছে কোনো না কোনো পক্ষ। তারা ক্ষমতায় এসে গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত করায় ভূমিকা রাখেনি, তাও নয়। আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের ওপর কার্যকর চাপ সৃষ্টিতে ব্যর্থ বিএনপি এখন তেমন কিছুর আশায় আছে বলে মাঝে মাঝে প্রচার চালানো হচ্ছে। একথা ঠিক, আগামী নির্বাচন ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা মহলের ইতোমধ্যে গৃহীত অবস্থান সরকারবিরোধীদের আশার জায়গা। অস্বস্তির বিপরীতে এটা ভালোই কাজ করে, যখন পশ্চিমা তরফ থেকে নতুন কোনো পদক্ষেপ আসতে দেখা যায়। ভিসা নীতির প্রয়োগ শুরুর পর বিরোধী দল আশায় আছে ক্ষমতাসীন ও তাদের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্তদের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আসার। আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় তাদের বিষয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী খবর প্রচার হবে বলেও জল্পনা চলছে। তেমন কিছু ঘটলে সেগুলোকে অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দেওয়া হবে নিশ্চয়ই। তবে ক্ষমতাঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের ওপর 'টার্গেটেড স্যাংশন' এলে সেটিকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

আমাদের অর্থনীতির বড় অংশই ঢাকা, চট্টগ্রামের মতো কয়েকটি গ্রোথ সেন্টারে কেন্দ্রীভূত। অল্প কয়েকটি বিজনেস গ্রুপ আবার নিয়ন্ত্রণ করে এর বড় অংশ। প্রশ্ন হলো, এর কর্ণধারদের একাংশ যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের 'স্যাংশন চেইনে' পড়ে গেলে সেটি সরকারের ওপর কতটা চাপ সৃষ্টি করবে সহসা? বেশি তো নয়। একাধিক শর্ত পূরণে ব্যর্থতার কারণে আইএমএফের ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি না মিললেও এ মুহূর্তে তা সংকটজনক হবে না। এর প্রভাব পরিলক্ষিত হবে ভবিষ্যতে। এর মধ্যে সরকার নির্বাচন সেরে ফেলে ক্ষমতায় বসে যেতে পারলে পরিস্থিতি বিরোধী দলের জন্য খুবই প্রতিকূল হয়ে পড়তে পারে। এটি হলো তার উদ্বেগের জায়গা।

একতরফাভাবে নির্বাচন করে ফেললেও সেটা মোটামুটি শান্তিপূর্ণ রাখা গেলে এবং ভোটের হার খুব খারাপ না হলে সরকার বলতে পারবে– 'জনগণ আমাদের পুনর্নির্বাচিত করেছে'। বিএনপি ও তার মিত্ররা অংশ নিলে নির্বাচনটা আরও ভালোভাবে হতে পারত বলে তাদের অভিযুক্তও করা যাবে। প্রশ্ন হলো, সে অবস্থায় সরকারের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টির উৎসাহ পশ্চিমাদের দিক থেকে আর থাকবে কিনা? কোনো কারণে যদি সেটি না থাকে, তাহলে কী হবে? এমন ধারার গভীর অস্বস্তিপূর্ণ প্রশ্ন বিএনপি ও তার মিত্রদের মধ্যে থাকার কথা। ঠিক এ কারণে তাদের মধ্যে একটা 'সম্মানজনক সমঝোতা'র জায়গা বের করার প্রয়াসে যোগ দেওয়ার প্রবণতা থাকাও বিচিত্র নয়। 'তলে তলে' সে প্রক্রিয়া চলমান বলেও শোনা যায়। সামনের দিনে পরিস্থিতি নিশ্চয়ই স্পষ্ট হবে।

লেখক: সাংবাদিক, বিশ্লেষক

বিশেষ সাক্ষাৎকারে ড. আসিফ নজরুল



দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে চলছে নানা তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা। 'সরকার বলছে সংবিধান মেনে তার অধীনে নির্বাচন এবং বিরোধী দল বলছে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে। এখন প্রশ্ন ওঠে, আপনার নিয়তটা কেমন? নিয়ত ভালো থাকলে সংবিধান মেনেই নির্বাচন সম্ভব' বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক, বিশিষ্ট রাজনীতি বিশ্লেষক ড. আসিফ নজরুল। বাংলাদেশ প্রতিদিনের সিনিয়র রিপোর্টার জয়শ্রী ভাদুড়ীর সঙ্গে নির্বাচন ও বর্তমান রাজনীতি নিয়ে তাঁর আলাপচারিতার চুম্বকাংশ তুলে ধরা হলো পাঠকদের জন্য-

প্রশ্ন: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেমন হবে বলে আপনি মনে করছেন?

ড. আসিফ নজরুল: আগামী নির্বাচন যদি দলীয় সরকারের অধীনে হয়, শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় নির্বাচন হলে কারচুপি হবে। কিন্তু নির্বাচনে যদি বৃহৎ কোনো দল বিশেষ করে বিএনপির মতো কোনো দল না আসে এবং আওয়ামী লীগ যদি কিছু দুর্বল পার্টি কিংবা তার জোটসঙ্গী নিয়ে নির্বাচন করে, যাদের জনসমর্থন তেমন নেই, তাহলে ভোট কারচুপির তো দরকারই নেই। নির্বাচনে বৃহৎ দলগুলোর অংশগ্রহণ থাকলে তা প্রতিযোগিতামূলক হবে। কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে অবশ্যই আওয়ামী লীগ প্রচন্ড কারচুপির চেষ্টা করবে, যেমনটা ২০১৪ ও ২০১৮ সালে নির্বাচনে প্রমাণ করেছে। কেননা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থেকে সুষ্ঠু নির্বাচন দেবে না। যদি সুষ্ঠু নির্বাচন হয়, নির্বাচ-নকালীন সরকার গঠিত হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিংবা যে কোনো ফর্মে হয় তাহলে নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক হবে। আমার ধারণা, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হলে আওয়ামী লীগ পরাজিত হবে। এত দিন আওয়ামী লীগ বলত উন্নয়ন করেছি। কিন্তু এখন বৈদেশিক ঋণ, রিজার্ভের যে অবস্থা, দ্রব্যমূল্যের যে পরিস্থিতি এখন তা বলার আর উপায় নেই।

প্রশ্ন: নির্বাচন নিয়ে জটিলতা নিরসনে আপনার পরামর্শ কী?

ড. আসিফ নজরুল: সমাধান আসলে নিয়তের ওপর নির্ভর করছে। সরকার বলছে সংবিধান মেনে তার অধীনে নির্বাচন এবং বিরোধী দল বলছে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে। এখন প্রশ্ন ওঠে, আপনার নিয়তটা কেমন? নিয়ত ভালো থাকলে সংবিধান মেনেই নির্বাচন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে বিরোধী দলের মধ্যে সেই আস্থাটা তৈরি করতে হবে। সে জন্য প্রয়োজন নির্বাচনকালীন একটি সরকার গঠন করা। যে সরকারে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে অন্য কোনো সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রী হবেন, বিরোধী দল থেকে মন্ত্রী হবেন এবং এক-দশমাংশ টেকনোক্র্যাট মন্ত্রীও থাকবেন। তাহলে হয়তো নিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন সরকার গঠন এবং সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হতে পারে, যদি নিয়ত ভালো থাকে। কিন্তু আওয়ামী লীগের এই ঝুঁকি নেওয়ার সাহস নেই, বিএনপিরও তত্ত্বাবধায়ক বাদে অন্য কোনো ব্যবস্থার প্রতি কোনো আস্থা নেই। তাই দুঃখজনকভাবে বলতে হয়, হয়তো আমরা বড় একটি সংঘাতের দিকে যাচ্ছি।

প্রশ্ন: আগামী নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে কি না?

ড. আসিফ নজরুল: এ সরকার যদি এমন একটি নির্বাচ-নকালীন সরকার গঠন করে এবং সত্যিকার অর্থেই নিরপেক্ষ নির্বাচন দেয় তাহলে আগামী নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হতে পারে। ২০০৭ সালে আন্দোলনকালে ৩০ বছর আগে সাবেক প্রধান বিচারপতি কে এম হাসান বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন দাবি তুলে আওয়ামী লীগ তার অধীনে নির্বাচন করেনি। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কয়েক যুগ ধরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আছেন, এখনো আছেন, তাঁর পুরো সরকারে আওয়ামী লীগের লোক। তাহলে তাঁদের আওতায় বিএনপি নির্বাচন করার আস্থা কেন পাবে? দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করা যায় না, হলে কারচুপি হয়; দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তো এ দাবি প্রথম তুলেছিলেন। উনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতকে নিয়ে সংসদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। উনি বলেছিলেন চিরকালের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাই। বিএনপি সেটা মেনে নিয়েছিল। এটা একটা সামাজিক চুক্তি ছিল। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, আইনজীবী, সুশীল সমাজসহ সবার রাজনৈতিক ঐকমত্য ছিল। এটা আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতের আন্দোলনের ফল, যা বিএনপি মেনে নিয়েছিল। এখন সামাজিক চুক্তি ভঙ্গ করে একটা রাজনৈতিক দল সিদ্ধান্ত নিলে তা সবাই মেনে নেবে কেন? মেনে নিত যদি ২০১৮ সালের নির্বাচন সুষ্ঠু হতো। তাহলে আওয়ামী লীগ বলতে পারত যে, দলীয় সরকারের অধীনেও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়। তখন কেউ আপত্তি তুললে তা ধোপে টিকত না। কিন্তু আওয়ামী লীগ সেই আস্থা অর্জন করতে পারেনি।

সরকার বলছে সংবিধান মেনে তার অধীনে নির্বাচন এবং বিরোধী দল বলছে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে। এখন প্রশ্ন ওঠে, আপনার নিয়তটা কেমন? নিয়ত ভালো থাকলে সংবিধান মেনেই নির্বাচন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে বিরোধী দলের মধ্যে সেই আস্থাটা তৈরি করতে হবে।

ভিসানীতির কারণে একটা দেশে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়ে গেছে এমন কোনো নজির আছে কি না আমি জানি না। তবে এতে দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের অনেকটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন: নির্বাচন সামনে রেখে নতুন দল গঠন হচ্ছে। এ বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখেন?

ড. আসিফ নজরুল: এ ধরনের গৃহপালিত বিরোধী দল গড়ার রাজনীতি এরশাদ আমলে শুরু হয়েছিল। নির্বাচনের আগে ছোট ছোট দল গড়ে তোলার যে প্রক্রিয়া সেটা দেশে নতুন নয়। লোকদেখানোর জন্য যারা দলছুট আছে তাদের প্রলোভিত করার জন্য নিয়ে এসে এসব দল গড়ে তোলা হয়। নির্বাচন কমিশন যাদের নিবন্ধন দেয়নি তারা আদালত থেকে নিবন্ধন নিয়ে এসেছেন। এটা দলের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য করা হয়েছে। কিন্তু এটা কোনো গুণগত পরিবর্তন আনতে পারে না।

প্রশ্ন: যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি কি নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে?

ড. আসিফ নজরুল: যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতির কারণে বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মসূচির পরিসর বড় করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। পুলিশ এবং জনপ্রশাসন ভিসানীতির আওতায় পড়েছে। সরকারি দলের মধ্যে নার্ভাসনেস তৈরি হয়েছে। ভিসানীতির কারণে একটা দেশে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়ে গেছে এমন কোনো নজির আছে কি না আমি জানি না। তবে এতে দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের অনেকটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কেননা এ দেশের ক্ষমতাসীন লোকজন বিপুল অঙ্কের টাকা পাচার করেছে, ব্যাংকগুলো লোপাট হয়েছে। এ সরকারের আমলে আমেরিকা, ইউরোপ, কানাডা, মালয়েশিয়ার মতো দেশে বহু অর্থ পাচার হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তো বিরোধী দল এটা করেনি, তাদের লোকজনই করেছে। এমনকি মন্ত্রী, এমপিসহ বহু জনপ্রশাসন ও পুলিশ কর্মকর্তার সন্তান এসব দেশে পড়াশোনা করছে ও স্থায়ী বসবাসের জন্য গেছে। এখন তারা যদি নির্বাচনে অবৈধ হস্তক্ষেপ করেন এবং এ কারণে ওইসব দেশে থাকতে না পারে, তাহলে সেটা তাদের জন্য অবশ্যই শুভ হবে না। তাই এ ভিসানীতি কিছুটা হলেও এ নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে।

প্রশ্ন: বিরোধী দল কি এ ভিসানীতির আওতায় আসতে পারে?

ড. আসিফ নজরুল: এর আগে বিভিন্ন দেশে ভিসানীতি আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু সেটা নির্বাচনের পরে, আগে নয়। নির্বাচনের আগে ভিসানীতির প্রয়োগ বাংলাদেশে প্রথম। বিরোধী দলও অবশ্যই ভিসানীতির আওতায় আসতে পারে। তবে এখানে বিরোধী দল বলতে আসলে কাকে বোঝানো হয়েছে সেটা বুঝতে হবে। দেশে দুই শ্রেণির বিরোধী দল আছে, প্রথমত সরকারের আনুকূল্য বিরোধী দল যেমন, জাতীয় পার্টি। এ ছাড়া বিএনপি রয়েছে। এখন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে, তাতে যদি জাতীয় পার্টির কেউ বাধার সৃষ্টি করে তবে সে এই নীতির আওতায় পড়বে এবং যদি বিএনপির কেউ করে সেও পড়তে পারে। তবে একতরফা বা কারচুপির নির্বাচনে বাধা সৃষ্টি করলে ভিসানীতির আওতায় পড়বে বলে আমার মনে হয় না। অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের দায়িত্ব প্রধানত সরকারের ওপরই বর্তায়।

প্রশ্ন: নির্বাচন নিয়ে প্রধান দুই দলের করণীয় কী হতে পারে?

ড. আসিফ নজরুল: আমার মত হচ্ছে, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে কারচুপি করার চেষ্টা করা হয়। এটা এরশাদ করেছেন, খালেদা জিয়া ১৯৯৬-তে করেছেন এবং আওয়ামী লীগ ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে করেছে। এসব সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। কারণ সবার জানা, এসব সরকার নিজেদের লোকজন দিয়ে জনপ্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন সবকিছু সাজায়। যারা সরকারের প্রতি অন্ধভাবে অনুগত নয় বা যারা নিরপেক্ষভাবে কাজ করেন, তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে রাখা হয় না। এটা বিএনপি আগে করেছিল, আওয়ামী লীগ এখন ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকে প্রশাসন সাজিয়েছে। সিনিয়রদের ডিঙিয়ে জু-নিয়রদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছে। কারণ সরকারের অনুগত থেকে তারা কাজ করবে। তাহলে এই সরকার ও প্রশাসন থাকা অবস্থায় কীভাবে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন হবে? এটা বিএনপি সরকারে থাকলেও হতো না, তারাও এটাই করত। তাও যদি দলীয় সরকার নির্বাচন করতে চায় তাহলে দেশে সংঘাত বাড়বে, বিদেশের হস্তক্ষেপের পথ করে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে। অতীতে সংলাপে কোনো কাজ হয়নি, তারপরও রাজনৈতিক দলগুলো সংলাপ করতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও দলীয় সরকার অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচনের বাইরে আর কী কী উপায় আছে সেসব বিকল্প নিয়ে আলোচনা করতে পারে।



আর কবে পারবে বাংলাদেশ?



ইশতিয়াক পারভেজ, চেন্নাই (ভারত) থেকে: আফগানদের বিপক্ষে ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত জয় দিয়ে শুরু। পরের ম্যাচেই বদলে গেল গল্প। ইংলিশদের বিপক্ষে ব্যাটে-বলে ব্যর্থতায় হার। কোনও প্রতিরোধই গড়তে পারেনি সাকিব আল হাসানের দল। ধর্মশালা থেকে ২৬৪১ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে চেন্নাই এসেছে বাংলাদেশ দল। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত বললে ভুল হবে না। একবারে উত্তর থেকে সর্বদক্ষিণ। সঙ্গে নিয়ে এসেছে বাজে হারের স্মৃতি। তবে এখানে এসে বদলেছে গল্পের প্লট। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে লড়াই করে ফিরে আসার প্রত্যয় ছিল।

আশা ছিল এখানেই হয়তো জয় নিয়ে ধরবে চেন্নাই এক্সপ্রেস। কারণ চেন্নাইয়ের কন্ডিশন, উইকেট অনেকটাই বাংলাদেশের মতো। কিন্তু না। টানা হারে বাড়ছে শুধু দীর্ঘশ্বাস। শুক্রবার ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে কিউইদের বিপক্ষে বাংলাদেশ হারে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে। এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ১০ ওভারে ৪ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। সেখান থেকে মুশফিকুর রহীম ও সাকিব আল হাসানের প্রতিরোধ। তারা বিদায় নিলে শেষ মুহূর্তে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের অপরাজিত ৪১ রান। তার ব্যাটে চড়ে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৪৫ রান করে বাংলাদেশ। জবাবে প্রথম ১০ ওভারেই কিউইরা বুঝিয়ে দিলো ক্রিকেটে ধৈর্য্য বলে কিছু আছে। যার ফলটাও জয় দিয়ে মধুর হলো। শেষ পর্যন্ত ২ উইকেট হারিয়ে তারা পৌঁছে যায় জয়ের বন্দরে। এখনো ছয় ম্যাচের লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে যেখানে সম্বল একটি মাত্র জয়। পুনেতে পরের ম্যাচে অপেক্ষায় আরো কঠিন প্রতিপক্ষ, স্বাগতিক ভারত।

ধারণা করা হচ্ছিল মিরপুরের মতোই হবে চেন্নাইয়ের চিদাম্বরম স্টেডিয়ামের উইকেট। যেখানে রাজত্ব করবে টাইগার স্পিনাররা। কিন্তু হলো তার উল্টো। বরং ইংলিশদের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে দারুণ বল করা স্পিনার শেখ মেহেদীকে বাদ দেয়া হলো। তার পরিবর্তে কিউইদের বিপক্ষে ব্যাটিং শক্তি বাড়াতে নেয়া হলো মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে। কিন্তু ব্যাটিং ব্যর্থতার চিত্রটার পরিবর্তন হলো না। বরং সঙ্গে যুক্ত হলো বাজে ফিল্ডিংয়ের মহড়া। কিন্তু আসল লড়াইটা হলো দুই দলের প্রথম ১০ ওভারে। টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশ যেখানে ৫৬ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ধুকছিল। সেখানে ১২ রানে ১ উইকেট হারানোর পরও নিউজিল্যান্ডের ব্যাটাররা দেখালেন দৃঢ়তা। প্রথম ১০ ওভারে তাদের সংগ্রহ ৪১ রান আর কোনও উইকেট না হারিয়ে। এর মধ্যে অবশ্য ৪ রান করা ডেভন কনওয়েকে জীবন দেন মেহেদী হাসান মিরাজ। মোস্তাফিজের বলে ডেভন ক্যাচ দিলেও তা মিরাজ লুফে নিতে পারেননি। অবশ্য তিনি আউট হন ৫৯ বলে ৪৫ রান করে। তাকে সাজঘরের পথ দেখান সাকিব। এটাই টাইগারদের বল হাতে শেষ সাফল্য। দারুণ জুটি গড়ে দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নিয়েছেন অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন আর ড্যারেল মিচেল। দু'জনই করেছেন ফিফটি। সাকিবকে প্রথম বলেই ছক্কা মারা মিচেল নিজের পঞ্চাশও পূর্ণ করেন তারই বলে ছক্কা হাকিয়ে। বিশ্বকাপে নিজের প্রথম ও ক্যারিয়ারের চতুর্থ পঞ্চাশ করতে মিচেল খেলেন ৪৩ বল। তৃতীয় উইকেটে দুজনের জুটির শতরান এসেছে ১০৩ বলে। ৩৮ ওভারে নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহ ছিল ২ উইকেটে ১৯৮ রান। জয়ের জন্য ৭২ বলে প্রয়োজন আর ৪৮ রান। মিচেল ৪৯ বলে ৫৭ ও উইলিয়ামসন ১০৭ বলে ৭৮ রানে খেলছেন। এরপরই একটি থ্রো এসে লাগে উইলিয়ামসনের হাতে। এরপর কিছুক্ষণ ফিজিও'র চিকিৎসা নিয়ে খেলা চালিয়ে যান নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক। পরে সমস্যা অনুভব করায় মাঠ ছাড়েন (রিটায়ার্ড হার্ট) তিনি। তার বিদায়ের পর মিচেলের সঙ্গে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন গ্লেন ফিলিপস। নিউজিল্যান্ড ম্যাচ জিতে নেয় ৪৩ বল বাকি রেখে।

অধিনায়ক সাকিব নিজে সহ আক্রমণে এনেছিলেন ৪ বোলারকে। তাদের মধ্যে ৮ ওভারে ৩৯ রান দিয়ে এক উইকেট নেন মোস্তাফিজ। আর ১০ ওভারে ৫৪ রান দিয়ে এক উইকেট নেন সাকিব। এদিন বাংলাদেশ দলও প্রথম ৪ উইকেট হারানোর পর ঘুরে দাড়িয়েছিল। সেখানে বড় অবদান রেখেছিলেন মুশফিকুর রহীম ও সাকিব আল হাসান। কিন্তু তারা দু'জনই দলকে ফেলে রেখে আসেন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে। হঠাৎ করেই সাকিব মারমুখি হয়ে আউট হন দুটি ছক্কা ও একটি চার হাঁকিয়ে। মুশফিক ৭৫ বলে ৬৬ করেও দলের দায়িত্ব নিতে ব্যর্থ হন। ঠিক তার বিপরীত ছিলেন উইলিয়ামসন ও মিচেল। বলা যায় এখানেই পার্থক্যটা স্পষ্ট করেছে কিউইরা।



হারলেও বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড টাইগারদের

স্পোর্টস ডেস্ক: নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হেরে গেলেও নিজেদের সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়েছে টাইগাররা। গত ১৩ অক্টোবর শুক্রবার বিশ্বকাপের ম্যাচে এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে ব্যাটিং ব্যর্থতায় হেরে গেছে বাংলাদেশ। এদিন ২৪৫ রানে আটকে গেলেও কিউইদের বিপক্ষে টিম বাংলাদেশ মেরেছে আটটি ছক্কা। এটাই বিশ্বকাপে এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ড তাদের। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এই ম্যাচে মুশফিকুর রহিম, সাকিব আল হাসান, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ও তাসকিন আহমেদ- প্রত্যেকে দুটি করে ছক্কা মেরেছেন। অর্থাৎ চেন্নাইয়ের মাঠে দলের নামের পাশে ছক্কা মোট আটটি।

শুক্রবার নিউজিল্যান্ডের কাছে পাত্তাই পায়নি বাংলাদেশ। ২৪৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ৪৩ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে সহজেই জয় পায় কিউইরা। শুরুতেই হোঁচট খায় নিউজিল্যান্ড। মোস্তাফিজুর রহমানের বলে কট বিহাইন্ড হয়ে ফেরেন রাচিন রবীন্দ্র। এরপর কনওয়েকে নিয়ে দলের হাল ধরেন অধিনায়ক উইলিয়ামসন। গড়েন ৮০ রানের জুটি। কনওয়েকে ফিরিয়ে এই জুটি ভাঙেন সাকিব। এরপর ড্যারিল মিচেলকে নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন কিউই অধিনায়ক। গড়েন ১০৮ রানের আরও একটি জুটি। তবে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন উইলিয়ামসন। এরপর বাকি কাজ গ্লেন ফিলিপসকে নিয়ে শেষ করেন মিচেল।

বাংলাদেশ: ৫০ ওভারে ২৪৫/৯ (লিটন ০, তানজিদ ১৬, মিরাজ ৩০, শান্ত ৭, সাকিব ৪০, মুশফিক ৬৬, হৃদয় ১৩, মাহমুদউল্লাহ ৪১*, তাসকিন ১৭, মুস্তাফিজ ৪, তাসকিন ২*; বোল্ট ১০-০-৪৫-২, হেনরি ১০-০-৫৮-২, ফার্গুসন ১০-০-৪৯-৩, স ্যান্টনার ১০-১-৩১-১, ফিলিপস ২-০-১৩-১, রবীন্দ্র ৭-০-৩৭-০, মিচেল ১-০-১১-০)

নিউজিল ্যান্ড: ৪২.৫ ওভারে ২৪৮/২ (কনওয়ে ৪৫, রবীন্দ্র ৯, উইলিয়ামসন আহত অবসর ৭৮, মিচেল ৮৯*, ফিলিপস ১৬*; মুস্তাফিজ ৮-০-৩৬-১, শরিফুল ৭.৫-১-৪৩-০, তাসকিন ৮-০-৫৬-০, সাকিব ১০-০-৫৪-১, মিরাজ ৯-০-৫৮-০)।

পাকিস্তানকে নিয়ে 'ছেলেখেলা' করল ভারত : ৭ উইকেটে জয়ী

স্পোর্টস ডেস্ক: 'যত গর্জে তত বর্ষে না'- প্রবাদটি শোনেননি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তেমনি দুষ্কর, তেমন ক্রিকেট সমর্থক খুঁজে পাওয়া যারা একবারও মনে করেননি, এবারের বিশ্বকাপের সবথেকে হাইভোল্টেজ ম্যাচটি ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার। তবে সেই রোমাঞ্চ উবে যেতে সময় লাগেনি। একপেশে লড়াইয়ে পাকিস্তানকে নিয়েও ছেলেখেলা করল ভারত। বাবর আজমদের ৭ উইকেটে হারিয়ে রোহিত শর্মারা আবার প্রমাণ দিয়েছেন, বিশ্বকাপে মুখোমুখি লড়াইয়ে তারাই কেন সেরা। এর আগে বিশ্বকাপে ৭ দেখায় শতভাগ জয় ছিল ভারতের। সংখ্যাটা এবার ৮-এ গিয়ে ঠেকল। তবে এই সংখ্যা বা জয় দিয়ে তো আর ম্যাচের দৃশ্যপট বোঝানো যায় না।

ভারতের আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে শনিবার (১৪ অক্টোবর) প্রথমে ব্যাট করে ৪২.৫ ওভারে ১৯১ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। টার্গেট তাড়ায় রোহিত শর্মার বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ১১৭ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের দাপুটে জয় পায় ভারত। এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে যায় বিশ্বকাপের স্বাগতিকরা। স্কোরের দিকে তাকালে তবুও কিছুটা অনুমান করতে পাকিস্তান। ইনিংসের শুরুটাকেও খারাপ বলার সুযোগ নেই। আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান আবদুল্লাহ শফিক ২০ রানে মোহাম্মদ সিরাজের বলে আউট হলে ৪১ রানে ভাঙে ওপেনিং জুটি। দ্বিতীয় উইকেটে বাবর আজমের সঙ্গে ইমামের জুটি ৩২ রানের। এই বাঁহাতি ওপেনার আউট হন ৩৬ রানে। ৭৩ রানে ২ উইকেট হারিয়ে তৃতীয় উইকেটে মোহাম্মদ রিজওয়ানের সাথে বাবরের ৮২ রানের জুটি। বাবর ৫০ পূর্ণ করলে ফিরলে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় পাকিস্তানের ইনিংস। ৩৬ রানের মধ্যে শেষ ৭ উইকেট হারায় তারা। এর মধ্যে রিজওয়ান ৪৯ রান করেন। বাকি ব্যাটারদের থেকে দুই অঙ্কের দেখা পেয়েছেন কেবল হাসান আলী। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ১২ রান। শার্দুল ঠাকুর ছাড়া বাকি পাঁচ বোলার নিজেদের মধ্যে ১০ উইকেট ভাগাভাগি করে নেন। দুটি করে উইকেট নেন সবাই।

রান তাড়ায় নেমে ভালো শুরু করেছিলেন ডেঙ্গু থেকে সুস্থ হয়ে ফেরা শুভমান গিল। তবে ইনিংসটাকে বড় করতে পারেননি তিনি। ১১ বলে ১৬ করে ফেরেন শাহীন আফ্রিদির প্রথম শিকার হয়ে। তিনে নেমে বিরাট কোহলিও করেন ১৬ রান। হাসান আলী আউট করেন তাকে।



পারবেন। টসের সময় পাকিস্তানের সাবেক পেসার ওয়াকার ইউনুস জানিয়েছিলেন, ৩০০ রানের উইকেট। অথচ টস হেরে ৪২ ওভার ৫ বল খেলে ১৯১ রানে গুঁটিয়ে যায় পাকিস্তান। রান তাড়ায় রোহিত শর্মার ৬৩ বলে ৮৬ রানের ইনিংসে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিততে ১১৭ বল ব্যবহার করতেই হয়নি ভারতে।

টুর্নামেন্টে ৩ ম্যাচে টানা ৩ জয় স্বাগতিকদের

নিজেরাও হ্যাটট্রিক জয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল তবে গতবারের মতো ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে বিশ্বকাপটা যেন নিজের নামে রাঙানোর প্রতিজ্ঞায় নেমেছেন রোহিত। আফগানিস্তানের বিপক্ষে রেকর্ড তছনছ করা শতকের পর এই ওপেনার আজও একই পথে ছুঁটছিলেন, খুব কাছে থামেন ৮৬ রানে। ১৩৬-এর ওপর স্ট্রাইকে রেটে ৬টি করে চার ও ছক্কা মারেন। রোহিতের আউটের পর ধরে খেলেন শ্রেয়াস আইয়ার ও লোকেশ রাহুল। অর্ধশতকরা করা আইয়ার করেন ৫৩ রান। লোকেশ অপরাজিত থাকেন ১৯ রানে।



বাংলাদেশ ক্রিকেট কি রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত?

স্পোর্টস ডেস্ক: কোটি বাংলাদেশীর আবেগ জড়িত ক্রিকেটের সঙ্গে। টাইগারদের জয় গোটা দেশবাসীকে আনন্দে ভাসায়। ক্রিকেট নিয়ে এক রেখায় মিলিত হই আমরা দল, মত, ধর্ম নির্বিশেষে। প্রাণের আবেগ এই ক্রিকেটে কি রাজনীতি জড়িয়ে আছে? কতোটা রাজনীতিমুক্ত বাংলাদেশের ক্রিকেট? বিশ্বকাপ স্কোয়াডে দেশসেরা ওপেনার তামিম ইকবাল না থাকা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে ব্যাপক। ক্রিকেট ও রাজনীতি নিয়ে কি বলছেন ফেসবুক ব্যবহারকারীরা- হাসিবুল হাসান বলেন, তার দীর্ঘ স্ট্যাটাসের একাংশে এক খেলোয়াড়ের নাম উল্লেখ করে লেখেন, তিনি আসলে রাজনীতিটা ভালো বোঝেন। তার খোদাপ্রদত্ত ক্রিকেট দক্ষতার পাশাপাশি রাজনীতির ব্যাপক গুণ রয়েছে। তিনি চাইলে যেকোনো খেলোয়াড়কেই ছুড়ে ফেলে দিতে পারেন।

কাফি মো. সাদ লেখেন- রাজনীতিমুক্ত ক্রিকেট চাই। ভালো পারফর্ম করলে দলে থাকবে এমন নিশ্চয়তা চাই। কতো বড় রাজনীতিবিদ হলে এত 'নাটক' করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্কোয়াড ঝুলিয়ে রাখা যায়। তিনি ইংল্যান্ডের সঙ্গে বাজে পারফর্ম্যান্সের বিষয়টি তুলে বলেন- তাতে কি হয়েছে? ইংলিশ পরীক্ষায় বাঙালিদের বরাবরই খারাপ হয়।

গণমাধ্যমকর্মী রিয়াসাদ আজিম একটি ভিডিওর ক্যাপশনে লেখেন- বাংলাদেশের ক্রিকেটে মাঠের খেলার সঙ্গে মাঠের বাইরের রাজনীতির খেলা চলে প্রতিনিয়ত। সাকিব-তামিম একে অপরের সঙ্গে কথা বলেন না। পুরোনো আলোচনা, নতুনটা হলো কোচও সাবেক ক্যাপ্টেন থেকে দূরে। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন সচেতনভাবে। আচ্ছা হাথুরুসিংহে কি তার সঙ্গে যারা নিজ থেকে যোগাযোগ করেন না সেই ক্রিকেটারদের সঙ্গে কন্টাক্ট করেন না।

ভারত ম্যাচের আগে ছুটিতে ক্রিকেটাররা



স্পোর্টস ডেস্ক: জয় দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করেছিল বাংলাদেশ। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরেছে সাকিব আল হাসানের দল। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে চেন্নাই ছেড়েছেন সাকিব-মাহমুদউল্লাহরা। তাদের পরবর্তী ম্যাচ হবে পুনেতে। তার আগে ক্রিকেটারদের দুদিনের ছুটি দেওয়া হয়েছে। শনিবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরেই চেন্নাই থেকে পুনেতে পৌঁছেছে বাংলাদেশ দল। আগামী ১৯ অক্টোবর ভারতের সঙ্গে মাঠে নামবে আগে টাইগাররা। তার আগে রোববার-সোমবার দুই দিন ছুটি দেওয়া হয়েছে ক্রিকেটারদের।

ম্যাচের আগে মঙ্গলবার ও বুধবার দুই দিন অনুশীলন করবে টাইগাররা। বৃহস্পতিবার (১৯ অক্টোবর) পুনেতে ভারতের বিপক্ষে লড়বেন সাকিব-মুশফিকরা। বাংলাদেশ দলের যে একটা বিশ্রাম প্রয়োজন সেটি শুক্রবারের ম্যাচ শেষে সহকারী কোচ নিক পোথাসও বলছিলেন। তিনি বলেন, 'আমাদের আপাতত খুব ভালো বিশ্রাম দরকার। বিশ্বকাপে মুশকিল হলো একটার পর একটা ম্যাচ দ্রুতই চলে আসে। একেকটি ম্যাচ অনেক চাপের। প্রতিটি ম্যাচই শক্তি অনেক শুষে নেয়। একটা চক্রের ভেতর পড়ে যেতে হয়। অনুশীলন করলে ফল মিলবে মনে হলেও আসলে তা নয়। আমাদের ক্রিকেটারদের শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম প্রয়োজন। সতেজ হয়ে আমরা ভারতের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হবো।'

সম্প্রচার স্বত্বের ব্যবসায় ধস



স্পোর্টস ডেস্ক: ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে কনসার্টের আয়োজন করেছে বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত। বুদ্ধিটা বিসিসিআই-এর কারো মাথা থেকে এসেছে নাকি সম্প্রচার স্বত্ব পাওয়া প্রতিষ্ঠানের চাওয়ায় হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। তবে ওই কনসার্টের উদ্দেশ্য যে, ম্যাচের হাইপ বাড়িয়ে দেওয়া তা নিয়ে প্রশ্ন নেই।

বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই সম্প্রচার স্বত্বের জন্য ব্যবসা করে নেওয়ার সুযোগ। বিজ্ঞাপন থেকে আয় করে নেওয়ার সুযোগ। বিশ্বকাপে অর্থ বিনিয়োগের অর্থ তুলে আনার সুযোগ। কিন্তু ম্যাড়মেড়ে ম্যাচে সম্প্রচার স্বত্বের ব্যবসায় লালবাত্তি জ্বলে গেছে।

শুরুতে ব্যাট করতে নামা পাকিস্তান ম্যাচে ৪২.৫ ওভারে অলআউট হয়েছে ১৯১ রানে। জবাব দিতে নামা ভারত ৩১.৩ ওভারে ম্যাচ জিতে নিয়েছে। অর্থাৎ ১০০ ওভারের ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে ৭৪.২ ওভারে। ২৫.৪ ওভারেরে খেলা অর্থাৎ প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে।

ক্রিকেটে প্রতি ওভারে ওভারে বিজ্ঞাপন, এটা কে না জানে। উইকেট পড়লেও বিজ্ঞাপন। সব মিলিয়ে সম্প্রচার স্বত্ব পাওয়া প্রতিষ্ঠানের প্রায় দেড় ঘণ্টার বিজ্ঞাপন সম্প্রচার ব্যবসার ক্ষতি হয়েছে। এর আগে এশিয়া কাপেও একই ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে সম্প্রচার স্বত্ব পাওয়া প্রতিষ্ঠান।

ভারত-পাকিস্তানের একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছিল। অন্য ম্যাচটি একতরফা জিতেছিল ভারত। এছাড়া এশিয়া কাপের ফাইনাল শেষ হয়ে গিয়েছিল মাত্র ২১.৩ ওভারে। অর্থাৎ ১০০ ওভারের মধ্যে ৮৮.৩ ওভার মাঠেই গড়ায়নি।



ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩

টিভিতে সম্প্রচার হয়নি,শুধু স্টেডিয়ামের দর্শকদের জন্যই কনসার্ট

স্পোর্টস ডেস্ক: উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াই ৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ভারতে পর্দা উঠেছিল এবারের বিশ্বকাপের। এর ফলে আয়োজক বিসিসিআইকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। তবে শনিবার (১৪ অক্টোবর) আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারত-পাকিস্তান মহারণের আগে মেগা সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সেই অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেন একঝাঁক ভারতীয় শিল্পী। অরিজিৎ সিং, শঙ্কর মহাদেবন থেকে শুরু করে সুখবিন্দর সিং, সুনিধি চৌহানসহ অনেকেই। তবে এই অনুষ্ঠানটি শুধু স্টেডিয়ামে আগত দর্শকদের জন্যই ছিল। আর তাই বিশ্বজুড়ে ক্রিকেট কিংবা সংগীতপ্রেমীরা বঞ্চিত হয়েছেন।

ভারতীয় গণমাধ্যমসূত্রে জানানো হচ্ছে, বিশ্বকাপের ব্রডকাস্টার স্টার স্পোর্টস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করেনি। যা নিয়ে এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা হচ্ছে।

বিশ্বকাপেরও সেরা অলরাউন্ডার সাকিব



স্পোর্টস ডেস্ক: বিশ্বকাপেরও সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। গত ১৩ অক্টোবর শুক্রবার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে ৪০ রান করেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। এতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল এবং শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি সনাৎ জয়সুরিয়াকে ছাড়িয়ে বিশ্বকাপের সেরা অলরাউন্ডারের তালিকায় শীর্ষে পৌঁছেন সাকিব। ইমরান খান-কপিল দেবের মতো রথী-মহারথীদের তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন আগেই। গত ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ৪০ রান করে তিনি পৌঁছলেন চূড়ায়। এটি ২০০৭ থেকে টানা পঞ্চম বিশ্বকাপ সাকিবের। এখন পর্যন্ত ৩২ ম্যাচ খেলে তার সংগ্রহ ১ হাজার ২০১ রান ও বল হাতে শিকার ৩৮ উইকেট। আইসিসি ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর অলরাউন্ডার সাকিবই। ক্যারিয়ারে এর আগে তিন ফরম্যাটের র‍্যাঙ্কিংয়ে একসঙ্গে নাম্বার ওয়ান অলরাউন্ডারের কীর্তিও গড়েন তিনি।

২০০৩ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৫টি বিশ্বকাপে অংশ নেন ক্রিস গেইল। এতে ৩০ ম্যাচে ১ হাজার ১৮৬ রানের সঙ্গে বল হাতে শিকার ১৬ উইকেট।

দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়ক জয়সুরিয়া। ১৯৯২ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত মোট ৫টি আসরে অংশ নিয়েছিলেন লঙ্কান অলরাউন্ডার। ১৯৯৬'র আসরে শিরোপা জেতা জয়সুরিয়ার ৩৮ ম্যাচ খেলে সংগ্রহ ১ হাজার ১৬৫ রান ও বল হাতে শিকার ২৭ উইকেট।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ইনিংসের মাধ্যমে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানের হিসাবে ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছেন সাকিব আল হাসান। বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানের হিসাবে সাকিবের সামনে রয়েছেন শচীন টেন্ডুলকার, রিকি পন্টিং, কুমার সাঙ্গাকারা, ব্রায়ান লারা ও এবি ডি ভিলিয়ার্স। এদের মধ্যে শচীন ২ হাজার ২৭৮ রান নিয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকলেও বাকিদের রান ছুঁয়ে ফেলতে পারেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। বিশ্বকাপে পন্টিং ১ হাজার ৭৪৩, সাঙ্গাকারা ১ হাজার ৫৩২, লারা ১ হাজার ২২৫ ও ভিলিয়ার্স ১ হাজার ২০৭ রান করেছেন।

বল হাতে ৩৮ উইকেট নিয়ে সাকিব আছেন সেরার তালিকায় ১২তম স্থানে। ৭১ উইকেট নিয়ে এই তালিকায় শীর্ষে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেস তারকা গ্লেন ম্যাকগ্রা।

হুমকি পাল্টা হুমকি ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের

(প্রথম পাতার পর)

গেছেন। জাতিসংঘের ত্রাণ ও পূর্ত সংস্থা ইউএনআর-ডব্লিউএর যোগাযোগ পরিচালক জুলিয়েট তোমা বলেছেন, গাজায় সংঘাতের প্রথম সাত দিনে প্রায় ১০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

'নজিরবিহীন মানবিক বিপর্যয়'

ফিলিস্তিনী শরণার্থীদের সমর্থনকারী জাতিসংঘ সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ কমিশনার জেনারেল ফিলিপ লাজারিনি রোববার (১৫ অক্টোবর) সাংবাদিকদের বলেছেন, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের হামলা ফিলিস্তিনী ভূখন্ডে 'নজিরবিহীন মানবিক বিপর্যয়' সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেছেন, গত আট দিন ধরে গাজা উপত্যকায় এক ফোঁটা পানি, এক দানা গম, এক লিটার জ্বালানিও আসতে দেয়নি ইসরায়েল। অবশ্য ইসরায়েল গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলে পানি ছেড়েছে বলে জানিয়েছেন রোববার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভান। এদিকে আরব লিগ এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের প্রধানরা যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলের পরিকল্পিত স্থল হামলা 'নজিরবিহীন অনুপাতের গণহত্যার দিকে নিয়ে যেতে পারে।'

আইসক্রিমের ফ্রিজারে লাশ

ফিলিস্তিনের গাজায় হাসপাতালগুলোর মর্গে লাশ রাখার জায়গা নেই। ফলে বাধ্য হয়ে আইসক্রিমের ফ্রিজারে লাশ রাখতে দেখা গেছে। আলজাজিরা প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, গাজার দেইর আল-বালাহ এলাকার আল-আকসা মার্টার্স হাসপাতালটির ছোট মর্গে লাশ রাখার জায়গা নেই। তাই বিভিন্ন কারখানা থেকে খাবার ও আইসক্রিমের ফ্রিজার এনে তাতে মরদেহ রাখা হচ্ছে। বিপুল হতাহতের সংখ্যা এবং স্থানীয় কবরস্থানে জায়গার অভাবে গাজা শহরের একটি গণকবরে কয়েক ডজন ফিলিস্তিনীকে শায়িত করা হয়েছে বলে দেশটির বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে। ইসরায়েলের গোলাবর্ষণ এবং বিমান হামলায় গাজা উপত্যকার অন্তত ৫০টি পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

২৭৯ ইসরায়েলী সেনা নিহত

ইসরায়েলী সেনাবাহিনী নিশ্চিত করেছে, গত সপ্তাহে দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের হামলায় ইহুদিবাদী দেশটির ২৭৯ জন সেনা মারা গেছে। এটি ইসরায়েলের জন্য একটি অবিশ্বাস্য সংখ্যা। দেশটিতে এখন পর্যন্ত অন্তত ১ হাজার ৪০০ জন মারা গেছে বলে রোববার জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয়। হামলার পর হামাস ১২৬ ইসরায়েলীকে জিম্মি করেছে। তবে প্রথমে ইসরায়েল বলেছিল, হামাসের হাতে বন্দির সংখ্যা ১৫০।

লেবানন থেকে হামলায় ইসরায়েলি নিহত

লেবানন থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে উত্তর ইসরায়েলে এক ইসরায়েলি নাগরিক নিহত হয়েছে। দেশটির উত্তর সীমান্তে এটিই প্রথম ইসরায়েলী বেসামরিক হতাহতের ঘটনা। লেবাননের গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ বলেছে, তারা শাতুলার ইসরায়েলী সম্প্রদায়ের ওপর গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। লেবাননে ফিলিস্তিনী গোষ্ঠী হামাস নিশ্চিত করেছে, আন্তঃসীমান্ত সহিংসতা বৃদ্ধির মধ্যে শনিবার (১৪ অক্টোবর) ভোরে দক্ষিণ লেবানন থেকে ইসরায়েলে অনুপ্রবেশ করার সময় তাদের তিন সদস্য নিহত হয়েছেন। হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসরায়েলের আরেক মাথাব্যথা লেবাবন সীমান্ত। লেবাননের হিজবুল্লাহ হামাসের চেয়ে আরও বেশি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ এবং কট্টর ইসরায়েলবিরোধী। রোববার ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট বলেছেন, লেবাননের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানোর কোনো আগ্রহ নেই ইসরায়েলের। লেবাননের সংগঠন হিজবুল্লাহ যদি সংযত থাকে, তাহলে সীমান্ত পরিস্থিতি যেমন আছে তেমনই রাখবে ইসরায়েল। এদিকে ইসরায়েলী সেনাবাহিনী দাবি করেছে, গাজায় বিমান হামলায় বিল্লাল আল কেদরাকে হত্যা করেছে তারা। তিনি হামাসের নুখবা কমান্ডার। ইসরায়েলীরা বলছে, তিনি গত শনিবার দক্ষিণ ইসরায়েলের কিবুতজ নিরিমে ইসরায়েলীদের গণহত্যার জন্য দায়ী ছিলেন। হামাস হত্যার দাবি সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি।

ব্লিংকেনের কাছে সৌদি-মিসরের উদ্বেগ

ইসরায়েলি হামলায় বেসামরিক ফিলিস্তিনীদের মৃত্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সৌদি যুবরাজ ও মিসরের প্রেসিডেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের সঙ্গে বৈঠকে তারা এ মত দেন। ব্লিংকেনের সঙ্গে বৈঠকে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান বলেছেন, তাঁর দেশ বর্তমান পরিস্থিতির আরও অবনতি ঠেকাতে এবং গাজার অবরোধ তুলে নিতে কঠোর পরিশ্রম করছে। ক্রাউন প্রিন্স বেসামরিক নাগরিকদের যে কোনো উপায়ে টার্গেট করা বা তাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে এমন অবকাঠামো এবং গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থকে ব্যাহত করাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনকে বলেছেন, হামাসের আক্রমণের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া আত্মরক্ষার বাইরে চলে গেছে এবং এটি সম্মিলিত শাস্তির সমান। কায়রোতে রোববার ব্লিংকেনের সঙ্গে একটি বৈঠকের সময় আল-সিসি আরও বলেন, চলমান সংঘাতে কোনো বেসামরিক লোককে লক্ষ্যবস্তু করাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি।

দ্বিতীয় রণতরী পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

ইসরায়েলকে সহায়তার অংশ হিসেবে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে বিমানবাহী দ্বিতীয় রণতরী বহর পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। শনিবার (১৪ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন এই ঘোষণা দিয়েছেন। অস্টিন বলেন, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কর্মকান্ড ঠেকানো বা হামাসের হামলার পর যুদ্ধ আরও প্রসারিত করার যে কোনো প্রচেষ্টা রুখতে যুক্তরাষ্ট্র এই পদক্ষেপ নিচ্ছে। চলমান সংঘাতের মধ্যে এক সপ্তাহে আগে ইসরায়েলের কাছাকাছি পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড নামের রণতরী বহর মোতায়েন করে যুক্তরাষ্ট্র। এখন এই রণতরীর সঙ্গে যোগ দেবে ইউএসএস আইজেনহাওয়ার যুদ্ধজাহাজ বহর।

ইরানের হুঁশিয়ারি

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির-আবদুল্লাহিয়ান বলেছেন, অধিকৃত গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনী জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েল চলমান নৃশংস গণহত্যা না থামালে যে কোনো সময় আঞ্চলিক পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে। শনিবার (১৪ অক্টোবর) কাতারের রাজধানী দোহায় স্বাগতিক দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মোহাম্মাদ বিন আবদুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকে এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি। তিনি বলেন, 'ইহুদিবাদী সরকার প্রতিদিন শত শত ফিলিস্তিনীকে হত্যা করে যাবে, এটা সহ্য করা যায় না। এই হত্যাকান্ড এবং গাজার মানুষের ওপর আরোপিত অবরোধের সমাপ্তি ঘটাতে হবে।' কেবল ইরান নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বে ক্রমেই বাড়ছে ক্ষোভ। যা ক্রমেই আরও ঘণীভূত হচ্ছে।

নেতানিয়াহু ও আব্বাসের সঙ্গে বাইডেনের ফোনালাপ

চলমান সংঘাত নিয়ে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ও ইসরায়েলী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। শনিবার পৃথক ফোনকলে দু'জনের সঙ্গে কথা বলেন বাইডেন। বাইডেন ইসরায়েলের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং একই সঙ্গে বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তায় সবকিছু করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে এমনটি জানিয়েছে। মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে ফোনালাপে বাইডেন ইসরায়েলে হামাসের 'বর্বর হামলা'র নিন্দা জানান এবং মানবিক সহযোগিতা কার্যক্রম পরিচালনায় মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

কেমন আছেন বাফেলোর এশীয়রা

(প্রথম পাতার পর)

এসব নিয়ে আলোচনা হলো গত শুক্রবার। এশিয়ান আমেরিকান ফেডারেশনের উদ্যোগে এই গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন নির্বাচিত অফিসিয়ালস, আইনজীবী, সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও অন্য বিশিষ্টজনেরা।

অ্যাসেম্বলি অফিসের সংখ্যাগরিষ্ট দলের নেতা ক্রিস্টাল পিপলস-স্টোকস, সেনেটর টিম কেনেডিসহ বেশ কয়েকজন অ্যাসেম্বলি সদস্য এতে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় উঠে আসে বাফেলো অঞ্চলে কার্যকর সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ, নাগরিক সম্পৃক্ততা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিভিন্ন দিক। এখানকার ক্রমবর্ধমান এশিয়ান-আমেরিকান কমিউনিটির জন্য আরও বাসযোগ্য বাফেলো গড়ে তোলাই ছিলো এর মূল লক্ষ্য।

এশিয়ান-আমেরিকান ফেডারেশন- এএএফ্এর বিশ্লেষণ মতে বাফেলোয় এশিয়ান আমেরিকান জনসংখ্যা গত এক দশকে ১৪১.২% বৃদ্ধি পেয়েছে। নগরীর মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ এশীয় বংশোদ্ভুত আমেরিকান। আর এর মধ্যে বেশি সংখ্যায় রয়েছে বাংলাদেশী। এছাড়াও বার্মিজদের সংখ্যাও সেখানে বেড়েছে। এএএফ্এর সহায়তায় স্থানীয় গ্রুপগুলো নতুন বাসস্থাপনকারীদের সুবিধার্ধে বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাফেলোর এই নব্য কমিউনিটি কিভাবে তাদের নতুন চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে পারে সেসব বিষয়ে আলোচনা হয় গোলটেবিল বৈঠকে। এতে গবেষণাভিত্তিক তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি কিভাবে অনুদান আবেদনে সহায়তা ও নাগরিককে কিভাবে আরো সম্পৃক্ত করে তোলা যায় এবং সর্বপরি যে কোনো ধরনের সহিংস ঘটনা থেকে বাফেলোবাসীকে নিরাপদ রাখা যায় সেগুলো উঠে আসে। আলোচনায় গুরুত্ব পায় বাফেলো আপস্টেট-ডাউনস্টেটের মধ্যে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের দিকটিও।

আলোচনাকে গভীর ও সুসমৃদ্ধ উল্লেখ করে অ্যাসেম্বলির সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা ক্রিস্টাল পিপলস-স্টোকস বলেন, বাফেলোর অপেক্ষাকৃত নতুন নেইবারহুডের সঙ্গে সুসম্পর্কের ভিত রচনার জন্য এমন আলোচনা জরুরি। তিনি বলেন, এই আলোচনা আরও চলতে থাকুক, যাতে এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের কমিউনিটির বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ় করতে পারি এবং তাদেরপ্রয়োজনগুলো চিহ্নিত করে তার সমাধান আনতে পারি।

সংলাপসহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচন

(প্রথম পাতার পর)

বিবৃতিতে এসব সুপারিশের কথা জানানো হয়। তারা বাংলাদেশের সংকট সমাধানে সবচেয়ে বেশি জোড় দিয়েছেন সংলাপের প্রতি। এর আগে ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) সমন্বয়ে গঠিত আমেরিকান প্রতিনিধিদল গত ৮ থেকে ১১ অক্টোবর বাংলাদেশ সফর করেন। তারা বাংলাদেশের নির্বাচনী পরিবেশ পর্যবেক্ষক করেন। আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে এই সুপারিশগুলো করেছে পর্যবেক্ষক দল।

সুপারিশের মধ্যে রয়েছে সহনশীল বক্তব্য ও নির্বাচনী ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা এবং ভিন্নমতকে সম্মান করা হয় এমন অবস্থা নিশ্চিত করা। পর্যবেক্ষক দলের সুপারিশগুলো হলো- ১. নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হতে পারে পরিমিত কথাবার্তা, উন্মুক্ত এবং গঠনমূলক সংলাপ। ২. মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং নাগরিক সমাজের কথা বলার স্থান নিশ্চিত করতে হবে, যেখানে ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি সম্মান দেখানো হবে। ৩. অহিংস থাকার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এবং রাজনৈতিক সহিংসতাকারীদের জবাবদিহিতায় আনতে হবে। ৪. সব দলকে অর্থবহ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এর মধ্যে থাকবে স্বাধীন নির্বাচন ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করা। ৫. নাগরিকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সক্রিয় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করতে হবে।

বাংলাদেশ সফরে এসে তারা সাক্ষাত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দলগুলো, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ইউএসএইডের সাবেক ডেপুটি এডমিনিস্ট্রেটর বোনি গ্লিক (আইআরআই সহসভাপতি), দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী কার্ল এফ ইনডারফার্থ (এনডিআই সহসভাপতি), মালয়েশিয়ার প্রতিনিধি পরিষদের সাবেক সদস্য মারিয়া চিন আবদুল্লাহ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সাবেক এসোসিয়েট কাউন্সেল জামিল জাফের, আইআরআইয়ের সিনিয়র পরিচালক (এশিয়া প্যাসিফিক ডিভিশন) জোহানা কাও এবং এনডিআইয়ের আঞ্চলিক পরিচালক (এশিয়া প্যাসিফিক) মানপ্রীত সিং আনন্দ। সফর শেষে এই প্রতিনিধি টিম রিপোর্ট দিয়েছে। তারা নির্বাচন কমিশন, সরকার, রাজনৈতিক দলগুলো এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের জন্য কিছু সুপারিশ বিবেচনার জন্য প্রকাশ করেছেন। বলা হয়েছে, এসব সুপারিশ একটি রোডম্যাপ, যা নির্বাচনের আগে এবং পরে বিশ্বাসযোগ্য, সবার অংশগ্রহণমূলক, প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অহিংস নির্বাচনের দিকে অগ্রগতি অর্জনে সহায়ক হবে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে এগিয়ে নেবে।

প্রতিনিধি দল তাদের সুপারিশের ব্যাখ্যায় বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে কথাবার্তায় উদার হওয়া উচিত। অন্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের বৈধতাকে স্বীকার করতে হবে। মেনে চলতে হবে আচরণবিধি। বর্তমানে রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠতে আপসের জন্য সুস্থ বিশ্বাসে সমঝোতায় যুক্ত হওয়া উচিত রাজনৈতিক দলগুলোকে। সৃষ্টি করতে হবে বাস্তব, টেকসই ও বিশ্বাসযোগ্য পরিবর্তন। সব রাজনৈতিক দল, সরকারের বিভিন্ন অংশ এবং বাংলাদেশ ইস্যুতে সমালোচনামূলক রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকতে হবে সাংবাদিক ও মিডিয়া আউটলেটকে। নাগরিকদের স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশ করতে দেয়া উচিত। উভয়ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেয়ার আতঙ্কমুক্ত থাকতে হবে। যারা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক ইস্যুতে কাজ করে তারাসহ নাগরিক সমাজের সংগঠন ও কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনকে তাদের কর্মকা- খর্ব করা বা সীমিত করার হুমকির মুখে ফেলা উচিত হবে না। নতুন পাস হওয়া সাইবার নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার বা এই আইন লঙ্ঘন করা উচিত হবে না। এর মধ্যে আছে ভিন্ন মতাবলম্বীদের বক্তব্যের কারণে তাকে টার্গেট করা। এ আইন বাস্তবায়নে নাগরিক ও অন্য অংশীদারদের সঙ্গে নেয়া উচিত সরকারের।

এলিনয়ে মুসলিম বালককে

(প্রথম পাতার পর)

পক্ষ থেকে সামাজিক মিডিয়ায় এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়, বালকটি ছুরিকাহত হওয়ার পর হাসপাতালে নিলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ছুরিকাহত নারীটির শরীরে বেশ কয়েকটি জখম। বালকটির গায়েও রয়েছে বেশ কয়েকটি ছুরিকাঘাতের জখম।

শেরিফ অফিস নিশ্চিত করেছে, ইসলায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধের জের ধরেই মুসলিম পরিবারটির ওপর এই হামলা হয়েছে।

তীব্র ঠান্ডা আর বরফে

(প্রথম পাতার পর)

নভেম্বরেই প্রথম তুষারপাত হবে। আর পরের ঝাপটা আসবে ডিসেম্বরে। নতুন বছরে আসবে তৃতীয় ধাক্কা। তুষারে ঢাকা পড়বে লেক ও জলাশয়গুলো। তবে গেলো বছর নিউইয়র্কের বাফেলোয় মারাত্মক তুষার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিলো এবছর তেমনটা নাও হতে পারে বলেই ধারণা করছে অ্যাকু ওয়েদার।

সাইক্লোনে ফের কাবু হবে আমেরিকা!

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে নিউইয়র্কসহ আরও কিছু অঞ্চল। এবার আর একসপ্তাহ পরে ফের আসছে সাইক্লোন। আর তা একটি দুটি নয়। পরপর তিনটি। প্রলয়ংকারী গ্রীস্মমন্ডলীয় সে ঘূর্ণিঝড় আবারও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে বিপর্যস্ত করে তুলবে, এমনটাই আশঙ্কা করছেন আবহাওয়াবিদরা।

বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় স্টেটগুলোতে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। আর আগেই সৃষ্টি হওয়া গ্রীস্মমন্ডলীয় ঝড় ফিলিপ তছনছ করতে পারে কিছু কিছু অঞ্চল। সাথে যুক্ত হবে এরই মধ্যে সৃষ্টি হওয়া দুটি নিম্নচাপ। যা বয়ে আনবে অসহনীয় তীব্র শীতল বাতাস আর সাথে হাতুড়িপেটা বৃষ্টি।

যেসব অঞ্চল এরই মধ্যে বৃষ্ট-সৃষ্ট বন্যায় কাবু হয়ে আছে সেগুলো আবারও দেখবে বৃষ্টির তীব্রতা। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, অল্প সময়ের ব্যবধানে ৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা করছেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়াপ্রতিবেদন ও ব্রিটিশ ওয়েদার সার্ভিসেস এর সিনিয়র আবহাওয়াবিদ জিম ডেলকে উদ্ধৃত করে একটি খবরে বলা হয়েছে, গ্রীস্মমন্ডলীয় ঝড় ফিলিপ কানাডা ও আমেরিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে নিউইয়র্ক, নিউ ইংল্যান্ড ও বোস্টনকে বিপর্যস্ত করবে। ভারী ও অবিরাম বৃষ্টিপাত যুক্ত হবে এই ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে। আর পরবর্তী সপ্তাহান্ত পর্যন্ত তা বিরাজ করবে।

ফিলিপসহ এই অঞ্চলে তিনটি নিম্নচাপ এখন সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান জিম। এর জের দক্ষিণাঞ্চলীয় ফ্লোরিডা ও নিউ মেক্সিকোর ওপরও পড়বে। কারণ উত্তরের শীতের বাতাস যখন ঝড় বয়ে নিয়ে যাবে দক্ষিণে আর তা গিয়ে মিশবে দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত গরম বাতাসের সঙ্গে, তখন সেখানেও ভারী বৃষ্টিপাত হবে।

চাকরির রেজ্যুমিতে ধোকা, শীর্ষে নিউইয়র্ক

(প্রথম পাতার পর)

মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে। বিশেষ করে তাদের গ্রাজুয়েশন করা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটাই মিথ্যা। এই তালিকায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির নাম। তালিকার প্রথম সারিতে রয়েছে হার্ভার্ড, স্ট্যানফোর্ডের নামও। সব মিলিয়ে এমন ৩৪টি ইউনিভার্সিটি ও কলেজের নাম উঠে এসেছে যেগুলোর নাম চাকরিপ্রার্থীরা অনায়াসে লিখে দিচ্ছেন তাদের রেজুমিতে।

রেজুমিতে মিথ্যাচার নতুন কিছু নয়, আর এর বিস্তারও কম নয়। নতুন এই গবেষণা বলছে, ৫২ শতাংশ চাকরিপ্রার্থী কোনো না কোনোভাবে তাদের রেজুমিতে মিথ্যা বা বানোয়াট তথ্য ব্যবহার করে। বিশেষ করে চাকরির যোগ্যতার ক্ষেত্রে তারা ভূয়া তথ্য দেয়। কেনো? সে প্রশ্নের উত্তরের আগে বলা যেতে পারে, গবেষণায় এমনও তথ্য মিলেছে, জর্জ সান্টোসের গ্রাজুয়েট তার রেজুমিতে উল্লেখ করেছে বারুক কলেজ থেকে পাশ করার কথা। বানোয়াটেরও একটা সীমা থাকে। মোটের ওপর কথা হচ্ছে, একটি নামি কলেজ থেকে ডিগ্রির কথা জুড়ে দেওয়া হচ্ছে, যা কাল্পনিক। উদ্দেশ্য একটাই পে-চেকটা আরেকটু মোটা করে নেওয়া।

আলমা ম্যাটার তো অবশ্যই ম্যাটার করে। ইউএসডিকশননারি.কম এর নতুন গবেষষায় এ দিকটায় আলোকপাত করা হয়েছে। কেবল নিউইয়র্কের চাকরি প্রার্থীরাই যে তা নয়। গোটা যুক্তরাষ্ট্রেই এমন মিথ্যাচার চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম মিথ্যা লেখা হচ্ছে এমন ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে হার্ভার্ড-এর নাম। ৩০০০ চাকরি প্রার্থীর ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, গ্রাজুয়েশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম মিথ্যা লেখা হয়েছে এমন তালিকায় হার্ভার্ড প্রথম। এরপর কাছাকাছি অবস্থানে থেকে দ্বিতীয় হয়েছে স্ট্যানফোর্ড আর সার্বিকভাবে তৃতীয় অবস্থানে এসেছে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির নাম। যদিও কেবল নিউইয়র্কে চাকরিপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিই সবচেয়ে এগিয়ে। যা আইভিলিগ হিটারদেরও ছাড়িয়ে গেছে।

ইয়ালের নাম এসেছে ১১তম অবস্থানে। প্রিন্সটনের অবস্থান ১৩তম। আর এমআইটি ১৪তম। এর বাইরে নটরডেম ইউনিভার্সিটি, ডিউক ইউনিভার্সিটি ও ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া (লস এঞ্জেলস) যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে। আর পরের চারটি অবস্থান নিয়েছে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া বেকারলি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া, ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়া ও এমহার্স্ট কলেজ।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মোহাম্মদ সোহরাব আলী'র কলাম

কান্নাকাটি করলে ও থামি না

কলিজার টুকরা ব্যাটাবেটি কান্নাকাটি করে আমরা যদি বাসা থেকে অফিসে চলে আসি কিন্তু আমাদের মন কাঁদে তারপর ও তাদের কান্না উপেক্ষা করে চলে আসতে হয়, কি যে বেদনায় মন ভরে যায় বলার ভাষা খুজেঁ পাওয়া যায় না। অফিসে আমরা একটা ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে থাকি ইচ্ছা করলেও ছুটি কাটাতে পারি না। আমাদের একটা নিদিষট সময়ের মধ্যে অফিসে যেতে হয়। ছেলেমেয়ে কেঁদে কেঁদে বলে বাবা আজ অফিসে না যেয়ে বাসায় থেকে আমাদের সময় দাও। আমাদের বিকালে পার্কে নিয়ে যাবে। আমরা অনেক মজা করে খেলাধুলা করব। ছোট বাচ্চারা বোঝে না বাবাকে অফিসে যেতেই হবে। তারা কোন কিছু হলেই সবার আগে দেয় কেঁদে। তাদের কান্না ও হাসি কখন ও একাকার হয়ে যায়। পছন্দের জিনিসটা না পেলেই কান্না আবার পছন্দের জিনিসটা পেলে তাদের সেই খৈ ভাঁজা হাসি। প্রবাসের বাচ্চাদের জন্য আমাদের বেশি দুঃখ হয়।

অবশ্য দেশে ও বাবা-মা অনেক পরিবারে কাজ করলে সে পরিবারের বাচ্চারা ও অনেক সময় হু হু করে কাঁদে বাইরে যাওয়ার জন্য। বাবা-মা'র সাথে ছেলে মেয়েরা বাইরে যাওয়ার জন্য প্রায়ই ব্যাকুল হয়ে পড়ে। বাচ্চারা কান্নাকাটি করলে সব সময় বাবা মা তাদের আবদার পূরন করতে পারে না। তাদের কান্নাকাটি শুনেও চলে যেতে হয় অফিসে। ছেলেমেয়েদের এরকম কান্নাকাটি দেখে বাবা মার আত্মা যায় ফেঁটে। তারা বাচ্চাদের অনেক আদর সোহাগ করে। কোলে করে বুকে জড়িয়ে ধরে। বাচ্চাদের চোখের পানি দেয় মুছিয়ে। কত যে প্রলোভন দেখায়।

অফিস থেকে আসার সময় ছেলেমেয়ের পছন্দের খেলনা কিনে আনবে, তাদের নিয়ে ঘুরতে যাবে, একসাথে পার্কে যাবে, কত মজা করবে, কত কি যে বলে। আমার দেখা একটা ঘটনা একদিন একটা মা বেবিচিটারের কাছে তার বাচ্চা রেখে অফিসে যাচ্ছে। বাচছাটি কিভাবে যে কান্নাকাটি করছে। মাটিতে শুয়ে পড়ে হাত পা জোরে জোরে নড়াচড়া করিয়ে বলছে 'মামি আই লাভ ইউ বেরিমাস, স্টে উইত মি', তার মা যখন চলেই গেল বলছে 'কাম ব্যাক মামি, প্লিজ, কাম ব্যাক, আই লাভ ইউ মামি'। একটা মা তার শিশুকে যে ভালবাসা দিতে পারে পৃথিবীর কোন ব্যক্তি সেই ভালবাসা দিতে পারে না। ইংরেজিতে একটা কথা আছে (দোস হু ডাজ নট লাভ ফালয়ার অ্যান্ড চাইলড ক্যান কিল এ ম্যান)। অর্থাৎ শিশু ও ফুল-কে যারা ভালবাসে না, তারা মানুষ-কে খুন করতেও দ্বিধা করে না। ছোট বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকালে তাদের চেহারা দেখে মনটা আনান্দে যায় ভরে। কি সুন্দর করে হাসে। কত অস্পষ্ট বাক্য বলে দা, কা, ধু, উ ইত্যাদি। একবার শুনলে আবার শুনতে ইচ্ছা করে। দু'হাত বাড়িয়ে আমাদের কোলে আসার চেষ্টা করে। আমরা হাত বাড়িয়ে অমনি কোলে তুলে ডাকি সোনা ময়না, পাখি, আকাশের চাঁদ, কত কিছু। দুঃখ হয় এমনকি চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে যখন তারা হাত বাড়িয়ে কোলে আসতে চায় নিতে পারি না অফিসে তাড়াতাড়ি যেতে হবে বলে। তারা যখন কাঁদে কোলে আসতে পারে না বলে, বাবা মার মন ও কাঁদে আর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তারা চলে যায় মন খারাপ করে অফিসে।

অফিসে একটু বিরতি পেলে ভিডিও কল দিয়ে কথা বলে সোনামনিদের সাথে। কথা বললে মনে প্রশান্তির ছোঁয়া যায় লেগে। আব্বু অথবা আম্মু বলে ডাকে প্রাণটা ভরে। অফিস থেকে বাসায় গেলে বাবুদের দেখে সারাদিনের ক্লান্ত কোথায় যায় পালিয়ে চলে। কে তার সন্তানদের ভালবাসে না। জীবনে প্রথমে বাবা হওয়া কি যে আনান্দ যারা হয়েছে তারা জানে। এমন ও প্রবাসী আছে বাচ্চাকে প্রথম দেখতে পারে যখন বাচ্চা হাঁটতে পারে। কত যে বিডিও কল দিয়ে বাবু কে দেখে। কি যে আনান্দ পায় দেখতে পেরে। হাত পা নড়াচড়া করে, চোখ টলমল করে, মুখে সরিষা ফুলের মত হাসি থাকে, খল খল করে জোরে জোরে হাসে, তাকে কেউ কাতুকুতু দিলে কি যে শব্দ করে হাসে। ছোট বাচ্চারা প্যাপু ওলা জুতা পড়ে হাঁটলে কি সুন্দর শব্দ হয়। শব্দ শুনে অনেকে তাকিয়ে দেখে। ছোট বাচ্চারা কত আদরের হয়। যে দেখে সেই তাকে আদর করে কোলে তুলে নেয়। নতুন পোশাকে তাদের দেখতে কত সুন্দর যে লাগে। কেউ আবার পড়িয়ে দেয় কপালে টিপ। কেউ চুলের সাথে বেঁধে রাখে টিটলি, কেউ দেয় মাঝায় পাঁচ চোকি ও ঘুগরি মাঝার সুতের সাথে বেঁধে। কেউ হাতে দেয় তামার চুড়ি, কেউ হাতের তালুর উপর বাচ্চাদের নিয়ে নাচায়। কন্যা সন্তানদের কেউ শাড়ি পরিধান করায়। কত সুন্দর করে তাদের সাজায়। কেউ হাতে ঝুনঝুনি দেয়, কেউ বাঁশি কিনে দেয়। কেউ কত রকমের খেলনা কিনে দেয়। বাচ্চারা একএে হয়ে খেলে। কারো হাতে বেলুন ফুলিয়ে দেওয়া হয়। বাতাসে বেলুন উড়ে তারা সুতা বেঁধে বেলুন ধরে রাখে। কখন ও হাত থেকে সুতা ছুটে গেলে অমনি চিৎকার শুরু করে। খাজার দোকান আসলে দোকান থেকে তাদের খাজা দেয় কিনে। কেউ আবার দোকানে কোলে করে যায় নিয়ে। দোকান থেকে কত কিছু কিনে হাতে দেয় ধরিয়ে। তারা কত যে খুশি হয়। তারা একটা খেলনা থাকতে আর একটা কিনতে চায়। কিনে না দিলে অমনি কান্নাকাটি করে। তারা একসাথে খেলা করতে করতে করে মারামারি। কান্নাকাটি করতে করতে চলে আসে মায়ের কাছে। তাদের মধ্যে মারামারি হতে সময় লাগে না আবার মিল মহব্বত হতে ও সময় লাগে না। দাদা, নানা, নানী ও বুবু কত যে তাদের ভালবাসে।

জীবনে প্রথম বাবা হওয়ার সময় কাকা কয়েক মন জিলাপী বিলি করেছিল আত্নীয় স্বজন ও গ্রামবাসীর মধ্যে। কেউ বাচ্চাদের আটিমুখে দিয়ে কত যে আনান্দ করে। বাচ্চাদের আকিকা দেওয়া হয়। সুন্নতে খাৎনায় অনুষ্ঠান করে মানুষকে খাওয়ানো হয়। যার যার বেটাপুত্র তার তার কাছে রাজপুত্র। সবার দিন যাক হেসে আর খেলে তার ব্যাটাবেটির নিয়ে। ব্যাটা বেটি সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমত। যাদের আছে তাদের ব্যাটাবেটিকে যেন সৃষ্টিকর্তা সুখে রাখে এবং যাদের নেই তাদের যেন সৃষ্টিকর্তা ব্যাটাবেটি দিয়ে মনটা আনান্দে দেয় ভরে।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight

LOWEST PRICE CHALLENGE

GLOBAL

NY 1 TRAVELS, INC



MIRZA M ZAMAN

আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!

37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT

MyTechUSA

"YOUR DREAM BECOME TRUE"

Why "MyTechUSA"

- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING

Microsoft · SQL Server · ORACLE · Azure · mongoDB. · NoSQL



Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com



Khalil Biryani House

খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট



সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত

2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884

1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840

www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us

জনপ্রিয়

TiME television

www.timetvusa.com

টাইম টিভিতে চোখ রাখুন

Redmart TV | jadoo tv | BTV | desh IPTV

Everest | NET cable | STAR | BLUE BOX

SKY | myCable | YUPPTV | World Cable

Jago bd

আমাদের অগণিত দর্শক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী

শুভেচ্ছা

যে কোনা লাইভ অনুষ্টান ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

718-753-0086 /646-291-7408

নিউজার্সীতে সৃষ্টি একাডেমি'র চমকপ্রদ পরিবেশনা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউজার্সীতে বাংলাদেশী নৃত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'সৃষ্টি একাডেমি অফ পারফর্মিং আর্টস'র উদ্যোগে গত ৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হলো 'সংস্কৃতি-উৎসব ২০২৩'। মনোরম পরিবেশে 'এডওয়ার্ডনাশ থিয়েটারে' সৃষ্টি একাডেমির ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষিকা ও নিউজার্সী, নিউ-ইয়র্ক, মেরিল্যান্ড এবং পেনসিলভেনিয়া থেকে আগত কমিউনিটির সদস্যদের একের পর এক নৃত্য, সঙ্গীত, যন্ত্রসংগীত এবং রম্য নাটকের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা দর্শকদের হৃদয় জয় করে নেয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্যাটারসন সিটির কাউন্সিলম্যান অ্যাট-লার্জ ফরিদউদ্দিন। অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন সৃষ্টি একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা এবং নৃত্যশিল্পী ড. সুবর্ণা খান। সহযোগিতায় শামসুল সাদি ও আফজাল খান এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন একাডেমির প্রাক্তন ছাত্রী রাহিন ও নামিরা, ডিজিটাল ব্যাকড্রপ নির্মাণ ও পরিচালনায় ছিলেন এরহান।

অনুষ্ঠানে কাউন্সিলম্যান অ্যাট-লার্জ ফরিদউদ্দিন নতুন প্রজন্মকে তাদের মা-বাবার ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত করার জন্য সৃষ্টি একাডেমীর নিরলস এ প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। এ ধরনের আয়োজন আরো ঘনঘন করার তাগিদ দিয়েছেন কাউন্সিলম্যান ফরিদউদ্দিন।

অনুষ্ঠানে সৃষ্টি একাডেমির শিক্ষিকা সুবর্ণা, বিচিত্রা, তমা, ও অহনার নৃত্য পরিচালনায় শাস্ত্রীয় এবং আধুনিক নৃত্যশৈলীর সমন্বয়ে পরিবেশিত হয় বিভিন্ন নৃত্য। স্কটিশ সুরের প্রভাবে রচিত রবীন্দ্রসংগীতের উপর বিশেষ নৃত্যালেখ্য 'আলোয় ভুবন ভর' দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। সৃষ্টি একাডেমির স্নাতক ছাত্রী আমিরার পরিচালনায় নৃত্য পরিবেশনা বিশেষ প্রশংসা পায় ও ফারহানা আখতার তুলি'র পরিচালনায় শিশু-কিশোরদের সম্মিলিত সংগীত পরিবেশনা দর্শকদের অভিভূত করে। নিউজার্সির বাংলাব্যান্ড 'জার্সি ওয়েভস'র সদস্য সাদি, আফজাল, এবং তাহসিনের জনপ্রিয় সংগীত পরিবেশনা দর্শকদের মাতিয়ে রাখে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ড. জাভেদ মাহমুদ শিপলু'র রচনা ও পরিচালনায় রম্য নাটিকা 'কেরামত মিয়ার কেরামতি'-যা দর্শকদের বিপুল আনন্দ প্রদান করে। সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি সৃষ্টি একাডেমির এবারের নতুন উদ্যোগ ছিল শিশু-কিশোরদের চিত্রকলা প্রদর্শনী এবং জাহিদ ও সোহেলের পরিচালনায় এই প্রদর্শনী সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। দর্শকরা এ রকম সু-সংগঠিত, সুন্দর, ও সাবলীল অনুষ্ঠান আরো দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ড. সুবর্ণা খান তার বক্তব্যে বলেন, করোনা মহামারিতে আমরা অনেক প্রিয়জনকে হারিয়েছি। সেই কষ্ট আর অসহনীয় যন্ত্রণাবোধ থেকে কমিউনিটিকে আবারো স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার অভিপ্রায়ে সকলকে নিয়ে একটি আনন্দযজ্ঞ করাই ছিল সৃষ্টি একাডেমির লক্ষ্য। সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি একজন সম্পূর্ণ মানুষ গড়ার প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দেয় সৃষ্টি একাডেমি এবং সে জন্যেই 'আধুনিকা' এবং 'আগামী'র মতো সামাজিক কল্যাণমূলক সংগঠনকে তিনি অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত করেছেন এবং একইসাথে 'বাংলা বলো অনলাইন স্কুল'কে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন ড. সুবর্ণা।

নিজেই নিজেকে বিয়ে করলেন যুক্তরাজ্যের নারী

ঢাকা ডেস্ক, ১৫ অক্টোবর : সারাহ উইলকিনসন, যুক্তরাজ্যের একজন ৪২ বছর বয়সী নারী নিজের স্বপ্নের বিয়ে সম্পন্ন করার জন্য গত ২০ বছর ধরে তিলে তিলে অর্থ সঞ্চয় করেছেন। তবে কোনো পুরুষকেই তার মনে ধরেনি। তাই সঠিক জীবনসঙ্গী খুঁজে না পেয়ে একটি জমকালো অনুষ্ঠান উদ্যাপনের মাধ্যমে নিজেই নিজেকে বিয়ে করলেন সারাহ। বিবিসি জানিয়েছে, উইলকিনসন একটি এলাহি বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নিজের জন্য একটি বাগদানের আংটি কিনেছিলেন এবং সাফোকের ফেলিক্সস্টোতে হারভেস্ট হাউসে তার বন্ধুদের সঙ্গে বিশেষ দিনটি উদ্যাপন করার বন্দোবস্ত করেন। ক্রেডিট কন্ট্রোলার উইলকিনসন বলছেন, 'এটি আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন ছিল।' সারাহ বিবিসিকে বলেছেন, 'যদিও এটি একটি আনুষ্ঠানিক বিবাহ ছিল না, কিন্তু আমার কাছে দিনটি বিশেষ ছিল। আমি মনের মতো জীবন সঙ্গী খুঁজে নাই পেতে পারি, তবে নিজের বিয়ের দিনটি কেন মিস করবো?' যে টাকা আমি আমার বিয়ের জন্য জমিয়ে রেখেছি সেই টাকা কেন খরচ করবো না ?' বিবিসি রেডিওকে দেয়া সাক্ষাৎকারে উইলকিনসন জানান, প্রতি মাসে জমানো মোট ১০ হাজার পাউন্ড নির্দ্বিধায় নিজের বিয়েতে খরচ করেছেন তিনি।



BANGLA CDPAP SERVICES
ALEGRA HOME CARE

alegracare.com, alegracare.org

মানুষের জন্য দরদী সেবা আমাদের অঙ্গীকার



Sir Dr. Abu Zafar Mahmood
Global Peace Ambassador
President & CEO
646-769-0966, 718-290-8249
netlake111@gmail.com, ceo@banglacdpap.com

সাপ্তাহিক পেমেন্ট

সরাসরি ব্যাংকে জমা

স্বাস্থ্য সুবিধা

সুবিধাজনক কর্মসময়

CDPAP SERVICES

HHA/PCA SERVICES

SKILLED NURSING

SERVICES

We Have The Best MLTC In The City

মানুষ মানুষের জন্য
দেশপ্রেম স্বদেশের জন্য

আমরা মানবতার সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকি

info@banglacdpap.com | 888-212-3237 | alegracare.com, alegracare.org

LOCATIONS

CORPORATE OFFICE
72-26 Broadway (2nd Floor)
Jackson Heights, NY 11372
888-212-3237, 646-769-0966

JACKSON HEIGHTS
72-28 Broadway (1st Floor)
Jackson Heights, NY 11372
718-708-9751, 646-769-0966

BROOKLYN OFFICE
544 MacDonald Avenue
Brooklyn, NY 11218
718-675-0209, 646-769-0966

OZONE PARK OFFICE
1127 Liberty Avenue
Brooklyn (Ozone Park), NY 11208
347-673-5525, 929-434-5618

JAMAICA OFFICE
147-14 Hillside Avenue, (1st floor)
Jamaica, NY 11435
646-769-0966, 718-290-8249

HOLLIS OFFICE
198-12 Hillside Avenue
Hollis, NY 11423
646-769-0966, 718-290-8249

BRONX OFFICE
1452 & 1454 East Avenue
Bronx, NY 10462
646-769-0966, 718-290-8249

BUFFALO OFFICE
Ideal BD Inc. 3178 Bailey Avenue
Buffalo, NY 14215
646-769-0966, 718-290-8249

Care with Love is Humanity

ALEGRA HOME CARE INC. | CDPAP | PEOPLE UNITED FOR PROGRESS — POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES | Abu Zafar Mahmood Foundation | জয় বাংলাদেশ JOY BANGLADESH INC.

সাহিত্য সাময়িকী

কানাকানির চিত্রকল্পগুলো

আশরাফ মীর

প্রণয়মখা কানাকানির চিত্রকল্পগুলো
যৌনতার শ্লীল শিল্পশ্রী
সঙ্গমের লাজুক চিত্রায়ন ।

বলেছিলে মধ্যরাতে অনুপ্রাসের ফিসফাস
যৌবনের কারুকাজ মাধুরিময় সৌহার্দ্য
অম্লান ঔদার্যে মৃন্ময় অনুরণন ।

যদি মনে পড়ে নিঝুম রাত-নিশুতি রাত্রির সুনসান
যদি চোখে পড়ে জোনাকি আলোর স্নিগ্ধতা
প্রাকৃতিক রজনী মেলার ধুম
যদি আলোড়িত হয় ঝিঁঝিঁপোকার নিসর্গমথিত সিম্ফনি!

যদি মনে পড়ে কনকচাঁপার সুরভিত মাখামাখি
মধুময় উতলা কুসুমিত দিন!!

নিপীড়িত পদাবলী

আশরাফ হাসান

সূর্যরশ্মিতে ঝলসে যায় যাদের মুখ
রাত্রি জুলমাতে নিজেকে লুকোয় বিত্রস্ত উন্মুখ
পেঁচার দল;
দিনের ঔরস দেখেনি কখনো বাদুড়
মানুষের কবরে কালো শেয়ালেরা হায়েনার মতো ভীত
অশান্ত দোলাচল ।

ভোরের পাখির গানে
যারা মুক্তিস্বপ্ন বুনে
হেরার আলোকোদ্ভাসে জেগেছে বিশ্বের বিস্ময় ।
মানুষের এই জয়গান; কুরআনের নব উত্থান
রোদের মিছিলে মিতালী তাদের; প্রেমাস্পদ সন্ধানে ।

জয়; নিশ্ছিদ্র নিশ্চয়; দুর্বার দুর্জয়
আলেয়ার ভ্রান্তি দূরে ঠেলে তারা নির্ভীক অক্ষয় ।
প্রভাত প্রত্যয়ে; তারা বেদনা বুকে পুষে

বজ্রসাহসে আবারো আকাশে মেঘপুঞ্জ ছিঁড়ে
নিপীড়িত হৃদয় মরেও জেগেছে বিশ্বের বিস্ময় ।

হেমন্তের নক্ষত্র

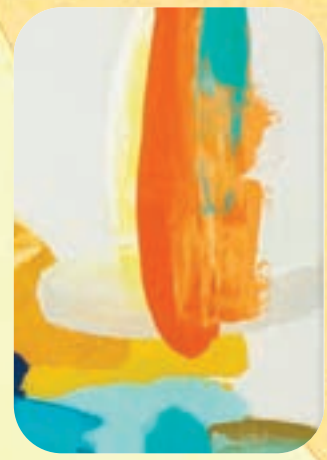
(কবি আসাদ চৌধুরীর মহাপ্রয়াণে অতল শ্রদ্ধা)

দুলাল সরকার

কোথাও যাবার কথা বললেই তুমি বলো
দোয়েল ও ঘুঘুদের তুমি সাথে নেবে-
বৃক্ষের যে ডালে বসে ঘুঘুরা ডেকেছে
কর্তিত সে ডালের মায়ায় দেরি হবে জেনেও তুমি মায়ার বশবর্তী হয়ে কর্তিত
ডাল সমূহ বগল দাবা করে দ্রুত আমার আগে পৌঁছাবার চেষ্টা কর; বহুবার
নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি শূন্য পাথারের
হেমন্ত বিকেলের বিষন্নতাকে সাথে নিতে চাও, অনুভবে জানিয়ে দাও
মাঠের এ বাউল নির্জনতা তোমাকে একদিন মুক্তির স্বাদ দিয়েছিল;
তাই তুমি অবিরাম বেজে চলা সরোদটি
সাথে নিয়ে বলো ঝর্ণা ও পাহাড়কে
ভালোবাসে বলে তুমি এক আদিবাসী
কিশোরীকে সাথে নিতে চাও- জানতে চাও ওখানে কি হেমন্তের বিরহী
নক্ষত্রেরা আছে, অরুন্ধতী?
অথবা ভালোবাসার প্রথম স্বাদের কথা মনে করে যে আজো শূন্য
মাঠের মত কাঁদে- অথবা সেই কিষাণী ধানকাটা কোলার দিকে তাকালে
যার কষ্ট হয়
সে কি সাথে যাবে- অথবা যারা সত্য
প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিরাপোষ ছিল তারা?

অব্যর্থ চঙ্গল!

হেলাল উদ্দীন রানা



স্বপ্ন উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়
যেনো সুতোকাটা রঙিন ঘুড়ি
কাটাকাটি খেলছে দুরন্ত বালকের দল
নাটাই হাতে বেয়াড়া কিশোর

বিষণ্ন দুপুর লেপ্টে আছে উদাস মাছরাঙা চোখে
মরা ডালে, জীর্ণ নদীর চরে
নিস্তরঙ্গ নদী নির্বাক আপন গতিতে,
দক্ষিণের দিকে

দূর দিগন্তে প্রায় অদৃশ্য চিল
জুম করে আনছে শিকারী চক্ষু
একঝাঁক তুলতুলে হাঁসের ছানায়

এখনই নেমে আসবে রোদ ছিঁড়ে ফুড়ে গৃহস্থ উঠোনে
বসাবে অব্যর্থ নখর-চঙ্গল!

নেশা

মেহেদী ইকবাল

সবখানে নেশা দেখি নেশা
ফুলে নেশা পাখিতে নেশা পার্কে বা নদীতীরে বসে থাকা নেশা
সন্ধ্যায় টং ঘরে হাতে ধরা লাল চা সিগারেটে নেশা
মাংসলোভী থাকে কেউ কড়ি আর ধান্ধায় প্রাপ্তির নেশা
টাকা চাই আরও টাকা উন্মাদ কারও কারও ধ্বংসের নেশা!

সবখানে নেশা দেখি নেশা
কেউ দেখি ধৈর্যশীল বড়শিতে মাছ ধরা নেশা
রাত জেগে বৃষ্টি আর ঝিঁঝিদের গান শোনা নেশা
কেউ দেখি বাঁশি হাতে কারও হাতে কিছু নেই খালি গলা
তবু গান নেশা! দাবা নিয়ে বসেছে কেউ
হাতে হাতে মোবাইল নেটে নেটে কী যে দেখে
সর্বনাশা ফেইসবুকে নেশা!
ইয়াবা'য় আসক্ত কেউ, কেউ জুয়া বার আর ক্যাসিনোতে নেশা ।
সবখানে নেশা দেখি নেশা
প্রভাব আর প্রতিপত্তি আধিপত্য আগ্রাসী

কী ভয়ংকর ক্ষমতার নেশা!

মানুষ, মেয়ে মানুষ!

হাবিব ফয়েজি

এখনও ঘড়ির কাঁটা মেয়েদের চরিত্র নির্ধারণ করে
বাড়ি ফিরতে দেরি হলে হজম করতে হয় বাঁকাকথা
রাতে একটি মেয়েকে রাস্তায় দেখলে গাড়ির গতি স্লথ হয়ে যায়
কিংবা সহসাই নেমে যায় জানালার কাঁচ
নীরবে সহ্য করতে হয় নানা কুইশারা ইংগিত
অথবা অশ্লীল যতসব মন্তব্য

এখনও কাপুরুষরা মেয়েদের মানুষ ভাবতে শিখে নি ।

লালসার রেস্তোরাঁ

পঙ্কজ শীল

লালায় তোমাদের লালসার রেস্তোরাঁ
বলো আর কি চাও,
ইচ্ছে হলে খাইতে পারো
আমার হাত বা পা'ও ।

অল্পতেও হয় না তোমাদের
আরও যা আছে চাও,
তিনদিন ধরে কবরে আছি
এবার ভালো করে খাও!





Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

শাকিব খান আর বন্ধু নিশোকে নিয়ে মুখ খুললেন অপূর্ব



বিনোদন ডেস্ক: টালিউডে প্রতিম ডি গুপ্ত পরিচালিত সিনেমা 'চালচিত্র'র মাধ্যমে বড়পর্দায় অভিষেক হতে যাচ্ছে অপূর্ব'র। বর্তমানে সিনেমার শুটিংয়েই কলকাতায় ব্যস্ত তিনি। প্রথম সিনেমায়ই খলচরিত্রে অভিনয় করছেন এই অভিনেতা। iটিংয়ের ফাঁকে গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খান ও বন্ধু আফরান নিশোকে নিয়ে কথা বলেছেন দেশের ছোট পর্দার অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূর্ব।

কলকাতার অনেকেই নিশোকে অপূর্বের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেন। চেহারায় মিল থাকায় আফরান নিশোর মতো পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে কিনা? এমন প্রশ্নের জবাবে অপূর্ব বলেন, নিশোকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। অনেক মানুষ ওকে অপূর্ব বলে ডাকত। ওকে বেশ ভুগতে হয়েছে এর জন্য।

ব্যক্তিগত জীবনে দুজনেই বেশ ভালো বন্ধু। আবার শোনা যায়, কাজের প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে নাকি তাদের মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধও চলে। সে কারণে নাকি তাদের মনোমালিন্য তৈরি হয়। একজন নাকি অন্যজনকে সহ্যও করতে পারেন না। সে বিষয়টি খোলাসা করেছেন অপূর্ব।

অপূর্ব বলেন, থ্যাঙ্কস গড ও নিশো হয়ে উঠতে পেরেছে। আসলে নিশোকে আমিই নিয়ে এসেছিলাম পর্দায়। অভিনেতা হওয়ার আগে থেকে আমরা ভালো বন্ধু। আমি যখন নাটক শুরু করি, তখনই রাকায়েত ভাইকে বলেছিলাম ওকে (নিশো) নাটকে নেওয়ার কথা। এরপর মাঝে সে অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল কিন্তু এখন আবারো পর্দায় কাজ শুরু করেছে।

এরপর আসে শাকিব খানের প্রসঙ্গ। বাংলাদেশে বড়পর্দার হিরো বলতে কি শুধুই শাকিব খান? এমন প্রশ্নের জবাবে অপূর্ব বলেন, আমি শুধু বলতে পারি তিনি 'সুপারস্টার'। এত বছর ধরে একটা ইন্ডাস্ট্রিকে ধরে রাখতে দম লাগে। সেই সম্মান তার প্রাপ্য। কেউ কারও থেকে কম বা বেশি নয়। সবার জীবনে উত্থান-পতন থাকে। আজ যে 'সুপারস্টার' ভবিষ্যতে অন্য কেউ সেই জায়গা নেবে।

গ্রামে অনেক মেয়ের জীবনেই এমন ঘটনা আছে: পূজা চেরি

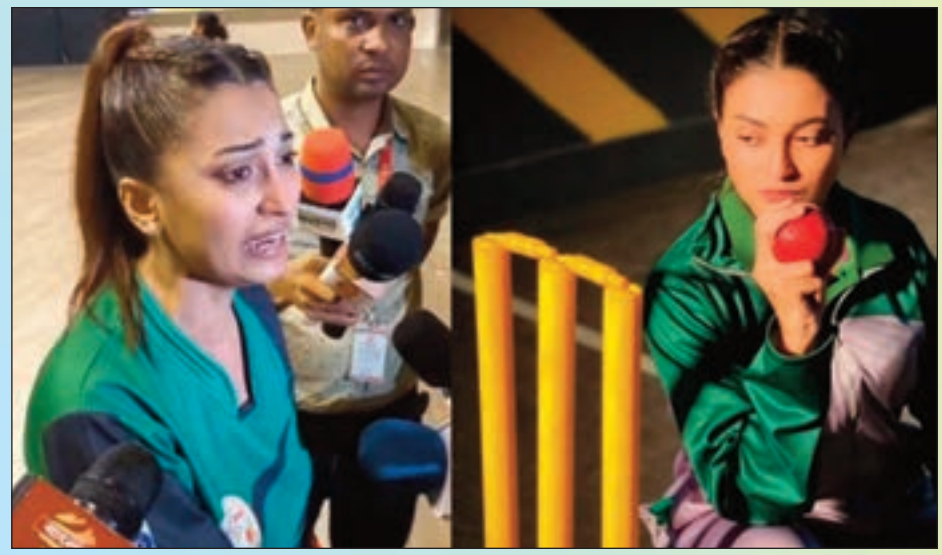


বিনোদন ডেস্ক: গ্রামের এক কিশোরীর নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন, সেই কারণে ঢাকায় আসে। এখন শুধু নায়িকা হওয়াটাই বাকি। 'লিপস্টিক' সিনেমায় বুচি চরিত্রে অভিনয় করছেন পূজা চেরি। পূজার বিপরীতে অভিনয় করছেন আদর আজাদ। সিনেমাটি পরিচালনা করছেন কামরুজ্জামান রোমান।

বাংলা চলচ্চিত্রের নবাগত নায়িকা পূজা চেরি 'নাকফুল' ও 'মাসুদ রানা' নামের দুটি সিনেমায় অভিনয় করেন।

পূজা চেরি বলেন, শুটিং শেষপর্যায়ে। শুধু বুচির নায়িকা হওয়ার কয়েকটি দৃশ্যের শুটিং বাকি। এটি শেষ হলেই এ সিনেমার কাজ শেষ। বাস্তবেও গ্রামের অনেক মেয়ের জীবনে এমন ঘটনা আছে। তারা বাংলা সিনেমা দেখার পোকা। সিনেমার রঙিন দুনিয়ার নায়কের নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন দেখে। আমার অভিনীত বুচি চরিত্রটি ঠিক তেমনই।

নায়িকা আরও বলেন, চরিত্রটি সত্যিই দারুণ। আমরা যারা এ সিনেমায় কাজ করছি তারা সবাই মন দিয়ে কাজ করেছি। মুক্তি পেলে সবাই সেটা বুঝতে পারবে।



সোনার সুতায় তৈরি পরিণীতির লেহেঙ্গা, ব্যয় ২৫০০ ঘণ্টা : মণীশ



বিনোদন ডেস্ক: পরিণীতি-রাঘবের বিয়েতে আইভরি-থিম ছিল এবং অতিথিরাও এ রঙের পোশাকে সেজেছিলেন। বিয়েতে মনীশ মালহোত্রার ডিজাইনের লেহেঙ্গায় সাজেন পরিণীতি। পোশাকের সঙ্গে মানানসই হীরার অলংকারে ঝলমল করছিলেন এই বলিউড নায়িকা। রাঘবের পরনে ছিল পবন সচদেবের নকশা করা শেরওয়ানি।

বিয়েতে পরিণীতির পরনের লেহেঙ্গা আলাদাভাবে নজর কেড়েছে। এ নিয়ে নেটিজনরাও ব্যস্ত নানা মন্তব্যে। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন ডিজাইনার মণীশ মালহোত্রা ।ইনস্টাগ্রাম পোস্টে মণীশ মালহোত্রা জানান, এ লেহেঙ্গায় সোনার সুতা ব্যবহার করা হয়েছে। পরিণীতির বিয়ের রাজকীয় পোশাকটি হাতে তৈরি করা হ‡য়েছে। এটি তৈরিতে মোট সময় লেগেছে ২৫০০ ঘণ্টা। তবে বিয়ের পোশাকটি তৈরিতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে তা জানাননি তিনি।

লেহেঙ্গা ডিজাইনের জন্য মণীশের সঙ্গে দেখা করেন পরিণীতি। অভিনেত্রী জানান, তার নানি শাড়িতে কিচেইন ব্যবহার করতেন। কিচেইন যুক্ত শাড়ি পরে পরিণীতির নানি যখন বাড়িতে হাঁটাচলা করতেন তখন একটি শব্দ হতো।

নানির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এ বিষয়টি পরিণীতি তার বিয়ের পোশাকে রাখার কথা জানান। পরিণীতির চাওয়া অনুযায়ী, বিয়ের পোশাকে তা যুক্ত করেন মণীশ। তাছাড়া লেহেঙ্গার সঙ্গে যে ঘোমটা ব্যবহার করা হয়েছে, তা আলাদা মাত্রা যোগ করেছে বলে জানিয়েছেন এই ডিজাইনার।

বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়ার বর রাঘব চাড্ডা আম আদমি পার্টির নেতা ও সংসদ সদস্য। গত ২৪ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের উদয়পুরে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। পরিণীতি-রাঘবের বিয়ে উপলক্ষে বাহারি সাজে সেজেছিল উদয়পুর। নৌকায় রাঘব পৌঁছে যান কনে পরিণীতির কাছে। বরযাত্রীদের পাঞ্জাবি আর রাজস্থানি সংস্কৃতি অনুযায়ী স্বাগত জানানো হয় লীলা প্যালেসে।

সেলিব্রেটি ক্রিকেট লিগ বয়কটের ঘোষণা রাজ রিপার

বিনোদন ডেস্ক: সেলিব্রেটি ক্রিকেট লিগে (সিসিএল) মারামারির ঘটনার পর থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন চিত্রনায়িকা রাজ রিপা। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেলিব্রেটি ক্রিকেট লিগ বয়কটের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। গত ৪ অক্টোবর বুধবার অভিনেত্রী রাজ রিপা তার ফেসবুকে লিখেছেন, 'সেলিব্রেটি ক্রিকেট লিগ'কে আমি আগেই বয়কট করেছি কিন্তু 'সেলিব্রেটি ক্রিকেট লিগ' এর মাঠে তাদের খেলতেই হবে, মাঠে মার খেয়েও না পেয়েছে কোনো বিচার, না করতে পেরেছে অপরাধীদের বিরুদ্ধে জিডি। জিডির কাগজ দেখতে চাওয়াতে বললো আমাকে দেওয়া যাবে না। আবার না বলেছে প্রেস মিডিয়ার সামনে সত্যিই কথাগুলো বলতে।

তিনি আরও লেখেন, আমি সত্যি কথা বলতে গেলে থামানো হয়েছে বারবার। 'সেলিব্রেটি ক্রিকেট লিগ' এ খেলার জন্য শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিজের দল এখন দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে এই ছোট্ট মেয়েটার দিকে। বাহ বাহ বাহ! আপনারা ভালোই পারেন। জীবনে যদি সুযোগ পাই শিমুল খান, শিশির সরদার, জয় চৌধুরী তাদের ছাড়া টিমলিডারসহ আমার দলের যত প্লেয়ারদের পাবো সব কয়টার হাতে চুড়ি পরায় দেবো। একটা ডিজিটাল রাজাকার। আমাকে নিয়ে একটা কেউ দেখলাম না প্রতিবাদ করতে, তাদের ক্যারিয়ার হারানোর এত ভয়ে আর মাঠে না খেলতে পরার ভয়ে।

রাজ রিপা লেখেন, 'মোস্তুফা কামাল রাজ' খেলার মাঠে নিজের দলের জন্য ফাইট করে পুরুষত্বের পরিচয় দিয়ে জিতেছেন। আমিও জিতেছি আমার প্রতিবাদে। হেরে আমার দলের সততা 'সেলিব্রেটি ক্রিকেট লিগ' নিয়ে এটাই আমার লাস্ট পোস্ট। এখন সব দোষ আমার। আসল দোষীদের দোষ ঢাকার কৌশালটা ভালো ছিল। মা যেমন সন্তানকে আগলে রাখে আমিও তেমন আমার 'Runnar Fastiest' দলকে ভালোবেসে আগলে রেখেছিলাম। যেটা আমার সবচেয়ে বড় ভুল।

প্রসঙ্গত, গত ২৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার মোস্তফা কামাল রাজ ও দীপংকর দীপনের দলের মধ্যে খেলা চলাকালে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। রাত সাড়ে ১১টার দিকে সেটা মারামারিতে রূপ নেয়। এতে আহত হন শিশির সরদার, রাজ রিপা, জয় চৌধুরী, আতিকুর রহমান, শেখ শুভ ও আশিক জাহিদ।

শাকিব খান অসুস্থ, সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ পেছাল

বিনোদন ডেস্ক: চলচ্চিত্র প্রযোজক রহমত উল্লাহর বিরুদ্ধে করা মানহানি ও চাঁদাবাজির মামলায় গত ৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার নায়ক শাকিব খানের সাক্ষ্য দেওয়ার দিন ধার্য ছিল; কিন্তু মামলার বাদী শাকিব খান অসুস্থ থাকায় এদিন তিনি আদালতে আসেননি। আদালত আগামী ১৫ জানুয়ারী সাক্ষ্য গ্রহণের পরবর্তী তারিখ ধার্য করেছেন। ঢাকার অষ্টম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ সৈয়দা হাফছা ঝুমা বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন শাকিব খানের আইনজীবী খায়রুল হাসান।

আইনজীবী খায়রুল হাসান বলেন, ৩ অক্টোবর থেকে শাকিব খান জ্বরে ভুগছেন। এ কারণে তিনি আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসতে পারেননি। তার পক্ষে সময় চেয়ে আদালতে আবেদন করা হয়। আদালত তার আবেদন মঞ্জুর করে আগামী ১৫ জানুয়ারী সাক্ষ্য গ্রহণের নতুন তারিখ ঠিক করেছেন।

শাকিব খানের করা মানহানি ও চাঁদাবাজির এ মামলায় গত ৫ জুলাই রহমত উল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন আদালত। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতিতে শাকিব খানের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছিলেন রহমত উল্লাহ। অভিযোগে বলা হয়, ২০১৭ সালে অস্ট্রেলিয়ায় 'অপারেশন অগ্নিপথ' সিনেমার শুটিংয়ের সময় এক নারী সহ-প্রযোজককে ধর্ষণ করেন শাকিব খান। ওই সিনেমার অন্যতম প্রযোজক ছিলেন রহমত উল্লাহ।



হামলা বন্ধ না করলে ইসরাইলকে 'সুদূরপ্রসারী পরিণতি' ভোগ করতে হবে: ইরান

ঢাকা ডেস্ক, ১৫ অক্টোবর : গাজায় ইসরাইলের নির-বিচ্ছিন্ন বোমা বর্ষণের ফলে চলমান রক্তপাত বন্ধে পদক্ষেপ নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইরান। 'খুব দেরি' হওয়ার আগেই ইসরাইলকে যুদ্ধ থামাতে বলেছে দেশটি।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির-আবদুল্লাহিয়ান লেবাননে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ইসরাইলকে এ সতর্ক করেন।

তিনি বলেন, ইসরাইলি বর্ণবাদের যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা অবিলম্বে বন্ধ করা না হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। এর সুদূরপ্রসারী পরিণতি ঘটতে পারে, যার দায় জাতিসংঘ, নিরাপত্তা পরিষদ এবং কাউন্সিলকে মৃত পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া রাষ্ট্রগুলোর।

অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় চলমান হামলাকে 'যুদ্ধাপর-াধ' হিসেবে উল্লেখ করে তা বন্ধ করতে ইসরাইলকে সতর্ক করেছে ইরান। না হলে দখলদারী দেশটিকে অবিনাশী ভূমিকম্পের সম্মুখীন হতে হবে বলেও হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছে তেহরান।

এদিকে অবরুদ্ধ গাজায় হামলা সম্প্রসারণের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা জানিয়েছে দখলদার ইসরাইলি সেন-াবাহিনী। আকাশ, সাগর ও স্থল পথে হামলার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বিবৃতিতে।

ইসরাইলি সামরিক বাহিনী (আইডিএফ) শনিবার জানিয়েছে, প্রস্তুতির মাত্রা বাড়াতে এবং বড় ধরনের স্থল অভিযানের প্রস্তুতির জন্য ইসরাইলজুড়ে বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন এবং সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থে গাজায় জেনেভা কনভেনশনও মানছে না ইসরাইল। অবরুদ্ধ ভূখণ্ডটির হামাস সেনাদের নিধনের নামে নিরীহ-নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষের ওপর হামলা চালাচ্ছে।

প্রাণ বাঁচাতে কোথাও নিরাপত্তা পাচ্ছে না গাজার সাধারণ মানুষ। এর মধ্যেই নতুন করে স্থল, সাগর ও আকাশপথে অভিযান শুরু হতে যাচ্ছে। এ ধরনের অভিযান বন্ধ করতে ইসরাইলকে আহ্বান জানিয়েছে ইরান, সৌদি আরব এবং জাতিসংঘ।

গাজার পরিস্থিতি 'সম্মিলিত শাস্তি'র সমান বলে বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন কর্মকর্তারা সম্প্রতি বারবার সতর্ক করেছেন। কিন্তু কারও আবেদনই আমলে নিচ্ছে না ইসরাইল।

ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত থেকে কি সুবিধা পাচ্ছেন পুতিন

ঢাকা ডেস্ক:: পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ইসরাইলি-ফিলিস্তিনি সংঘাত নিরসনের একমাত্র উপায় বলে উল্লেখ করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

শুক্রবার বিশকেকে কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেটসের (সিআইএস) সম্মেলনে বক্তব্যে পুতিন বলেন, ইসরাইল এক অভূতপূর্ব আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছে, যা ইতিহাসে আগে কখনোই দেখা যায়নি। শুধু মাত্রার দিক থেকেই নয়, যেভাবে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেটিও নজিরবিহীন।



পুতিন গাজায় ইসরাইলি অবরোধকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেনিনগ্রাদ অবরোধের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, এটি মেনে নেওয়া যায় না। সেখানে ২০ লাখের বেশি মানুষ বাস করে। হয়তো সবাই হামাসকে সমর্থন করে না; কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে নারী-শিশুসহ সবাই।

এ সংকট সমাধানে রাশিয়া মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতে পারে উল্লেখ করে পুতিন বলেন, সবার আগে অবশ্যই ফিলিস্তিনিদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের ইসরাইলে হামলা এবং গাজায় ইসরাইলের পাল্টা হামলা নিয়ে এখন ব্যস্ত পুরো বিশ্ব। যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে এই লড়াইয়ে ইসরাইলকে সর্বাত্মক সহযোগিতার ঘোষণা দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর নজরও এখন এই সংকটের দিকে।

এতে দেড় বছরের বেশি সময় ধরে চলা ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ অনেকটাই আড়ালে চলে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের এই সংকট থেকে রাশিয়া কী কী সুবিধা পেতে পারে, এ নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন করেছে বিবিসি।

এতে বলা হয়, মধ্যপ্রাচ্যে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রধান খবর হয়ে উঠেছে তা। খবরের শিরোনাম কতটা রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে ইসরাইলের দিকে সরে গেছে, সেই হিসাব এখন কষছে মস্কো।

কিন্তু এখানে শুধু খবরের বিষয় বদলে যাওয়ার চেয়ে বেশি কিছু রয়েছে। রাশিয়ার কর্তাব্যক্তিরা এটাও আশা করছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির কারণে পশ্চিমাদের অস্ত্র সরবরাহের একটা বড় অংশ এখন ইউক্রেনের বদলে ইসরাইলের দিকে ঘুরে যাবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভ্লাদিমির পুতিনের নেতৃত্বাধীন রাশিয়া ইসরাইলের শত্রু দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। বিশেষত ইরানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাশিয়া-ইসরাইল সম্পর্কে অস্বস্তি তৈরি করেছে।

ইসরাইলে হামাসের হামলার পর ভ্লাদিমির পুতিন সবচেয়ে জোর দিয়ে যে কথাটি বলতে চেয়েছেন তা হল, এটা মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির ব্যর্থতার একটি উদাহরণ।

মস্কো সব সময় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বকে যেভাবে আক্রমণ করে আসছে, এটা তার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। মধ্যপ্রাচ্য সংকটের জন্য আমেরিকাই মূলত দায়ী, এমন একটি চিত্র দিতে পারাটা ওই অঞ্চলে ওয়াশিংটনের প্রভাব কমিয়ে রাশিয়ার অবস্থান শক্ত করার কৌশল।

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত থেকে রাশিয়ার সুবিধা পাওয়ার আলোচনায় বিপদের দিকটিও উঠে এসেছে।

রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হান্না নোট্টে বলেন, এই সংকট যদি ইউক্রেন থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেয়- যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ইসরাইলের ভূমিকা বিবেচনায় তেমনটি হওয়ার বাস্তব ঝুঁকিও রয়েছে- হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে রাশিয়া স্বল্পমেয়াদে সুবিধা পেতে পারে।

তবে এই যুদ্ধ যদি বড় আকারে ছড়িয়ে পড়ে, হামাসকে অস্ত্র ও অর্থ সহায়তা দেওয়া ইরানসহ অন্যরাও যদি জড়িয়ে যায় তাহলে রাশিয়া সুবিধা পাবে না বলে মনে করেন হান্না নোট্টে।

তিনি বলেন, রাশিয়া ইসরাইল ও ইরানের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় যুদ্ধ চায় না। যদি ঘটনা সেদিকে মোড় নেয় এবং এটা স্পষ্ট হয় যে আমেরিকা জোরালোভাবে ইসরাইলের পক্ষ নিচ্ছে তাহলে আমি মনে করি, ইরানের পক্ষ নেওয়া ছাড়া রাশিয়ার আর কোনো উপায় থাকবে না। আমি নিশ্চিত নই, তারা সেটা চায় কি না।

অবরুদ্ধ গাজায় আকাশ, স্থল ও সাগর পথে হামলার প্রস্তুতি ইসরাইলের

ঢাকা ডেস্ক, ১৫ অক্টোবর : অবরুদ্ধ গাজায় হামলা সম্প্রসারণের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা জানিয়েছে দখলদার ইসরাইলি সেনাবাহিনী। আকাশ, সাগর ও স্থল পথে হামলার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বিবৃতিতে।

ইসরাইলি সামরিক বাহিনী (আইডিএফ) শনিবার জানিয়েছে, প্রস্তুতির মাত্রা বাড়াতে এবং বড় ধরনের স্থল অভিযানের প্রস্তুতির জন্য ইসরাইলজুড়ে বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন এবং সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্রগোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে ইসরাইলের চলমান যুদ্ধ অষ্টম দিনে গড়িয়েছে। শনিবারেও উভয়পক্ষের হামলা-পাল্টা হামলা অব্যাহত ছিল।

নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থে গাজায় জেনেভা কনভেনশনও মানছে না ইসরাইল। অবরুদ্ধ ভূখণ্ডটির হামাস সেনাদের নিধনের নামে নিরীহ-নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষের ওপর হামলা চালাচ্ছে।

প্রাণ বাঁচাতে কোথাও নিরাপত্তা পাচ্ছে না গাজার সাধারণ মানুষ। এর মধ্যেই নতুন করে স্থল, সাগর ও আকাশপথে অভিযান শুরু হতে যাচ্ছে। এ ধরনের অভিযান বন্ধ করতে ইসরাইলকে আহ্বান জানিয়েছে ইরান, সৌদি আরব এবং জাতিসংঘ।

গাজার পরিস্থিতি 'সম্মিলিত শাস্তি'র সমান বলে বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন কর্মকর্তারা সম্প্রতি বারবার সতর্ক করেছেন। কিন্তু কারও আবেদনই আমলে নিচ্ছে না ইসরাইল।



জেনেভা কনভেনশন ধারা-৪ এর ৩৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'কোনো সুরক্ষিত ব্যক্তিকে এমন অপরাধের শাস্তি দেওয়া যাবে না যা সে ব্যক্তিগতভাবে করেনি। সমষ্টিগত জরিমানা ও একইভাবে ভয় দেখানো অথবা সন্ত্রাসবাদের সব ব্যবস্থা নিষিদ্ধ। লুট করা নিষিদ্ধ। সুরক্ষিত ব্যক্তি ও তাদের সম্পত্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া নিষিদ্ধ।'

কোনো সশস্ত্র সংঘাতে এর বিভিন্ন পক্ষ একটি আন্তর্জাতিক মানবিক আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। আর এর মূল উদ্দেশ্য বেসামরিক নাগরিক অথবা যারা যুদ্ধ করতে পারে না তাদের ওপর প্রভাব সীমিত করা। আর এ উদ্দেশ্যে যেসব নিয়ম তৈরি করা হয়েছে সেগুলোকে যুদ্ধের আইন ও সশস্ত্র সংঘাতের আইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের একটি প্রধান অংশ হলো জেনেভা কনভেনশন। কনভেশনের নিয়মগুলোতে মানুষের জীবন ও মর্যাদা রক্ষার্থে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যুদ্ধ করার কিছু নীতি অন্তর্ভুক্ত আছে।

১৯৪৯ সালে বিশ্বের সব দেশে চারটি কনভেনশন গৃহীত হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে আরও দুটি ও ২০০৫ সালে আরেকটি প্রটোকল এর সঙ্গে যুক্ত হয়। যদিও পৃথিবীর অনেক দেশই জেনেভা কনভেনশনের নিয়ম মেনে চলে না। যার কারণে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটে।





পোল্যান্ডের জাতীয় নির্বাচনে লড়ছেন বাংলাদেশী মাহবুব সিদ্দিকী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পোল্যান্ডের জাতীয় নির্বাচনে এমপি পদে লড়বেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত মাহবুব সিদ্দিকী। দেশটির প্রধান বিরোধীদল 'প্লাটফর্মা অবিভাতেসস্কা' থেকে এরই মধ্যে মনোনয়ন পেয়েছেন তিনি। মাহবুব সিদ্দিকী প্রথম এমপি প্রার্থী যিনি 'বিদেশী' (ফরেইন ক্যান্ডিডেট) হয়েও রাজধানী ওয়ারশ থেকে দলটির মনোনয়ন পেলেন। এর আগে পোল্যান্ডের কোনো দলই রাজধানী ওয়ারশ থেকে ফরেইন প্রার্থী মনোনয়ন দেয়নি। আগামী ১৫ অক্টোবর পোল্যান্ডের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশী মাহবুব সিদ্দিকী এর আগে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশতে জেলা পরিষদে কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছিলেন। মাহবুব সিদ্দিকীর জন্ম ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে। তিনি মেডিসিন বিষয়ে লেখাপড়ার জন্য রাশিয়ায় পাড়ি জমান। পরবর্তীতে অভিবাসী হয়ে বসবাস শুরু করেন পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশতে।

২০০৯ সালে পোল্যান্ডের রাজনীতিতে নাম লেখান মাহবুব সিদ্দিকী। যোগ দেন নাগরিক প্লাটফর্মা (প্লাটফর্মা অবিভাতেস্কা) দলে। তারপর তাঁর রাজনৈতিক মেধার কারণে দলের স্বাস্থ্য ও পরিবার কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেন। এছাড়াও সংস্কৃতি ও ক্রীড়া কমিটি, পরিবেশ সুরক্ষা কমিটি এবং শিক্ষা কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি ইউরোপের ৩০টি দেশের বাংলাদেশিদের শীর্ষ সংগঠন অল ইউরোপীয় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের (আয়েবা) কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য।

মাহবুব সিদ্দিকীকে নিয়ে পোল্যান্ডের সবচেয়ে বড় ও জনপ্রিয় অনলাইন পোর্টাল 'অনেট ডট পিএল' একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেছে।



লন্ডনে সৈয়দা জোহরা আলাউদ্দিন এমপি'র সম্মানে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত

লন্ডন থেকে বদরুল মনসুর: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মৌলভীবাজার-হবিগঞ্জ ৩৬ সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য এবং মৌলভীবাজার জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সৈয়দা জোহরা আলাউদ্দিনের যুক্তরাজ্য সফর উপলক্ষে মতবিনিময় সভা ও নৈশভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ অক্টোবর লন্ডনের স্থানীয় সময় রাত ৮টায় যুক্তরাজ্যে বসবাসরত মৌলভীবাজার জেলাবাসী এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল আহাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন রুহেলের পরিচালনায় সভার শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি কাউন্সিলর মুজিবুর রহমান জসিম। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন নিউহ্যাম কাউন্সিলের স্পীকার রহিমা রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মান্নান, আওয়ামী লীগ নেতা আলহাজ্ব ছুরাবুর রহমান, সাবেক ছাত্রনেতা যথাক্রমে সামাদুর রহমান সেলিম, আহমেদ হাসান, মোহাম্মদ মকিস মনসুর, নজরুল ইসলাম অকিব ও আব্দুল মালিক, এডভোকেট মীর গোলাম মোস্তফা, আবদুল বাছিত, সৈয়দ মাহমুদুর রহমান, কাউন্সিলর ছালেহ আহমদ, লিয়াকত আলী, গোলাম মুর্তজা, রাধা কান্ত ধর, কাউন্সিলর কাবিদ আহমদ, আবদুল ওয়াহিদ বাবলু, গাউছুল ইমাম চৌধুরী সুজন, সেকুল ইসলাম, মুহিদ রহমান, আব্দুর রব, জাকির খান, বাদল আহমদ, এস এস দুলাল, মিজান, কাইয়ুম চৌধুরী, শামীম আহমদ, ইফতেখার আলম রাফিন, ফাহাদ বিন সালাম, তোফায়েল আহমদ রাফিন, আবদুল কাদির, অলি খান, বদরুল আলম প্রমুখ।

সভায় প্রবাসীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া উঠে আসে এবং সকলেই যুক্তরাজ্যে আওয়ামী লীগকে ঐক্যবদ্ধ রাখার ভূমিকা তুলে ধরেন।

সভায় সৈয়দা জোহরা আলাউদ্দিন এমপি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমি আমার পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব কাজ করার চেষ্টা করেছি এবং ভবিষ্যতে আরোও কাজ করতে চাই। চলার পথে সমস্যার সম্মুখিন হওয়া লাগে, আমিও অনেক হয়েছি। কিন্তু আমি থেমে যাইনি। সকলের দোয়া ও সহযোগিতা থাকলে আমি অসমাপ্ত কাজগুলো পুরায় সম্পন্ন করার চেষ্টা করবো। যাতে আমাদের মৌলভীবাজার জেলা যেনো অন্যান্য জেলাগুলো থেকে পিছিয়ে না থাকে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.
REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500



বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445





গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

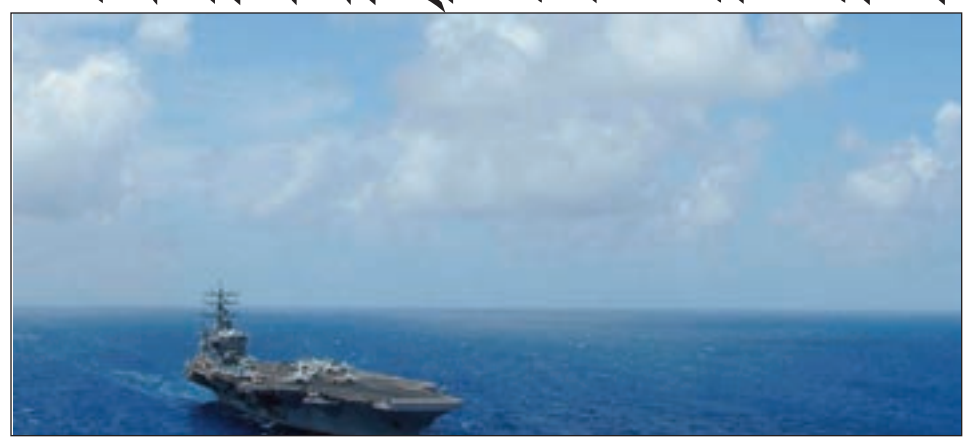
ইসরায়েলের সমর্থনে আরও একটি বিমানবাহী রণতরী পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা ডেস্ক, ১৫ অক্টোবর : টানা এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের সংঘাত চলছে। এতে উত্তেজনার পারদ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইসরায়েলের কাছে আরও একটি বিমানবাহী রণতরী পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। মূলত 'ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ড রোধ করতে' এই রণতরী পাঠানো হচ্ছে বলে দাবি করেছে দেশটি।

রবিবার (১৫ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা এএফপি।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন শনিবার বলেছেন, 'ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক পদক্ষেপ বা হামাসের হামলার পর এই যুদ্ধকে আরও প্রসারিত করার যে কোনও প্রচেষ্টা ঠেকাতে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে দ্বিতীয় বিমানবাহী রণতরী ও স্ট্রাইক গ্রুপ পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।'

এর অগে সংঘাত শুরুর পরপরই গত সপ্তাহে মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড



এবং এর সঙ্গে থাকা অন্য যুদ্ধজাহাজগুলোকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র। এসব যুদ্ধজাহাজ ইতোমধ্যেই ওই অঞ্চলে অবস্থান করছে এবং এর সঙ্গে এবার নতুন করে আরেক মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আইজেনহাওয়ার এবং এর অধিভুক্ত যুদ্ধজাহাজগুলো সেখানে যোগ দেবে।

লয়েড অস্টিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, দ্বিতীয় এই বিমানবাহী রণতরী মোতায়েনের মাধ্যমে 'ইসরায়েলের নিরাপত্তা রক্ষায় দৃঢ় প্রতিশ্রুতি এবং এই যুদ্ধ আরও বাড়ানোর যেকোনও প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়ার জন্য ওয়াশিংটনের সংকল্পের ইঙ্গিত দেয়।'

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।

নোটারী পাবলিক

ফ্যাক্স সার্ভিস

রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।

রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্ভীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিসিনারি ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

ইসরাইল-ফিলিস্তিন ইস্যু

মোদি ও ভারতের পররাষ্ট্র দফতরের ভিন্ন সুর কেন?



ঢাকা ডেস্ক: ইসরাইলের ওপরে হামাসের হামলার পরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেটিকে 'সন্ত্রাসী হামলা' বলে উল্লেখ করায় আলোচনা শুরু হয়েছিল যে ভারত কী তাহলে অনেক দশক ধরে ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়ানো অবস্থান বদল করল?

তবে ওই হামলা এবং হামাস-ইসরাইল সংঘর্ষ শুরু হওয়ার ছয় দিন পরে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথমবারের মতো বিষয়টি নিয়ে যে মন্তব্য করেছে, তাতে ফিলিস্তিনের সমর্থনের কথা বলা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী ফিলিস্তিন নিয়ে ভারতের দীর্ঘকালের যে অবস্থান, সেটাকেই তুলে ধরেছেন যে ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত দেশ ফিলিস্তিনের দাবির প্রতি ভারত সমর্থন জানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী যখন ইসরাইলের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন, তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কেন ফিলিস্তিনের দাবির প্রতি তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করল?

বিশ্লেষকরা মনে করছেন মোদির মন্তব্যে আন্তর্জাতিক মহলে যে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, সেটারই ড্যামেজ কন্ট্রোল করল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

কী বলেছে পররাষ্ট্র দফতর?

পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, 'আমাদের নীতি দীর্ঘ দিন ধরে একই আছে। একটি সার্বভৌম, স্বাধীন এবং কার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠার জন্য সরাসরি আলোচনা শুরু করার পক্ষে সবসময়েই থেকেছে ভারত।'

বাগচী যোগ করেছেন যে ভারত এমন এক পরিস্থিতি চায়, ফিলিস্তিনিরা 'যেখানে নির্দিষ্ট এবং সুরক্ষিত সীমান্তের ভেতরে' ইসরাইলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারবেন।

এই অবস্থানের কোনো বদল হয়নি বলে জানিয়েছেন অরিন্দম বাগচী। তবে বাগচী হামাসের হামলাকে 'সন্ত্রাসী কাজ' বলেও উল্লেখ করেছেন। তার কথায়, 'যেকোনো ধরনের সন্ত্রাসবাদী হুমকির মোকাবেলা করারও দায়িত্ব আছে।'

নরেন্দ্র মোদির মন্তব্যের ড্যামেজ কন্ট্রোল?

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'সন্ত্রাসী হামলা' এবং ইসরাইলের পাশে দাঁড়ানোর কথাকে ফিলিস্তিন নিয়ে ভারতের পুরনো অবস্থান বদলের ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছিল। ওই মন্তব্যে মোদি ফিলিস্তিনের কথা উল্লেখও করেননি। তার ওই মন্তব্যের পরে দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুত্ববাদীরা জোরালোভাবে ইসরাইলকে সমর্থন করছিলেন। এমনকি কেউ কেউ ইসরাইলের হয়ে হামাসের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইতে অংশ নেয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আর এই ক'দিন নিশ্চুপ ছিল দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অবশেষে তারা যখন মুখ খুলল, হামাসের হামলার ঘটনাটিকে 'সন্ত্রাসী হামলা' বলেও ফিলিস্তিনের প্রতি ভারতের সহানুভূতির কথা পুনর্ব্যক্ত করল।

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ এ কে পাশা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মন্তব্য দু'টি দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে।' পাশা বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি আবেগের থেকে, দেশে তার হিন্দু ভোট ব্যাংকের কথা মাথায় রেখে ওই মন্তব্য করেছিলেন। আর পররাষ্ট্র মন্ত্রককে আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলো, কূটনীতি এসব বাস্তবতা মাথায় রেখে কাজ করতে হয়। তাই দুটো মন্তব্য সাংঘর্ষিক।' তার কথায়, এটা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটা ড্যামেজ কন্ট্রোলের প্রচেষ্টা। পাশা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর ওই মন্তব্য যে আরব বিশ্ব ভালোভাবে নেবে না, সেটি কূটনীতিকরা ভালোই টের পেয়েছেন। আরব দেশগুলো ভারতের সব থেকে বড় বাণিজ্য-সাথী। ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকে তেল, সার এসবের জন্য আরব বিশ্বের ওপরে নির্ভর করতে হয় ভারতকে।' পাশা আরো বলেন, 'নরেন্দ্র মোদির মন্তব্যের পরে যাতে আরব বিশ্ব ভারতবিরোধী কোনো অবস্থান না নেয়, তাই অবস্থা সামলাতে এই ক'দিন সময় নিলো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।'

ফিলিস্তিন নিয়ে ভারতের অবস্থান : মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী থেকে শুরু করে অটল বিহারী বাজপেয়ী- ভারতের সব নেতা-নেত্রীই ফিলিস্তিনের পক্ষে থেকেছেন গত শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকেই।

গান্ধী তার হরিজন পত্রিকায় ২৬ নভেম্বর, ১৯৩৮ সালে লিখেছিলেন, 'ইংল্যান্ড যেরকম ব্রিটিশদের বা ফ্রান্স যেভাবে ফরাসীদের, সেই একইভাবে ফিলিস্তিন আরবদের।' ওই একই লেখায় তিনি এটাও বলেছিলেন, 'আরবদের ওপরে ইহুদিদের চাপিয়ে দেয়া হলে সেটা ভুল এবং অমানবিক হবে।'

জওহরলাল নেহরু ১৯৩৬ সালে লিখেছিলেন 'ফিলিস্তিনের সমস্যা মূলত একটি জাতীয়তাবাদী সমস্যা, সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ ও শোষণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে জনগণ। এটা কোনো জাতিগত বা ধর্মীয় বিষয় নয়।' তিনি বলেন, 'সম্ভবত আমাদের কিছু মুসলিম দেশবাসী ধর্মীয় বন্ধনের কারণে আরবদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে।' এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করেই ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও দেশের ফিলিস্তিন-ইসরাইল নীতি গড়ে উঠেছিল। নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারত ফিলিস্তিনের বিভাজন এবং জাতিসঙ্ঘে ইসরাইলের প্রবেশের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। পরে ১৯৫০ সালে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয় ভারত।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী ফিলিস্তিনি সংগ্রামের প্রতি ভারতের সহমর্মিতাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান। প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফতকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে মনে করতেন ইন্দিরা গান্ধী। তার পরে রাজীব গান্ধীও ওই নীতিই মেনে চলতেন।

প্রধানমন্ত্রী মোরারাজি দেশাই-এর অধীনে জনতা সরকারের সময় অটল বিহারি বাজপেয়ী যখন জনতা দল সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, তখন এবং পরবর্তীকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়ানোর কথাই বলতেন। ইসরাইলের সাথে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও-এর সময়ে। তবে একই সাথে ফিলিস্তিনি সংগ্রামের প্রতিও সমর্থন অটুট ছিল নরসিমা রাওয়ের আমলে মনমোহন সিংসহ একের পর এক প্রধানমন্ত্রী এই সংগ্রামের প্রতি ভারতের সংহতি প্রকাশ করেছিলেন।

ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন মোদিরও : নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পরেও কিন্তু ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে ভারত। ভারত ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের মধ্যে নিয়মিত উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপক্ষীয় সফর হয়েছে। মোদি ইসরাইল যেমন সফর করেছেন, তেমনই পৃথক সফরে গেছেন ফিলিস্তিনি এলাকাতেও। সেই সময়ে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস মোদিকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'গ্র্যান্ড কলার অব দ্য স্টেট অব প্যালেস্টাইন' প্রদান করেছিলেন। আবার ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ২০১৭ সালের মে মাসে ভারত সফর করেন। গত বছর আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিনিদের সংহতি দিবসে প্রধানমন্ত্রী মোদি একটি বার্তাও দিয়েছিলেন।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মুলহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কাটকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলেস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাবার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

গাজা ছাড়ার পথেও মৃত্যু ফাঁদে ফিলিস্তিনিরা

ঢাকা ডেস্ক, ১৫ অক্টোবর : ইসরাইলের ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেওয়ার পর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তায় গাজার অনেক বাসিন্দাই উত্তর থেকে সরে যাচ্ছেন। কিন্তু সেখান থেকে বের হওয়ার পথও ইসরাইলি বাহিনীর হামলার কারণে ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের জন্য মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে।

ইসরাইলের ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেওয়ার পর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তায় গাজার অনেক বাসিন্দাই উত্তর থেকে সরে যাচ্ছেন। কিন্তু সেখান থেকে বের হওয়ার পথও ইসরাইলি বাহিনীর হামলার কারণে ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের জন্য মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে। শুক্রবার গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণে সরে যাওয়ার সময় এমন একটি গাড়িবহরে হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। এ ঘটনায় নিহত ৭০ জনের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল শিশু ও নারী। ইসরাইলের হামলায় ২৪ ঘণ্টায়ই ২০ শিশুসহ কমপক্ষে ৩২০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে ইসরাইলের হামলা শুরুর পর থেকে ফিলিস্তিনে নিহতের সংখ্যা ২২০০ ছাড়িয়ে গেছে। এরই মধ্যে গাজায় স্থল অভিযান শুরু হয়েছে বলে ইসরাইল জানিয়েছে।

বিবিসি জানিয়েছে, গাজা ছেড়ে যাওয়ার পথে ইসরাইলের হামলার ভয়াবহতা ঘটনাস্থলের ভিডিওতে উঠে এসেছে। যে দুটি সড়ক দিয়ে ফিলিস্তিনিদের উত্তর গাজা থেকে দক্ষিণ গাজায় সরে যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল, তার একটি সালাহ আল-দিন সড়কেই হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। ভিডিও ফুটেজে অন্তত ১২টি লাশ দেখা গেছে, যার অধিকাংশই ছিল শিশু ও নারী। শিশুদের কারও কারও বয়স দুই থেকে পাঁচ বছর। ধারণা করা হচ্ছে, ভিডিওটি স্থানীয় সময় বিকাল সাড়ে ৫টার কাছাকাছি ধারণ করা হয়েছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ওই হামলায় অন্তত ৭০ জন মারা গেছেন। হামাস জানিয়েছে, অন্তত তিনটি স্থানে ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে ইসরাইল হামলা চালিয়েছে।

দখলদার ইসরাইলি বিমানবাহিনীর অব্যাহত বিমান হামলায় গাজায় মোট ২ হাজার ২১৫ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। শনিবার নিয়মিত ব্রিফিংয়ে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়ে বলেছে, ৮ দিন ধরে চলা ইসরাইলি বিমান হামলায় নিহতের মধ্যে শিশুই ৭২৪ জন। নির্বিচার এসব হামলায় ৮ হাজার ৭১৪ জন আহত হয়েছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, শুধু ২৪ ঘণ্টায় বিমান হামলায় ৩২৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া একদিনেই আহত হয়েছেন ১ হাজার মানুষ। এখন পর্যন্ত যত ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, তাদের মধ্যে ৬৬ শতাংশই নারী ও শিশু।

গাজার সীমান্তজুড়ে ট্যাংক এবং প্রায় তিন লাখ সেনা মোতায়েন করে বড় ধরনের স্থল হামলার প্রস্তুতি নিয়েছে ইসরাইলের সামরিক বাহিনী। ইসরাইলের সামরিক মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল জনাথান কনরিয়াস শনিবার এক ভিডিও ব্রিফিংয়ে বলেছেন, গাজা উপত্যকার চারদিকে ইসরাইলের রিজার্ভ সেনারা তৈরি রয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে তারা পরবর্তী অভিযান শুরু করবে। আর ইসরাইলের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র রিয়াল অ্যাডমিরাল দানিয়েল হ্যাগারি বলেছেন, পদাতিক বাহিনী ট্যাংকের সহায়তা নিয়ে গাজার ভেতরে অভিযান চালিয়েছে। ফিলিস্তিনি রকেট হামলাকারীদের 'নির্মূল' করার পাশাপাশি হামাসের হাতে জিম্মি ইসরাইলিদের অবস্থান তারা জানার চেষ্টা করছে। জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরের দুই শরণার্থী শিবিরেও (কালান্দিয়া ও জেরিকো) ছোট পরিসরের ইসরাইল স্থল অভিযান শুরু করেছে বলে জানা গেছে। এছাড়া পশ্চিম তীরের নাবলুস শহরে স্থল অভিযান চালিয়ে ৩৭ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে ইসরাইলি বাহিনী।

জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থার প্রধান মার্টিন গ্রিফিথস বলেছেন, গাজায় মানবতা ব্যর্থ হচ্ছে। তিনি বলেছেন, গাজায় বিদ্যুৎ নেই, পানি নেই এবং জ্বালানি নেই, খাদ্য দ্রুত কমে যাচ্ছে, হাসপাতালগুলোতে ওষুধ শেষ হতে চলেছে আর মর্গেও লাশ উপচে পড়ছে। গাজার মানবিক পরিস্থিতি ইতোমধ্যেই সংকটজনক অবস্থায় পৌঁছেছে এবং দ্রুত তা অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ইসরাইলের সপ্তাহব্যাপী বোমা হামলায় গাজা উপত্যকায় ১৩০০-এর বেশি ভবন ধ্বংস হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা অফিস ফর দ্য কো-অর্ডিনেশন অব হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্স জানিয়েছে, ধ্বংস হওয়া ভবনগুলোয় '৫ হাজার ৫৪০টি বসতবাড়ি' ছিল। এর মধ্যে ৩ হাজার ৭৫০টি বাসা এমনভাবে ধ্বংস হয়েছে যে সেগুলো আর বাসযোগ্য নেই।

শুক্রবার ইসরাইলি বাহিনীর স্থল হামলা শুরুর আগেই গাজার উত্তরাংশের বহু অসহায় বাসিন্দাকে ঘরবাড়ি ছেড়ে



দক্ষিণ অংশে চলে যেতে দেখা গেছে। তবে ঠিক কতসংখ্যক বাসিন্দা সরে যেতে পেরেছেন, সেটা জানা যায়নি। গাড়ির সঙ্গে ঘরের জিনিসপত্র বেঁধে বা ট্রাকে করে যে যেভাবে পারছেন উত্তর গাজা থেকে নিরাপদে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। অনেকে আবার থেকে যাওয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তুরস্কের সংবাদমাধ্যম আনাদোলু জানিয়েছে, ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে মৃত্যুর আশঙ্কা করে 'শেষবিদায়' জানিয়েছেন গাজাবাসী। কারও প্রতি অন্যায় হয়ে থাকলে তারা এর মাধ্যমে ক্ষমা চেয়েছেন। ইহাব আর সুলাইমান নামের একজন ফেসবুক পোস্টে বলেন, 'কারও দাবি থাকলে ক্ষমা করে দিন। আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি, তাই দয়া করে আমাকেও ক্ষমা করে দিন।' অনেকেই 'শেষবিদায়' জানানোর পর আর কিছু পোস্ট করেননি।

ইসরাইলি বাহিনী শুক্রবার রাতেও গাজার আবাসিক এলাকায় বোমাবর্ষণ চালিয়েছে। তাদের এ হামলায় বেশ-কিছু বাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। সেখানকার বাসিন্দারা সামাজিক মাধ্যমে সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন। শুক্রবার রাতে প্রাণভয়ে অনেকে পাশের কুদস হাস-পাতালে আশ্রয় নিয়েছেন। ভোর হলেই তারা সেখান থেকে দক্ষিণে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। সেখান থেকে রয়টার্সকে টেলিফোনে তিন সন্তানের এক বাবা বলেন, 'প্রাণের ভয় নিয়ে আমরা রাত কাটাচ্ছি। নিজের বাড়ি ছেড়ে যেতে চাই না বলে ইসরাইলের বাহিনী আমাদের শাস্তি দিচ্ছে। এর চেয়ে বড় নিষ্ঠুরতা আর কী হতে পারে। আমি নিজের বাড়ি ছেড়ে কখনোই যেতে চাই না। এখানেই মৃত্যু আমার কাছে শ্রেয়। কিন্তু আমি স্ত্রী-সন্তানদের চোখের সামনে মরতে দিতে পারি না। আমরা এখন অসহায়।'

ইসরাইলের বোমায় গুঁড়িয়ে যাওয়া একটি ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে মোহাম্মদ নামের ২০ বছরের এক ফিলিস্তিনি তরুণ বলছিলেন, 'চলে যাওয়ার চেয়ে এখানে থেকে মরা ভালো। আমি এখানে জন্মেছি, এখানেই মরতে চাই।'

ইসরাইলের আলটিমেটাম দেওয়ার পরও হামাস গাজার বাসিন্দাদের যার যার বাড়িতে থাকার আহ্বান জানিয়েছে। ফিলিস্তিনিদের রক্ষার জন্য তারা শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। গাজার মসজিদের মাইক থেকেও স্থানীয়দের যার যার বাড়িতে অবস্থান করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ফিলিস্তিনিরা 'কখনো গাজা ছাড়বে না': হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়াহ গাজা উপত্যকায় ইসরাইল 'গণহত্যা' চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করে বলেছেন, ফিলিস্তিনিরা কখনো গাজা ছেড়ে যাবেন না। শনিবার এক টেলিভিশন ভাষণে তিনি বলেন, মার্কিন প্রশাসন এবং কিছু ইউরোপীয় দেশকে নিয়ে আমাদের শত্রু এ গণহত্যা চালাচ্ছে। হানিয়াহ বলেন, গাজার মানুষ তাদের নিজেদের ভূমিতেই অবস্থান করছেন। তারা কখনই গাজা ত্যাগ করবে না বা মিসরে পালিয়ে যাবে না। আমি গাজার জনগণকে সালাম জানাই, যারা ইহুদিবাদী মেশিনের বর্বর যন্ত্রের মুখোমুখি হচ্ছেন। তারা তাদের ভূমি রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

'বিশেষ জরুরি সভা' ডেকেছে ওআইসি : ইসরাইল-হামাসের সংঘাতে করণীয় নিয়ে 'বিশেষ জরুরি সভা' ডেকেছে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)। 'সামরিক সংঘাত বৃদ্ধি' ও 'গাজার নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের হুমকি' নিয়ে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছে ওআইসি। বর্তমানে ওআইসির সভাপতির দায়িত্বে থাকা সৌদি আরব সংস্থার ওয়েব সাইটে শনিবার এক বিবৃতিতে এর সদস্যভুক্ত দেশগুলোর প্রতিনিধিদের জেদ্দায় উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছে। সম্পর্ক স্বাভাবিকের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ইসরাইলের সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক শুক্রবার বাতিল করে সৌদি আরব। এরপরই ওআইসির পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করা হলো।

ইসলামের শক্তির প্রতীক গাজা যুদ্ধ : ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি বলেছেন, ইসরাইলে হামাসের সাম্প্রতিক নজিরবিহীন রকেট নিক্ষেপ ফিলিস্তিনিদের বিজয় ডেকে আনবে। ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা আইআরএনএ জানিয়েছে, নাইজেরিয়ার শিয়া মতাবলম্বীদের নেতা শেখ ইব্রাহিম জাকজাকির সঙ্গে শনিবার তেহরানে বৈঠক করেছেন আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। সেখানে তিনি চলমান হামাস-ইসরাইল যুদ্ধকে 'ইসলামের শক্তির অন্যতম প্রতীক' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, বর্তমান ঘটনাপ্রবাহ ফিলিস্তিনে ইসলামের অবিশ্বাস্য শক্তির এক ইঙ্গিত। ইনশাআল্লাহ, ফিলিস্তিনে যে পদক্ষেপ শুরু হয়েছে তা এগিয়ে যাবে এবং ফিলিস্তিনিদের পূর্ণ বিজয়ের দিকে নিয়ে যাবে।

রকেট নিক্ষেপের ঘটনায় গর্বিত হামাস নেতা : হামাসের সদস্যরা শনিবার ইসরাইলে যে রকেট নিক্ষেপ করেছে তা 'ইসরাইলের দখল নির্মূল করতে করা হয়েছে' এবং হামাস 'সদস্যদের এ কাজে গর্বিত' বলে জানিয়েছেন হামাসের পররাষ্ট্রবিষয়ক সম্পর্কের প্রধান খালিদ মেশাল। তুরস্কের হাবেরতুর্ক টিভিকে তিনি বলেন, এ সংঘাত 'গত সপ্তাহে নয়, ১৯৪৮ সালে শুরু হয়েছে।' খালিদ মেশাল বলেন, ইসরাইল সব সময় বলে এসেছে যে তাদের সেনা-বাহিনী সবচেয়ে শক্তিশালী ও অজেয়। আমরা যখন দেখি তারাও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হেরে গেছে, তখন আমরাও অবাক হয়ে যাই। আমরা এই ভূখণ্ডের মালিক। বাইরে থেকে যখন শত্রু আসে, সেনা বা বেসামরিক ব্যক্তি, সবাই তখন শত্রু। আমার ভূখণ্ডে যেই আসুক (দখল করতে), সেই শত্রু এবং অপরাধী।

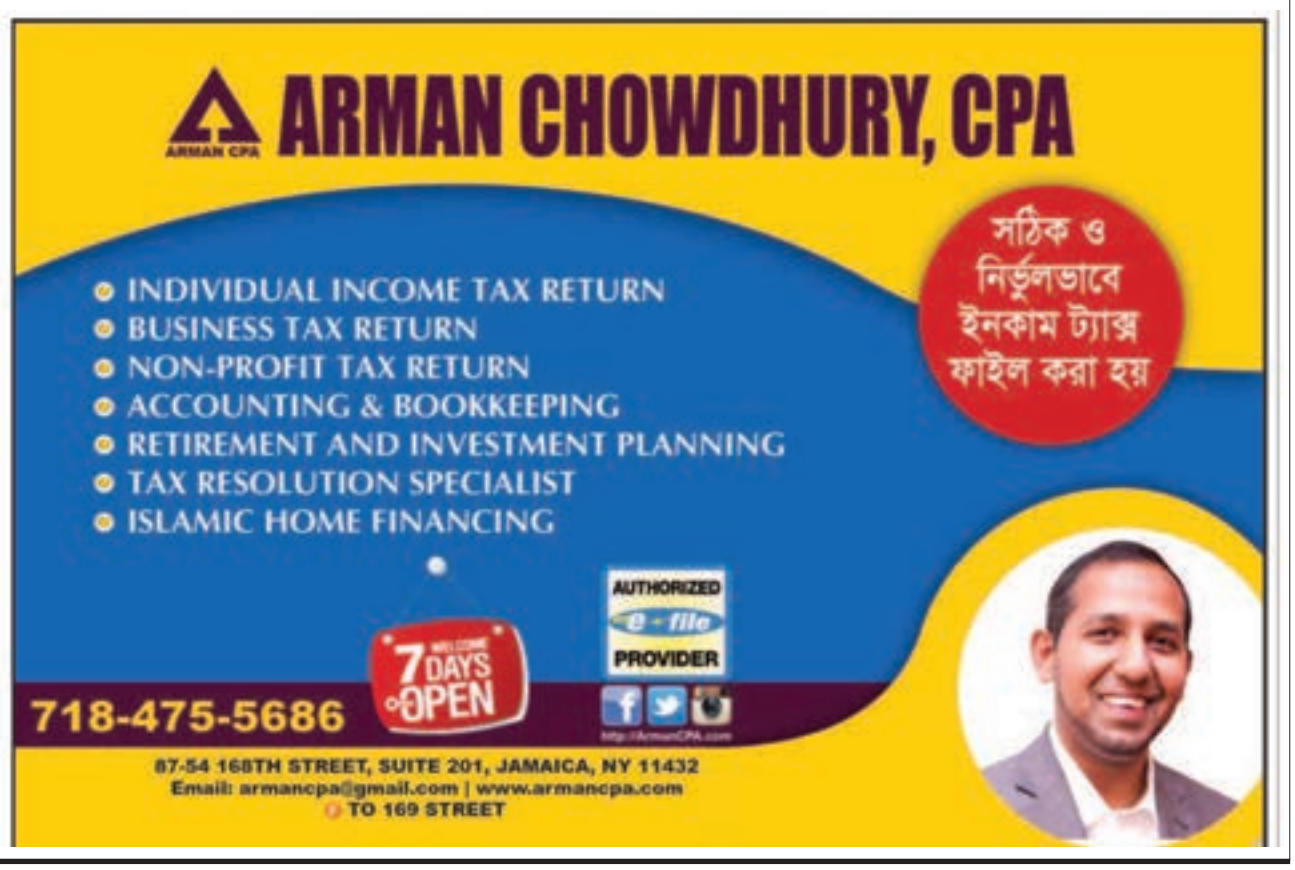
গাজা থেকে মানুষ স্থানান্তর যুদ্ধাপরাধ : অসলো চুক্তির অন্যতম সমন্বয়ক ও ফিলিস্তিন-ইসরাইলের আলোচনা প্রক্রিয়া শুরু করার পেছনে ভূমিকা রাখা নরওয়ের কূটনীতিক জ্যান এগেল্যান্ড বলেছেন, উত্তর গাজা থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধের শামিল। বিবিসির রেডিও ফোরকে তিনি বলেন, গাজায় হতে যাওয়া মানবিক 'বিপর্যয়' সামাল দেওয়ার কোনো কার্যকরী পন্থা এখন নেই। তিনি বলেন, হাজার হাজার মানুষ জীবন বাঁচাতে পালাচ্ছে। পশ্চিমারা এখনো ওই অঞ্চলের পরিস্থিতি ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

হিজবুল্লাহকে নিয়ে ইরানের হুঁশিয়ারি : ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার ওপর ইসরাইলের নির্বিচার বোমা হামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসাইন আমির আব্দুল্লাহিন। শনিবার লেবাননের রাজধানী বৈরুতে হিজবুল্লাহ প্রধানের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি গাজায় হামলা বন্ধ না করা হয়, তাহলে এই যুদ্ধে যোগ দিতে পারে লেবাননের শক্তিশালী সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। আর যদি হিজবুল্লাহ এতে যোগ দেয়, তাহলে বিশাল 'ভূমিকম্পের' কবলে পড়বে ইসরাইল।

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাই সংকটের একমাত্র সমাধান : পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ইসরাইলি-ফিলিস্তিনি সংঘাত নিরসনের একমাত্র উপায় বলে উল্লেখ করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শুক্রবার বিশকেকে কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেটসের (সিআইএস) সম্মেলনে পুতিন বলেন, ইসরাইল এক অভূতপূর্ব আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছে, যা ইতিহাসে আগে কখনোই দেখা যায়নি। শুধু মাত্রার দিক থেকেই নয়, যেভাবে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেটিও নজিরবিহীন। পুতিন গাজায় ইসরাইলি অবরোধকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেনিনগ্রাদ অবরোধের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, এটি মেনে নেওয়া যায় না।

চীন ও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ফোনালাপ : ইসরাইল সংকট নিয়ে ফোনালাপ করেছেন চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এই সংঘর্ষ যাতে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে চীনের সহায়তা চেয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। জবাবে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ওয়াশিংটনকে এ ক্ষেত্রে 'গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা' পালন করার আহ্বান জানান। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চীন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের আহ্বান জানিয়েছে। চীন মনে করে ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাত ক্রমবর্ধমান হচ্ছে এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।





বাংলাদেশ সোসাইটির ১ লাখ ৬৫ হাজার ডলার হ্যাকের চেষ্টা

(শেষের পাতার পর)

হয়েছে সোসাইটি। প্রথমে ৫ হাজার ডলারের চেক জালিয়াতির পর তাৎক্ষণিক ব্যাংকে অভিযোগ জানানোর পর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই আরো দুটি চেকে প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার ডলার হাতিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ কবল থেকে শেষ পর্যন্ত সোসাইটি রক্ষা পেয়েছে এবং সোসাইটির একাউন্ট থেকে প্রতারণার মাধ্যমে লোপাট করা অর্থ পুরোপুরি ফেরত পাওয়া গেছে। এদিকে নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে সোসাইটির সকল ব্যাংক হিসাব বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফেডারেল গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই এই ঘটনা অনুসন্ধান করছে বলে সোসাইটি সূত্রে জানা গেছে। খবর ইউএনএ'র।

জানা যায়, গত ১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকাল ৫টা ৫৫ মিনিটে টিডি ব্যাংক ডিটমার্স বুলেভার্ড শাখা থেকে সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেনের কাছে একটি ফোন কল আসে। ব্যাংকের একজন নারী কর্মকর্তা জানান যে, জনৈক মামুন আবু ব্যাংকে ৫ হাজার ডলারের একটি চেক জমা দিয়েছেন (চেক নম্বর ২৯০৩, তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩)। চেকের মেমোতে উল্লেখ করা হয়েছে, ৭৩ স্ট্রিটে স্টেজ প্রোগ্রামের জন্য। ব্যাংক থেকে এই তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে তিনি) নওশেদ হোসেন) চেকটি পরিশোধ না করে বাহককে পুলিশে দেওয়ার অনুরোধ জানান। ফলে ওইদিন চেকটি পরিশোধ করা হয়নি।

পরদিন ২০ সেপ্টেম্বর শনিবার বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া ও কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেন সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে গিয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে সোসাইটর হিসাবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। এরপর সতর্কতা অবলম্বন করতে নওশাদ হোসেন অ্যাপসের মাধ্যমে ব্যাংকের হিসাবে নজর রাখছিলেন। কিন্তু এদিন বিকালে তিনি দেখতে পান যে, ব্যাংক হিসাব থেকে ১৪ হাজার ডলার তুলে নেওয়া হয়েছে এবং ব্যাংকের একাউন্টে জনৈক রফিক উল্লাহ'র নামে ১ লাখ ৪০ হাজার ডলারের একটি চেক জমা করা হয়েছে (চেক নম্বর ২৯০৭, তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩)। চেকের মেমোতে উল্লেখ করা হয়েছে, রেনোভেশন ও কন্সট্রাকশনের জন্য)। পরবর্তীতে সোসাইটির কর্মকর্তারা ব্যাংকে যোগাযোগ কওে সোসাইটি সংক্রান্ত ব্যাংকের সকল কর্মকান্ড বন্ধ করে দেন এবং ব্যাংক ও পুলিশ প্রশাসনকে আইনগত ব্যাবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানায়। ফলে সোসাইটির ফান্ড বড় জালিয়াতি চক্রের হাত থেকে রক্ষা পায়।

এদিকে এই জালিয়াতির ঘটনায় স্থানীয় ১১০ প্রিসিঙ্কটে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেন। পুলিশ এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের পাশাপাশি এফবিআইও ঘটনার তদন্ত করছে। প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, এই চেক জালিয়াতির সঙ্গে কোন বাংলাদেশী জড়িত এবং সে সশরীরে ব্যাংকে গিয়েছিল। পুলিশ তার আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করেছে চেক থেকে। তাকে সনাক্ত করা গেছে। তবে অধিকতর তদন্তের স্বার্থে ঐ বাংলাদেশীর পরিচয় প্রকাশ করেনি গোয়েন্দারা।

অপরদিকে উল্লেখিত ঘটনার পর বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটির জরুরি সভায় নিরাপত্তার স্বার্থে টিডি ব্যাংকে সোসাইটির সব অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি নতুন অ্যাকাউন্ট খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে সোসাইটি সূত্রে জানা গেছে।

জয়েন্ট পেইনের চিকিৎসায় অবহেলা নয়

(শেষের পাতার পর)

করে যথাযথ সময়ে জয়েন্ট পেইনের চিকিৎসা করাতে হবে। নইলে এর কারণে আক্রান্ত ব্যক্তি কর্মক্ষমতা পর্যন্ত হারাতে পারে। প্রতি তিনজনে একজন যেকোনো বাতজনিত রোগ বা আর্থ্রাইটিস রোগে ভোগেন। অস্থিসন্ধি বা হাড়ের গিরায় ব্যথা, গায়ে ব্যথা, মাংসে ব্যথা ইত্যাদি আর্থ্রাইটিসের প্রধান লক্ষণ হলেও এই রোগ শরীরের প্রায় সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। শতকরা ৫.৫ জন বাতজনিত রোগের কারণে কর্মক্ষমতা হারান। পুরুষের চেয়ে নারীরা বেশি বাতজনিত রোগে ভোগেন। শহরের চেয়ে গ্রামের লোকজন বেশি বাতজনিত রোগে ভোগে। দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা নিলে কার্যক্ষমতা হারানো থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শতকরা ১০-২০ ভাগ শিশু বিভিন্ন ধরনের মাংসপেশি, হাড় ও অস্থিসন্ধির রোগে আক্রান্ত। শিশুদের এই সমস্যাগুলো বর্তমানে ক্রমবর্ধমান। এ রোগ হলে রোগীদের ব্যবস্থাপনায় বয়স, লিঙ্গ, রোগভোগ কাল, ব্যথার ধরন, গিরা জমে যাওয়া, অন্যান্য প্রয়োজনীয় ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

জ্যামাইকায় বাফা'র শরৎ উৎসব অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশ একাডেমী অব ফাইন আর্টস (বাফা) প্রথমবারের মতো শরৎ উৎসব আয়োজন করছে। গত ৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যামাইকার আর্ট সেন্টারে আয়োজিত এই উৎসবে বাফা'র শিল্পীরা অংশ নেন। উল্লেখ্য, বাফা ব্রঙ্কস পেরিয়ে জ্যামাইকায় নতুন শাখা খুলেছে। এই শাখার শিক্ষার্থীদের নিয়েই শরৎ উৎসব আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের নাচ, গান, আর কবিতায় ফুটে উঠে বাংলাদেশের শরৎকাল। ঘরোয়াভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আর অভিভাবকরা। খবর ইউএনএ'র।

ভারতের বিশিষ্ট তবলা বাদক অভিজিৎ কাস্ত এবং নিউইয়র্কের জনপ্রিয় পার্কার্শনিস্ট শহীদুল ইসলাম এর অনবদ্য তালবাদ্য আর প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের কাব্য নৃত্য গানে জমে উঠে শরৎকালীন উৎসব। অনুষ্ঠানের মূল পরিকল্পনা এবং সঙ্গীত নির্দেশকের দায়িত্বে ছিলেন তানভীর তমাল। হারমোনিয়াম, গীটার বাদন এবং নৃত্য নির্দেশনার ছিলেন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক যথাক্রমে শম্পা রহমান, আফতাবুজ্জামান স্পন্দন এবং রাসেল আহমেদ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন গোলাম মোস্তফা। দলীয়ভাবে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শেষ হয় শরৎ উৎসব।

অনুষ্ঠানে আগত অভিভাবকগণ প্রবাসে বাংলা ভাষা আর শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে বাফা অগ্রনী ভূমিকা পালন করছেন বলেও মন্তব্য করেন।

বাফা'র কর্মকতারা বলেন, নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রসারের সাথে সাথে বাড়ছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন। মূলত: আমেরিকায় বেড়ে উঠা বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলা ভাষা আর শিল্প-সংস্কৃতি তুলে ধারাই বাফা'র কাজ। সেই লক্ষ্যেই ব্রঙ্কস পেরিয়ে জ্যামাইকা তথা কুইন্সে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বাফা'র নতুন শাখা। সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্টস এন্ড লার্নিং-এ চলছে জ্যামাইকা শাখার ক্লাশ।





সফল করতে সবার সহযোগিতা কামনা

(শেষের পাতার পর)

আলেগ্রা হোম কেয়ার সার্ভিসেস। এই মেলা উপলক্ষ্যে গত ১৩ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটস্থ বাংলা সিডিপ্যাপ ও আলেগ্রা হোম কেয়ার সার্ভিসেস করপোরেট অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে মেলার প্রস্তুতি সহ সংশ্লিস্ট বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরার পাশাপাশি বছরের সর্বশেষ মেলাটি সফল করার জন্য সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হয়।



সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় যে, এবারের ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ডস এভিনিউতে (লিটল বাংলাদেশ এলাকা) আয়োজিত পথ মেলার উদ্বোধন করবেন ড. স্যার আবু জাফর মাহমুদ। মেলায় প্রধান অতিথি থাকবেন সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক ও ফোবানা'র চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ। গেষ্ট অব অনার ও বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন যথাক্রমে মূলধারার রাজনীতিক এটর্নি মইন চৌধুরী, চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ ও কাজী আজম।

সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয় যে, আগামী রোববার ২২ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা অবধি এই মেলা চলবে। মেলায় রিজিয়া পারভীন, রানো নেওয়াজ, কৃষ্ণা তিথি ও নিপা জামানসহ প্রায় ১২ জন শিল্পী সংগীত পরিবেশন করবে। মেলায় রয়েছে আর্কষনীয় র‍্যাফেল ড্র| এরমধ্যে রয়েছে গাড়ি, নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক এয়ার টিকেট ও আইফোন।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ মার্চেন্টস এসোসিয়েশন সভাপতি লুৎফুল করীম ও ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসাইন, মেলা কমিটির আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম, সদস্য সচিব এ এইচ খোন্দকার জগলু ও প্রধান সমন্বয়কারী মোশাররফ হোসেন মুন উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক আদিত্য শাহীন।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলা সিডিপ্যাপ ও আলেগ্রা হোম কেয়ার সার্ভিসেস প্রেসিডেন্ট ও সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. স্যার আবু জাফর মাহমুদ বলেন, জীবনটা হলো জাতির জন্য। আর আত্মীয়তা হলো যোগসুত্রের। ব্রুকলীননের কমিউনিটি চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও সন্দ্বীপের জনগোষ্ঠীর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। আমিও এই বন্ধনের অংশীদার। আমাদের ব্রুকলীনই আমেরিকায় বাংলাদেশীদের গোড়াপত্তনের হাব হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের আদি প্রানকেন্দ্র হচ্ছে ব্রুকলীন। সেখানেই আগামী ২২ অক্টোবর বাংলাদেশী কমিউনিটি আয়োজিত বছরের শেষ পথ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। এ মেলার অলংকার হবেন প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশী সাংবাদিকরাই।

আবু জাফর মাহমুদ আরো বলেন, আমার চিন্তা চেতনাসহ পরো অবয়বটাই বাংলাদেশকে ঘিরে। তাই যখনই বাংলাদেশের নামে ভালো কিছু হতে দেখি তখন উঠে দাঁড়াই। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই। বাংলাদেশ মার্চেন্টস এসোসিয়েশন এর মেলার সাথেও সেভাবে রয়েছি। এই সংগঠনটি কোটারিভূক্ত নয়। বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের অন্তভূক্তির লক্ষ্যে বর্তমান নেতৃত্ব কাজ করছে। সমুদ্র সমুদ্রে যাদের বাস তারা ব্রুকলীনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণ। তাদের আগামী প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি তুলে ধরতেই এই মেলার আয়োজন।









নজরুল একাডেমীর

(শেষের পাতার পর)

জ্যামাইকার মেরি লুইস একাডেমীতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকলেও প্রতিকুল পরিবেশের কারণে অর্থাৎ বৃষ্টির জন্য সাজানো অনুষ্ঠানমালা বিঘ্নিত হলেও মূল অনুষ্ঠান পরিচিত হয় মিলনায়তনে। ফলে সন্ধ্যায় জমে উঠে অনুষ্ঠানমালা। বিপুল সংখ্যক নজরুল প্রেমী বৃষ্টি-বাদলা উপেক্ষা করে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিলেন অষ্ট্রেলিয়া থেকে আগত নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ড. নিরুপমা রহমান। 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' শীর্ষক শনিবারের অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো স্মৃতিচারণ, আলোচনা, গান, নাচ প্রভৃতি। বিশিষ্ট নজরুল গবেষক অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের বিশেষ আলোচনায় অংশ নেন নজরুল গবেষক ড. গুলশানারা কাজী, কাজী বেলাল, ড. উইংস্টন ল্যাংলী ও ড. মেকডোর্মেট রিচেল।

বিশিষ্ট ব্যাংকার মোহাম্মদ মালেকের সঞ্চালনায় নজরুল একাডেমী ইউএসএ প্রতিষ্ঠার ১০ বছর উপলক্ষ্যে 'ফিরে দেখা' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন সিনিয়র সাংবাদিক তাসের খান মাহমুদ, কবি-লেখক এবিএম সালেউদ্দিন ও আজিজুল হক। এরা সবাই নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে নৃত্তায়ন শীর্ষক নাচে অংশ নেন বাংলাদেশ একাডেমী অব পারফর্মিং আর্টস (বাফা) শিল্পীরা। 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' শীর্ষক কবিতা আবৃতিতে অংশ নেন নাহরীন ইসলাম। এছাড়াও কবিতা আবৃত্তি করেন কবীর কিরন ও রুমানা মাহাজাবীন।

নজরুল একাডেমী পরিবেশীত নতুন প্রজন্মের গান 'আজকের প্রজন্ম'-তে অংশ নেন সৌভিত রয় চৌধুরী, রিতুজা ব্যানার্জী, শ্রীজিতা হিয়া, ঋতিকা ব্যানার্জী, প্রিয় প্রিয়াংকা, জেরিন মাইশা। এছাড়াও 'উষার দুয়ারে হানি আঘাত' শীর্ষক সঙ্গীতানুষ্ঠানে একাডেমীর শিল্পীদের মধ্যে অংশ নেন ডা. নার্গিস রহমান, হাফিজা বেগম, শিলিন আহমেদ, মো: নজরুল ইসলাম, রুমা আলম, রুমা চৌধুরী, ফারহানা তুলি, ডানা ইসলাম, ডা. শাহ আলম দুলাল। পরিচালনায় ছিলো লিমন চৌধুরী। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন ডানা ইসলাম। সাংস্কৃতিক পর্বের তবলায় ছিলেন তপন মোদক, কী বোর্ডে মাসুদ, মন্দিরায় শহীদ উদ্দিন আর অক্টোপ্যাডে রাকেশ ব্যানার্জী। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য অনুষ্ঠানে তিনজনকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এরা হলেন ডা. নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ ও ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান।

সবশেষে ছিলো 'কথা ও সুরে' শীর্ষক ড. নিরূপমা রহমানের একক সঙ্গীতানুষ্ঠান। এতে অতিথি শিল্পী একাধিক নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নজরুল একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম দুলাল এবং সবশেষে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন একাডেমীর সভাপতি কিউ জামান।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

নিউজার্সীতে দাফন সম্পন্ন

(শেষের পাতার পর)

সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাজ আদায়ের জন্যে খামার বাড়ির বেসমেন্টে অবস্থিত মসজিদে যান এবং বাথরুমে প্রবেশ করেন। এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হলেও তার কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে পুলিশ কল করা হয়। পরে পুলিশ দরজা ভেঙে তার মরদেহ উদ্ধার করে। মমতাজ উদ্দিন ভূইয়া ১৯৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। বাস করতেন জ্যাকসন হাইটসে নূর মোহাম্মদ বিশ্বাসের বেসমেন্টে। কুমিল্লায় তার স্ত্রী আর ৩ কন্যা রয়েছে। বছরখানেক আগে দেশে গিয়েছিলেন তিনি। ফিরে আসার পর আর ঐ বেসমেন্টে উঠেননি। এক ধরনের মানসিক অস্থিরতায় ভুগছিলেন। রাত কাটাতেন অলিগলিতে। দিনভর বাংলাদেশ স্ট্রিট তথা ৭৩ স্ট্রিটের ওপর (হাটবাজারের পার্শ্ববর্তী) অবস্থান করতে দেখা যায় তাকে।

ধারনা করা হচ্ছে, ঘটনারদিন মাগরিবের নামাজের প্রাক্কালে মমতাজ উদ্দিন গোসল করার জন্যে ঐ মসজিদের বাথরুমে ঢুকেছিলেন হয়তো। সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে। তবে তার মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। পারিবারিক সিদ্ধান্তে তার লাশ নিউইয়র্কে দাফনের সিদ্ধান্ত হয়। ফলে গত ১৩ অক্টোবর শুক্রবার নিউজার্সীর মালবরো মুসলিম কবরস্থানে বাংলাদেশ সোসাইটির ক্রয়কৃত কবরে তার মরদেহ দাফন করা হয় বলে সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী জানিয়েছেন।

বিয়ানীবাজার সমিতির

(শেষের পাতার পর)

নির্বাচনী তফসিল মোতাবেক এদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৭ হাজার। এবারের নির্বাচনে দুটি প্যানেল 'মান্নান-অপু' ও 'মিসবাহ-অপু' সরাসরি নির্বাচন করছে। 'মান্নান-অপু' প্যানেলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বর্তমান সভাপতি আব্দুল মান্নান ও জসিম উদ্দীন জুয়েল। অপরদিকে 'মিছবাহ-অপু' প্যানেলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিছবাহ আহমেদ ও রেজাউল আলম অপু। উল্লেখ্য গত নির্বাচনে 'মিছবাহ-অপু' প্যানেল। পরাজিত হলেও এবার পুনরায় প্রার্থী হয়েছেন। নির্বাচন ঘিরে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রচারণা এখন তুঙ্গে। জমে উঠেছে কমিউনিটির শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন হিসেবে অতীতের মতো এবারের নির্বাচন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, গতবারের তুলনায় এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। দুটি প্যানেলই শক্তিশালী। বলা হচ্ছে 'মান্নান-জুয়েল' প্যানেলের প্রার্থীরা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। বর্তমান সভাপতি আব্দুল মান্নান এই প্যানেলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সমিতিকে আরো এগিয়ে যাওয়াই এই প্যানেলের লক্ষ্য।

অপরদিকে এই প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী জুয়েল ইয়ং, কমিউনিটির পরিচিত মুখ এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। পাশাপাশি 'মিসবাহ-অপু' প্যানেলের প্রার্থীরা অধিকাংশ নতুন মুখ নিয়ে প্যানেল দিলেও এই প্যানেলের দাবী যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিয়ানীবাজার উপজেলার পৌরসভা সহ ১০টি ইউনিয়নের সমাজ কর্মে পরীক্ষিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত তাদের প্যানেল। সভাপতি পদপ্রার্থী মিসবাহ আহমেদের কমিউনিটিতে ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। তিনি একটি রাজনৈতিক দলের সিনিয়র নেতা এবং সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বিয়ানীবাজারবাসীদের প্রত্যাশা পূরণ করাই তাদের মূল লক্ষ্য।

'মান্নান-জুয়েল' প্যানেলে অন্যান্য প্রার্থীরা হলেন: সহ সভাপতি- নিজাম উদ্দীন, সহ সাধারণ সম্পাদক- রাজু আহমদ, কোষাধ্যক্ষ- আব্দুল হান্নান দুখু, সাংগঠনিক সম্পাদক- আবু তৈয়ব তালহা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, দফতর সম্পাদক- আব্দুল হামিদ, প্রচার সম্পাদক- সামশুল ইসলাম, ক্রিড়া সম্পাদক- কিবরিয়া আহমেদ শাহিদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- মোহাম্মদ এফ এইচ সোনার বলাই, ও মহিলা সম্পাদিকা- ফাতেমা শীলা। কার্যকরী সদস্য পদের প্রার্থীরা হলেন: ফকরুল হক, নুর উদ্দীন, বদরুল উদ্দীন, হোসেন আহমদ, সামাদ আহমেদ,আব্দুস খান ও আবু জাফর।'মিছবাহ-অপু' প্যানেলের অন্য প্রার্থীরা হলেন: সহ সভাপতি- মুহিবুর রহমান রুহুল, সহ সাধারণ সম্পাদক- আব্দুল ফাত্তাহ, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ আবু হামিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক- মাহমুদুল কবির রুবেল, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- ছিদ্দিক আহমদ, দফতর সম্পাদক- শামসুল আলম শিপলু, প্রচার সম্পাদক- আবু রাসেল, ক্রিড়া সম্পাদক- জামিল আহমদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- ফয়েজ আহমদ ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা- হাফসা ফেরদৌস হেলেন। কাযকরী সদস্য পদের প্রার্থীরা হলেন: মাহবুব উদ্দীন আলম, মোহাম্মদ আমিন উদ্দীন, ইকবাল হোসেন, রেজোয়ান আহমদ, মাসুদুর রহমান, শরীফ আহমদ ও ফরহাদ হোসাইন।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন



অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

হলমুখী দর্শক, ভালো চলছে বঙ্গবন্ধুর বায়োপিক

(শেষের পাতার পর)

রহমানের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত সিনেমা 'মুজিব : একটি জাতির রূপকার।' সিনেমাটি নির্মাণের ঘোষণার পর থেকেই এটি নিয়ে দর্শক আগ্রহ ছিল ব্যাপক। 'জাতির পিতা'কে সেলুলয়েডের পর্দায় দেখার এই অপেক্ষা যেন শেষ হলো। মুক্তির পর থেকেই ভালো দর্শক পাচ্ছেন বলে জানান প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা। রাজধানী ঢাকা'র কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহে খোঁজ নিয়ে এমন তথ্যই পাওয়া গেছে।

মতিঝিলের মধুমিতার কর্ণধার ইফতেখার উদ্দিন নওশাদ বলেন, মুজিব সিনেমাটি আমার এখানে খারাপ যাচ্ছে না। ভালোই যাচ্ছে। পার্টির লোক একসঙ্গে আসছে, বেশি টিকেট বিক্রি হচ্ছে। আমাদের ৪টা শো চলছে। এর মধ্যে সকাল সাড়ে ১১টার স্পেশাল শো এবং বিকেলের শো'তে দর্শক বেশি হচ্ছে। ছবিটি নিয়ে দর্শকের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, সাধারণ অন্য ছবি যেমন যায় তার থেকে ভালো যাচ্ছে। আমাদের নেতার জীবনী নিয়ে ছবি সবার মধ্যেই একধরনের উন্মাদনা কাজ করছে। তাই ভালোই দর্শক হচ্ছে।

সিনেপ্লেক্সেও দর্শকের চাপ আছে বলে জানান স্টার



সিনেপেক্সের জ্যেষ্ঠ বিপণন ব্যবস্থাপক মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ। তিনি জানান, মুজিব সিনেমাটি দীর্ঘ প্রত্যাশিত সিনেমা, মানুষের অপেক্ষা ছিল। প্রচুর ভালো রেসপন্স পাচ্ছি। বেশ কিছু শো হাউসফুল যাচ্ছে।

সিনেপ্লেক্সের সব গুলো শাখা মিলে প্রায় ২১টা শো চলছে, দর্শকের চাপে আরও কয়েকটি শো বাড়ানো হচ্ছে। বিকেল, সন্ধ্যার শো অনেক দর্শক হচ্ছে। সব মিলিয়ে খুবই ভালো যাচ্ছে। অন্যদিকে, প্রত্যাশার তুলনায় তেমন দর্শক পাচ্ছেন না বলে জানান লায়ন সিনেমা হলের কর্ণধার মির্জা আব্দুল খালেক। তিনি বলেন, আমার এখানে খুব ভালো যাচ্ছে না। যে পরিমাণ দর্শক হওয়ার কথা, আমাদের যে প্রত্যাশা ছিল সেটা পূরণ হচ্ছে না। যেমন আজকের দুপুর ১২ টা ১০ মিনিটের শো'তে টিকেট বিক্রি হয়েছে ১৮ থেকে ২০টা এবং বিকেল ৩ টা ৩০ মিনিটের শো'তে ৩০ থেকে ৩৫ টা টিকেট বিক্রি হয়েছে। খুব আহামরি দর্শক বা ভালো বলার মতো টিকেট কিন্তু বিক্রি হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না তার কারণটা খুঁজে পাচ্ছি না। তবে তরুণ দর্শক খুব কম, শনিবার (১৪ অক্টোবর) সারাদিন আমি হলে ছিলাম, দেখেছি ষাটোর্ধ দর্শকই বেশি। তবে মাত্র দুইদিন তো, হয়তো দর্শক বাড়তে পারে।

তবে সিনেমাটি দেখার পর দর্শকের চোখে মুখে তৃপ্তির ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে। পর্দায় যেন জীবন্ত বঙ্গবন্ধুকে দেখতে পারছেন। বঙ্গবন্ধু চরিত্রে আরিফিন শুভকে নিয়েও বেশ প্রশংসা করছেন। স্টার সিনেপ্লেক্সে আসা এক দর্শক বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবনটাকে আরও ভালোভাবে দেখার জন্য সিনেমাটি দেখতে এসেছি। আমি তৃপ্ত। যারা বঙ্গবন্ধুকে দেখেনি, তারা পর্দায় তার চরিত্রাভিনেতার (আরেফিন শুভ) মধ্য দিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে পারবেন। বইয়ের পড়াগুলো পর্দায় অনুভব করলাম। আরও আগে এই সিনেমা নির্মাণ করার দরকার ছিল। সিনেমাটি দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠছেন অনেক দর্শক। এক দর্শক জানায়, শেষ ১৫ আগস্ট এই দৃশ্যটা আমার কাছে খুবই হৃদয়বিদারক লেগেছে। আমার চোখে পানি নিয়ে এসেছে।

বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছে সিনেমাটি। ভারতের খ্যাতিমান পরিচালক শ্যাম বেনেগালের পরিচালনায় সিনেমাটিতে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন আরিফিন শুভ এবং ফজিলাতুন নেছা মুজিবের চরিত্রে নুসরাত ইমরোজ তিশা। আরও অভিনয় করেছেন নুসরাত ফারিয়া, চঞ্চল চৌধুরী, দিলারা জামান, সিয়াম আহমেদ, জায়েদ খান, খায়রুল আলম সবুজ, ফেরদৌস আহমেদ, প্রার্থনা ফারদিন দীঘি, রাইসুল ইসলাম আসাদ, গাজী রাকায়েত, তৌকীর আহমেদ, মিশা সওদাগরসহ দেশের শতাধিক শিল্পী।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

সিজদার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব

(শেষের পাতার পর)

বলার সাথে সাথে সাজদায়ে শোকর তথা যে মহান রব এই সাফল্য দান করলেন, তাঁর সামনে নিজেকে লুটিয়ে দেয়া। দুই, সাজদায়ে তেলাওয়াত: তথা আল কুরআন তেলাওয়াত কালে কিছু সাজদার আয়াত আছে। এই আয়াতগুলোর তেলাওয়াত শেষ করে নিজেকে তাঁর সামনে লুটিয়ে দেয়া। তিন, সাজদায়ে সুহু: সালাতে ভুল হলে এই সাজদা ওয়াজিব হয়। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আল্লাহর কাছে মাথা নত করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন: আকাশ ও জমিনে যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহর সাজদা করে।" (সুরা রা'আদ : ১৫)আল্লাহ তা'আলা বলেন,"এই রাত ও দিন এবং চন্দ্র ও সুর্য আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। সুর্য ও চাঁদকে সিজদা করো না, সেই আল্লাহকে সিজদা করো যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, যদি সত্যিই তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী হও।" (সুরা হামিম সিজদা:৩৭)

সালাত বা সালাতের বাইরে সাজদা এমন একটি কর্ম যার মাধ্যমে মানুষ তার সকল প্রকার অহংকারবোধ, অযথা সব মর্যাদা, আভিজাত্য, আমিত্ব, গর্ব-অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, মান-অভিমানকে এক পেশে ঠেলে দিয়ে সারা জাহানের প্রভু, পরম দয়ালু মনিব, সার্বভৌম ক্ষমতার নিরংকুশ মালিক, পরাক্রমশালী রাজাধিরাজ, ইজ্জত-অপমানের একমাত্র মালিকের সামনে মর্যাদার প্রতীক তথা মাথা, কপাল ও নাক মাটিতে লুটিয়ে দেয়। আনুগত্যের এ সুন্দর দৃশ্যটি সাজদা ছাড়া কোথাও এভাবে পরিলক্ষিত হয় না। সাজদার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ রাবুল আলামীনের সমীপে আরজ করি "তুমি সকল প্রকার দুর্বলতা, অক্ষমতা. অপারগতা, অংশীদারিত্ব থেকে পবিত্র। আমি দুনিয়ার সকল কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র তোমারই সামনে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে আমি তোমার মহানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।' আমার সকল অহংবোধ, আভিজাত্য, মর্যাদা সকল কিছুকে তোমার সমীপে লুটিয়ে দেয়াকে নিজের অপমাণ নয় বরং সম্মানবোধ করছি, এজন্য যে, আমি আমার মর্যাদার এই প্রতীকগুলো যথার্থ সৃষ্টিকর্তার সামনেই লুটিয়ে দিতে পেরেছি।

আমরা যে ঘরে সালাত আদায় করি, তার নাম মুসল্লা অর্থাৎ সালাতের স্থান না হয়ে মাসজিদ অর্থাৎ সেজদার স্থান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এর দ্বারা সাজদার গুরুত্ব কতটুকু তা সহজেই অনুমেয়। আল কুরআনের কোন স্থানে রুকু ও সাজদাকে সালাত বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা রুকু করো এবং সাজদা করো।" (সুরা হাজ্জ : ৭৭) "আমার আয়াতের প্রতি তো তারাই ঈমান আনে যাদেরকে এ আয়াত শুনিয়ে যখন উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং নিজেদের রবের প্রশংসা সহকারে তার মহিমা ঘোষনা করে এবং অহংকার করে না।" (সুরা আস সাজদা:১৫)

সাজদার মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর সবচেয়ে নিকটে চলে যায়। এর মাধ্যমে মুসল্লী আল্লাহর রহমতের সব চাইতে নিকটবর্তী হয়ে যায়। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী নামায পড়ার সময় দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সাজদায় পড়ে থাকতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বর্ণিত হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে: "বান্দা সাজদায় থাকা অবস্থায় তার রবের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়।" (মুসলিম: কিতাবুস সালাত, অনুচ্ছেদ: রুকুতে যা বলতে হবে)। সাজদার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়।আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তুমি সিজদা করো এবং তোমার রবের) নৈকট্য অর্জন করো।"(সুরা আলাক:১৯)আল্লাহ তা'আলা বলেন," আল্লাহর সামনে মাথা নত করো এবং তাঁর ইবাদাত করো।"(সুরা নাজম:৬২) ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সা: সালাতে সুরা নজম তিলাওয়াত করে সাজদা করেছেন এবং দীর্ঘক্ষণ সাজদায় থেকেছেন। (বায়হাকী, ইবনে মারদুইয়া)

রবী'আ ইবনে কা'বা আল আসলামী (রা:) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রাত কাটিয়েছিলাম। আমি তাঁর অযুর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। তিনি আমাকে বললেন: কিছু চাও। আমি বললাম, বেহেশতে আপনার সাহচর্য প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন, এ ছাড়া আরো কিছু আছে কি? আমি বললাম, এটাই আমার আবেদন। তিনি বললেন, তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সাজদা করে তোমার নিজের স্বার্থেই আমাকে সাহায্য করো।" (মুসলিম: ৯৮৭ আধু: প্রকা: কিতাবুস সালাত, বাব: সাজদার ফযিলত এবং এর প্রতি উৎসাহ দান)।

সাজদার মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে মারয়াম! তোমার রবের ফরমানের অনুগত হয়ে থাকো। তাঁর সামনে সিজদানত হও এবং যেসব বান্দা তাঁর সামনে অবনত হয় তুমিও তাদের সাথে অবনত হও।" (সুরা আলে ইমরান: ৪৩) কারণ তাঁর সম্পর্কে তাঁর সমাজের লোকেরা যে অপবাদ দিচ্ছিলো, তাতে তিনি ব্যাথা পাচ্ছিলেন। একই কারণে নবী সা: আল্লাহ তা'আলা সিজদার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আমি জানি, এরা তোমার সম্বন্ধে যেসব কথা বানিয়ে বলে তাতে তুমি মনে ভীষণ ব্যথা পাও। ও প্রতিকার এই যে, তুমি নিজের রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতে থাকো, তাঁর সকাশে সিজদাবনত হও এবং যে চুড়ান্ত সময়টি আসা অবধারিত সেই সময় পর্যন্ত নিজের রবের বন্দেগী করে যেতে থাকো।" (সুরা হিজর:৯৭-৯৯)

অর্থাৎ সত্যের বাণী প্রচার এবং সংস্কার প্রচেষ্টা চালাবার ক্ষেত্রে অশেষ কষ্ট ও বিপদেও সম্মুখীন হতে হয়। এগুলোর মোকাবেলা করার শক্তি এমাত্র সালাত ও আল্লাহর বন্দেগী করার করার ক্ষেত্রে অবিচল দৃঢ়তার পথ অবলম্বন করার মাধ্যমেই অর্জন করতে পারে। এ জিনিসটি মনকে প্রশান্তিতে ভরে দিতে পারে। নিজেদের মধ্যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার জন্ম দেবে, সাহস ও হিম্মত বাড়িয়ে দেবে এবং এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলবে যার ফলে সারা দুনিয়ার মানুষের গালিগালাজ নিন্দাবাদ ও প্রতিরোধের মুখে দৃঢ়ভাবে এমন দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকবে যার মধ্যে রবের রেজামন্দি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল! আর যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে আপোষহীন এবং নিজেরা পরস্পর দয়াপরাবশ। তোমরা যখনই দেখবে তখন তাদেরকে চেহেরায় সিজদার চিহ্ন বর্তমান যা দিয়ে তাদেরকে আলাদা চিনে নেয়া যায়। তাদের এ পরিচয় তাওরাতে দেয়া হয়েছে।" (সুরা আল ফাতাহ:২৯)

কাফেরদের প্রতি মুহাম্মাদ (সা:) এর সাহাবীদের কঠোর হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তারা কাফেরদের সাথে রূঢ় এবং ক্রুদ্ধ আচরণ করেন বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা তাদের ঈমানের পরিপক্কতা, নীতির দৃঢ়তার চারিত্রিক শক্তি এবং ঈমানী দুরদর্শিতার কারণে কাফেরদের মোকাবেলায় মজবুত পাথরের মত অনমনীয় ও আপোষহীন। তারা চপল বা অস্থিরমনা নন যে, কাফেররা তাদেরকে যেদিকে ইচ্ছা ঘুরিয়ে দেবে। তারা নরম ঘাস নন যে, কাফেররা অতি সহজেই তাদেরকে চিবিয়ে পিষে ফেলবে। কোন প্রকার ভয় দেখিয়ে তাদেরকে স্তব্ধ করা যায় না। কোন লোভ দেখিয়ে তাদের কিনা যায় না। যে মহত উদ্দেশ্যে তারা জীবন বাজি রেখে মুহাম্মাদ (সা:) কে সহযোগীতা করতে প্রস্তুত হয়েছেন তা থেকে তাদের বিচ্যুত করার ক্ষমতা কাফেরদের নেই। তাদের মধ্য যতটুকু কঠোরতা আছে তা কাফেরদের জন্য, ঈমানদারদের জন্য নয়। ঈমানদারদের কাছে তারা বিনম্র, দয়া, পরবশ, স্নেহশীল, সমব্যথী ও দু:খের সাথী। নীতি ও উদ্দেশ্যের ঐক্য তাদের মধ্যে পরস্পরের জন্য ভালবাসা, সাযুজ্য ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে। এগুলো সিজদার চারিত্রিক প্রতিফলন। "তোমরা দেখবে তাদের চেহেরায় সিজদার চিহ্ন।"

অর্থাৎ সিজদা করতে করতে কোন মুসল্লীর কপালে যে দাগ পড়ে তা এখানে বর্ণনা বুঝানো হয়নি। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে আল্লাভীরুতা, হৃদয়ের বিশালতা, মর্যাদা এবং মহৎ নৈতিক চরিত্রের প্রভাব যা আল্লাহর সামনে মাথা নত করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই কোন মানুষের চেহেরায় ফুটে উঠে। মানুষের চেহেরা একটি খোলা গ্রন্থের মতো যার পাতায় পাতায় মানুষের মনোজগতের অবস্থা সহজেই অবলোকন করা যেতে পারে। একজন অহংকারী মানুষের চেহেরা একজন বিনম্র ও কোমল মানুষের চেহেরা ভিন্ন হয়ে থাকে। একজন দুশ্চরিত্র মানুষকে একজন সচ্চরিত্র ও সৎমনা মানুষ থেকে আলাদা করার চিহ্ন তার চেহেরায় দেখতে পাওয়া যায়। একজন গুন্ডা ও দুশ্চরিত্র চেহেরা-আকৃতি এবং একজন সম্ভ্রান্ত ও পবিত্র ব্যক্তির চেহেরা-আকৃতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকে। আল্লাহ তা'আলার এ ইক্তর উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাম্মদ (সা:) এর সংগী-সাথীরা এমন যে কেউ তাদের একবার দেখা মাত্রই অনুধাবন করতে পারবে তারা সৃষ্টির সেরা। কারণ তাদের চেহেরায় আল্লাহ ভীরুতার দীপ্তি সমুজ্জল। এ বিষয়টি ইমাম মালেক (রহ:) বলেন, সাহাবীদের সেনাদল যে সময় সিরীয় ভুখন্ডে প্রবেশ করে তখন সিরীয়ার খুষ্টানরা বলেছিল: ঈসা আ: এর হাওয়ারীদের চালচলন আমরা যা যা শুনে আসছি এদের চালচলন দেখছি ঠিক তাই।

ইসলামের গোটা রূপটিই এখানে দৃশ্যমান হয়। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। সাজদা হলো, এ আত্মসমর্পণে বাস্তবরূপ বা দৃশ্য। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক হলো মনিব-গোলাম। মনিব-গোলামের এ সম্পর্কের বাস্তব অনুশীলন দেখার জন্য সাজদাই হলো উপযুক্ত কর্ম। কপাল-নাক মাটিতে রেখে গোটা দেহ সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দিয়ে গোলাম তার মহান মনিবের নিকট ধরনা দেয়ার এ সত্যিই এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সুতরাং আমারই গোলামী করো এবং আমার কথা সর্বদা মনে রাখার জন্য সালাত কায়েম কর।" (সুরা ত্বহা : ১৪)

বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে আফগানিস্তানের অঘটন

(শেষের পাতার পর

)প্রথম অঘটন ঘটল আফগানিস্তানের হাত ধরে। দিল্লিতে ইংলিশদের কাঁপিয়ে দিয়েছে আফগানরা। আফগানিস্তানের ২৮৪ রানের জবাবে ইংলিশরা অল আউট হয়ে গেছে ২১৫ রানে। আফগানিস্তান ম্যাচ জিতেছে ৬৯ রানে। টস হেরে আগে ব্যাটিং করে লড়াকু সংগ্রহই আফগানিস্তানকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল। সেটাকে বাস্তবতায় রূপ দিয়েছেন আফগান বোলাররা। আফগানদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ইনিংসের শুরু থেকে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছে ইংল্যান্ড। শুরুটা করেন ফজলহক ফারুকী। ফেরান জনি বেয়ারস্টোকে। এই পেসারের বলে এলবিডাব্লিউ হয়েছেন ইংলিশ ওপেনার। রিভিউ নিয়েও বাঁচতে পারেননি বেয়ারস্টো। এরপর মালানের সঙ্গে রুটের ৩০ রানের জুটি। দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে রুটকে বোল্ড করে এই জুটি ভাঙেন মুজিব-উর-রহমান। ১১ রানে ফেরেন রুট। তৃতীয় উইকেটে মালানের সঙ্গে ইনিংস গড়ার কাজে মনোযোগ দেন হ্যারি ব্রুক।

তবে দু'জনের হুমকি হয়ে ওঠা জুটি ভাঙেন মোহাম্মদ নবী। ফেরান মালানকে। ভরসা হতে পারেননি অধিনায়ক বাটলারও। ব্যক্তিগত ৯ ও দলীয় ৯১ রানে নাভিন-উল-হকের বলে বোল্ড হয়েছেন তিনি।

অধিনায়ককে অনুসরণ করেছেন লিভিংস্টোন। ব্যক্তিগত ১০ রানে রশিদ খানের বলে এলবিডাব্লিউ হয়েছেন তিনি। এই আসা-যাওয়ার মিছিলে এক প্রান্ত ধরে রেখেছিলেন ব্রুক। ইংলিশদের আশার ফেরারিকে ইকরাম আলিখিলের ক্যাচ বানান মুজিব। ব্রুক ৬৬ রানে আউটের পর ইংল্যান্ড স্কোরবোর্ডে আর যোগ করতে পেরেছে ৪৬ রান। দিনের শুরুটাই অবশ্য আফগান-রূপকথার বার্তা দিয়ে শুরু হয়েছিল। ইংলিশদের হতাশায় ডোবানো ইব্রাহিম জাদরান আর রহমানউল্লাহ গুরবাজের ওপেনিং জুটি থেকে আফগানরা পায় ১১৪ রান। ইব্রাহিম ২৮ রানে আউট হওয়ার পর ছোটখাটো একটা ঝড় যায় আফগান ইনিংসে। ৮ রানের ব্যবধানে আউট হন রহমত শাহ ও গুরবাজ। গুরবাজের ৫৭ বলে ৮০ রান আফগানদের ইনিংসের তো বটেই এই ম্যাচের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর।

একপর্যায়ে ১৯০ রানে ৬ উইকেট হারায় আফগানিস্তান। এখান থেকে তারা ২৮০ ছাড়িয়ে গেছে রশিদ খানের ২৩, ইকরামের ৫৮ ও মুজিবের ২৮ রানের ক্যামিং ইনিংসে। এই স্কোরগুলোই শেষ পর্যন্ত আফগানদের জয়ের পথ তৈরি করে দিয়েছে। যে পথে হেঁটে তারা এবারের বিশ্বকাপের প্রথম অঘটনের জন্ম দিয়েছে।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty
of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Looking for intake or scribing Positions for Starling Diagnostics In the Bronx.

- Foreign Medical Graduate Preferred
- Typing speed 50+ preferred
- Experience 1 to 3 years Preferred
- Bangla and English Language

Please email your resume to
mohammod.ali@starlingdiagnostics.com
Daytime phone (267)342-1481.

starling diagnostics

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

- সম্পূর্ণ হালাল খাবার
- ক্যাটারিং
- লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১	প্যাকেজ-২	প্যাকেজ-৩	প্যাকেজ-৪
প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$ 7.00**	প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$ 8.00**	প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$10.00**	মটর পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$11.00**

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।
Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.
যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।
যোগাযোগঃ উদ্দিন
929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১১৫-১৮, ১৫৮ ষ্ট্রীট-এ দুই বেডেরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। কিচেন, ফুল বাথরুম আর ডাইনিং স্পেস ছাড়াও ২টি ক্লোজেট-এর সুবিধা রয়েছে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৫১৮-৪৯৫-২২৩৩ অথবা ৩৪৭-৯৫৪-৬৮৯৫
অ-১৬/২৩

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হিলসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

রুম ভাড়া

সুন্দর ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবী পুরুষদের জন্য বেড বিছানাসহ এক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমের চেয়ার টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন।

যোগাযোগঃ
৬৩১-২৩০-০২৩০
৭১৮-৩৪৮-৮৪২২।

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন এলাকায় ৩ বেড, ১ লিভিং, কিচেন এবং বাথরুম (১ম তলা) ভাড়া হবে। জে ট্রেন এবং কিউ-৫৬, কিউ-২৪, কিউ-৫৩, কিউ-৫২, কিউ-১১ এবং বি-১ বাসের সন্নিকটে। ভাড়া ২৪০০ ডলার। সববিল একত্রে।
যোগাযোগঃ
জিনাত ৬৪৬ ২৮৯ ০৫৩৯.

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি মিডিয়া হাউজের জন্য ফুল টাইম একজন বিজ্ঞাপন ম্যানেজার আবশ্যক। শুধুমাত্র সিরিয়াস আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ:
৭১৮-৭৫৩-০০৮৬

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।
যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ **মোহাম্মদ তুহিন**
৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

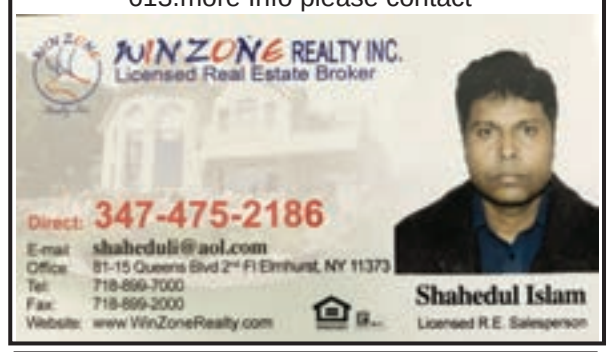
কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.
f-06/14

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



টাইম স্কয়ারে নজিরবিহীন বিক্ষোভ

(শেষের পাতার পর)

ফিলিস্তিনের পক্ষে বিভিন্ন দেশের মুসলিম কমিউনিটির সাথে বাংলাদেশী ও পাকিস্তানী সহ অনেক ইহুদীকেও শ্লোগান দিতে দেখা যায়। তাদের কণ্ঠে ছিলো যুদ্ধ বিরোধী শ্লোগান 'ফ্রি প্যালেস্টাইন, ফ্রি প্যালেস্টাইন', 'উই ওয়ান্ট ফ্রিডম, ফ্রিডম'। বিক্ষোভকারীরা প্যালেস্টাইনের পতাকা হাতে নানা শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার, প্লেকার্ড ও পোস্টার বহন করে। বিক্ষোভে অংশ নিয়ে আমেরিকানরা ইসরাইলকে সহায়তা প্রদান বন্ধের জন্য জো বাইডেন প্রশাসনের প্রতি আহবান জানান। ফিলিস্তিনে ইসরাইলের আগ্রাসী যুদ্ধ বন্ধের দাবীতে বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত টাইম স্কয়ারে (ওয়েষ্ট ৪১ ও ৪২ স্ট্রীট, ব্রডওয়ে) এই বিক্ষোভ চলে।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ইসরাইলের নাগরিকরাও ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দিয়ে শ্লোগান দেন। তাদের অভিযোগ, ইসরাইলের সাধারণ মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে নেতানিয়াহু সরকার। অবিলম্বে তারা এ যুদ্ধ বন্ধের দাবী জানান। পাশাপাশি অবিলম্বে ইসরাইলকে অর্থ ও সামরিক সহায়তা বন্ধের দাবী তুলে আমেরিকান নাগরিকরা বলেন, আমেরিকার অর্থ দিয়ে ফিলিস্তিনের নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করতে এদেশের জনগণ বাইডেন সরকারকে লাইসেন্স দেয়নি।

বিক্ষোভে অংশ নেয়া মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের প্রাচীন ধর্মীয় উপাসনালয় আল আকসাকে দখলদার ইসরাইলের হাত থেকে মুক্ত করতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সমর্থন কামনা করেন তারা। এদিকে, একই সময় টাইম স্কয়ারের অপর প্রান্তে ইসরাইলের পক্ষেও কিছু লোককে বিক্ষোভ করতে দেখা যায়।

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধঃ নিউইয়র্কের নিরাপত্তা জোরদার

স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস প্রধান মুসলিম বিশ্বে বিক্ষোভের আহ্বান জানানোর পর নিউইয়র্কে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হয়েছে। শুক্রবার নিউইয়র্কে ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েলের সমর্থনে হাজার হাজার বাসিন্দা বিক্ষোভে জড়ো হয়েছে। গভর্নর ক্যাথি হোকুল ও সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস নিউইয়র্ক স্টেট ও সিটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করেছে। পুলিশ বিভাগকে সবসময় সতর্ক অবস্থায় থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তা ঝুঁকির আশঙ্কা থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি স্কুল ও প্রার্থণা কেন্দ্রগুলোতে মোতায়েন করা হয়েছে বাড়তি পুলিশ। এছাড়াও বিশেষ কিছু আবাসিক এলাকায়ও বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গভর্নর ক্যাথি হোকুল জানায়, ষ্টেট পুলিশের সাথে এনওয়াইপিডি নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একত্রে কাজ করবে। প্রয়োজনে ন্যাশনাল গার্ড, জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স এমপায়ার শিল্ড থেকেও বাহিনী পাঠানো হবে।

মেয়রের বাসভবনে সম্প্রীতি সমাবেশ

অপরদিকে নিউইয়র্ক সিটিতে বসবাসরত সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়ে বুধবার রাতে এক সম্প্রীতি সমাবেশের আয়োজন করেন মেয়র এরিক এডামস। ম্যানহাটনে মেয়রের বাসভবন গ্রেইস ম্যানশনে আয়োজিত এ সমাবেশে ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ নিয়ে নিউইয়র্কে ঘৃনা ও বিদ্বেষ না ছড়ানোর আহবাণ জানিয়েছেন মেয়র এরিক এডাম। এসময় মেয়র বলেন, সাম্প্রতিককালে ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ নিয়ে মারমুখি বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন দুই দেশের সমর্থকরা। এসব সমাবেশ থেকে ঘৃনা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর মত বক্তব্য ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা যাচ্ছে। এতে নিউইয়র্কের শান্তি, নিরাপত্তা ও সম্প্রীতি নষ্ঠ হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। মেয়র বলেন, নানা ধর্ম ও বিশ্বাসের বৈচিত্রময় শহর নিউইয়র্ক। সবার ধর্মীয় ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সম্মান জানায় নিউইয়র্ক সিটি। ফলে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনে কোন বাধা নেই। কিন্তু এসব কর্মসূচির মাধ্যমে যাতে শহরের আইন শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি নষ্ট না হয় সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকার আহবান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপের নেতারা ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধের ইস্যুতে অনুষ্ঠিতব্য যেকোন কর্মসূচিতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার অঙ্গিকার প্রকাশ করেন।

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল উইম্যান ইনা ভারনিকভ গ্রেফতার

এদিকে ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ চলাকালে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রদর্শন করে গ্রেপ্তার হয়েছেন নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীন থেকে নির্বাচিত সিটি কাউন্সিল উইম্যান ইনা ভারনিকভ। পুলিশ জানায়, শুক্রবার (১৩ অক্টোবর) ব্রুকলীন কলেজ ক্যাম্পাসে ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ করছিলো একদল ছাত্র। এসময় ইনা ভারনিকভ সেখানে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে চিৎকার চেচামেচি শুরু করেন। তিনি ইসরাইলকে সমর্থন করে বক্তব্য দেয়া শুরু করেন। এসময় ইনা ভারনিকভ এর কোমরে ঝুলছিলো তার লাইসেন্সকৃত পিস্তল। তিনি সেটি কয়েকবার হাতে নেন। যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী কোন পাবলিক মিটিং প্লেসে অস্ত্র নিয়ে যাওয়া বেআইনী। যেকারণে তাকে তৎক্ষনাত গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় পুলিশ। অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার হওয়ায় কাউন্সিল উইম্যান পদ থেকেও তাকে অব্যাহতি দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ইনা ভারনিকভ একজন রিপাবলিকান কাউন্সিলওম্যান। ব্যক্তিগতভাবে তিনি একজন ইহুদি এবং ইসরাইলের পক্ষে সবসময় সরব অ্যাক্টিভিষ্ট।

দেশের অবস্থা..

(শেষের পাতার পর)

ঢাকা শহর। জনসংখ্যার প্রায় এক অষ্টমাংশ মানুষের বাস এই একটি শহরে। চারিদিকে উঁচু উঁচু ভবন, প্রশস্ত রাস্তা ফ্লাইওভার উড়াল রেল, রাতে রঙ্গিন আলোর ঝলকানি, সড়কে দামী দামী সব গাড়ী, শপিংমল মার্কেটগুলোয় উপচেপরা ভীড়, এক্সপেন্সিভ সব রেস্তোরায় লম্বা লাইন, বাজারে যত বড় যত দামী মাছই হোক এক লহমায় উধাও, দোকানী যে যার মত দাম হাঁকছে মানুষ তাই দিয়ে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। কোন প্রতিবাদ নেই বিক্ষোভ নেই, এমন একটা শহরের মানুষ তো ভালোই আছে। আর ঢাকা শহর ভাল থাকা মানে দেশ ভাল থাকা, ঢাকার মানুষ ভাল থাকা অর্থ দেশের মানুষ ভাল থাকা। এই বিবেচনায় দেখলে, দেশের অবস্থা- ভালোই তো!

আজ ঢাকা শহরের যে অবস্থা, এমনি অবস্থা ছিল একসময় বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা শহরের। দেশের কর্তৃত্ব পুরোপুরি করায়ত্ব করার পর বৃটিশরা শাষন এবং শোষনের সুবিধার্থে জমিদার নামে একটা মধ্যস্বত্বভোগী গোষ্ঠী তৈরী করেছিল। এই জমিদাররা সারা বাংলার গরীব কৃষক প্রজাদেরকে শোষন করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতো। আর এই লুন্ঠিত অর্থে কলকাতায় মৌজ স্ফূর্তি করতো, জায়গা কিনে সুদৃশ্য দালানকোঠা তৈরী করে পরিবারসহ আয়েশ এবং বিলাসী জীবন যাপন করতো। নানা ধরনের ব্যবসায় টাকা লগ্নি করতো, কোঠা বসিয়ে বাঈজী নাচাতো। এলাকায় জমিদার বাড়ী কুঠি বাড়ী ইত্যাদী নামে একটা করে মহল সাথে টর্চার সেল থাকতো। খাজনা আদায়ে মহলে গিয়ে কিছুদিন করে অবস্থন করতো। এই জমিদারদের অধিকাংশই ছিল অত্যাচারী প্রকৃতির। সময়মত খাজনা দিতে না পারলে প্রজাসাধারনকে নির্মমভাবে সাজা দিতো। ইংরেজদের সাথে তাল মেলাতে ইংরেজী শিখতো, বিলাত গিয়ে ঘুড়ে আসতো। চলনে বলনে সাহেবী কায়দা রপ্ত করে জাতে উঠতো। এরা ছিল 'বাবু সমাজ'। এদেরকে ব্যাঙ্গ করে কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোম প্যাচার নকশায় বলেছিলেন 'এরা কমোডে হাগে কাগজে পোদ পোছে'!

এক সময় বাবুদের কেতাদুরস্তভাব আর সাহেবী বোলচাল শাষক ইংরেজদেরকে বিরক্ত করে তোলে। লর্ড কার্জন দেখলেন এই মধ্যস্বত্বভোগী শোষক গোষ্ঠী গরীব প্রজাদেরকে লুন্ঠন করে কলকাতায় বাবু সেজেছে, কথায় কথায় তারা প্রভু ইংরেজদেরকে টেক্কা দিতে চায়। তিনি এদের ওপর খুবই বিরক্ত হলেন। প্রশাসনিক কাজের সুবিধা ছাড়াও এই বাবু সমাজকে শিক্ষা দিতে তিনি উদ্যোগী হয়ে বাংলা ভাগ করেন। কলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিম বাংলা, ওদিকে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ব বাংলা ও আসাম। এটাই ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গ। কলকাতাকেন্দ্রিক জমিদার গোষ্ঠী এই ব্যবস্থায় প্রমাদ গোনেন, কারন তাদের অধিকাংশের জমিদারী ছিল পুর্ব বাংলায়। জমিদারী হারালে কলকাতায় আরাম আর আয়েশী জীবন চলে যাবে, এই আশংকায় তারা বঙ্গভঙ্গ রদের দাবীতে এক জোট হন। বঙ্গমাতার ব্যবচ্ছেদ- এই সেন্টিমেন্ট তুলে আন্দোলনে নামেন। এ সময় বিস্তর দেশাত্ববোধক কবিতা গান লেখা হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' অবশেষে ছয় বছর পর এই আন্দোলন সফল হয়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ বাতিল হয়, সাথে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লী চলে যায়। বঙ্গভঙ্গের ছয় বছর পুর্ব বাংলা আসামে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়, এ সময় শিক্ষার হারও বেড়ে যায়। বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাওয়ায় ঢাকাকেন্দ্রিক পুর্ব বঙ্গের নেতারা ক্ষুব্ধ হন। কিছুটা ক্ষতিপুরন হিসেবে বৃটিশরাজের কাছ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদায় করেন।

আজ ঢাকা শহরকে সেই সময়ের কলকাতার সাথে তুলনা করা যায়। সারা দেশের যত অর্থশালী, রাজনীতি করে যারা অল্প সময়ে বিস্তর টাকা পয়সার মালিক হয়েছেন, চেয়ারম্যান মেম্বার কন্টাক্টর সাপায়ার টেন্ডারবাজ ঘুষের চাকুরে, আড়তদার মজুদদার স্মাগলার মাদক কারবারী, শিল্পপতি বড় ব্যবসায়ী ব্যাংক লুটেরা- প্রায় সবারই ঢাকায় একটা করে ঠিকানা আছে বা পরিবারসহ ঢাকায় বসবাস করে। এরা এক বা একাধিক ফ্লাট এপার্টমেন্ট বাড়ী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। বাচ্চারা দামী স্কুলে লেখাপড়া করে। দামী দামী গাড়ীতে চলাফেরা করে। একটি শ্রেণী সারা দেশ থেকে টাকা লুট করে এনে ঢাকায় বিলাসী জীবন যাপন করে। এছাড়া আছে বিরাট এক বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠী। সরকারি আমলা কর্মচারি বিভিন্ন সেবা সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারি, আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্য সরকারি দলের ভাগ্যবানরা। এদের বেশুমার ইনকাম। আমার ধারনা পোষ্য মিলিয়ে ঢাকার জনসংখ্যার এরা তিরিশ থেকে চল্লিশভাগ। টাকা এদের কাছে কোন ব্যপার না। এরাই সড়কে দামী দামী গাড়ী হাঁকায়। মার্কেট শপিংমলে ভীড় জমায়। ক্লাব পানশালায় গিয়ে লাখ টাকা জুয়ায় হারে দামী রেস্তোরায় লাঞ্চ ডিনারে কার্ডে বিল পে করে। বাজারের বড় মাছটা আস্ত খাশিটা, হালি বা ডজন ধরে মুরগী কেনে। মাসে তিনবার বিদেশ ট্যুর করে। এদের কাছে টাকা কোন সমস্যা না।

হ্যাঁ এরা ভাল আছে। এরাই যদি দেশ হয়, দেশটা খুব ভাল আছে। বাকি ষাট থেকে সত্তুর শতাংশ হতদরিদ্র দিন এনে দিন খাওয়া, ঘুষ দূর্নীতি অনিয়ম অব্যস্থাপনায় জর্জড়িত মধ্যবিত্ত স্বল্প বেতন নির্দ্ধারিত আয়ের মানুষের আর্তনাদ হাহাকার এইসব ভাগ্যবানদের চাকচিক্য শান শওকতের নীচে চাপা পড়ে থাকে। ওপর থেকে দেখলে বলতেই হবে দেশটা ভাল আছে, দেশের মানুষ খুব সুখে আছে!

বাংলাদেশে ভোট

সুষ্ঠু ভোট অবাধ ভোট নিরপেক্ষ ভোট শান্তিপূর্ণ ভোট, হালে কথাগুলো বহুল আলোচিত বহুল চর্চিত। বিরোধী দলের কথা- চাই। সরকারি দল- তাই।

সুষ্ঠু অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বলতে বোঝায়, এমন একটা নির্বাচন যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে কোন ভয়ভীতি বা প্রভাবমুক্ত পরিবেশে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে। সংসদ যেহেতু আইনসভা, এ সভার সদস্যদেরকে যথেষ্ঠ লেখাপড়া থাকতে হয়, জ্ঞান গড়িমার অধিকারি হতে হয়। রাজনৈতিক দলগুলো এমন প্রার্থীদেরকে মনোনয়ন দেবে যারা যোগ্য সৎ, ভাল মানুষ, সমাজে যাদের গ্রহনযোগ্যতা আছে। প্রার্থীদের গড়জে নয় জনগন নিজেদের প্রয়োজনেই তাদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে। এমন একটা নির্বাচনকে বলা যায় আদর্শ নির্বাচন।

এবার দেখা যাক আমাদের দেশে নির্বাচনের নামে কি হয়। প্রথমত: নির্বাচন করানোর জন্য কেন্দ্রিয়ভাবে একটা ইলেকশন কমিশন থাকে, যারা মুলত: নীতি নির্দ্ধারন তদারকি ও ব্যবস্থাপনার কাজগুলো করে থাকে। মাঠ পর্যায়ে নির্বাচন করায় স্থানীয় প্রশাসন। ডিসি এসপি ইউএনও এসি ওসি। এরাই কমিশনের মুল ভিত্তি। নীচের লেবেলে সহকারি রিটার্নিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং অফিসার। এরা সাধারনত: জেলা উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারি স্কুল কলেজের শিক্ষক হয়ে থাকেন। চাইলে এরা কোন প্রার্থীকে হারানো বা জেতানোর ক্ষমতা রাখেন।

এই হারানো জেতানো তিনটা ফ্যাক্টরের ওপর নির্ভর করে। এক. গোয়েন্দা সংস্থার তৈরী তালিকা, দুই. মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দলীয় আনুগত্য এবং তিন. টাকা পয়সা, অর্থাৎ যে যত টাকা দিয়ে প্রশাসন পুলিশ এবং ভোট কিনতে পারে। মানুষের অসচেতনতা হুজুগপ্রয়তা আবেগ বা কারও কারও অর্থলিপ্সাও ফ্যাক্টর।

স্বাধীনতার পর পর রাজনীতি বা নির্বাচনে ডিবি এসবি নামের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ভুমিকা প্রধানত: বিরোধী দলের কার্যকলাপ গতিবিধি মনিটরিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো, জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়গুলো দেখতো এনএসআই। নির্বাচন পরিচালনা করতো নির্বাচন কমিশন, প্রার্থী বাছাই এবং মনোনয়নের ব্যপারাদী রাজনৈতিক দলগুলো নিজেরাই করতো। পাকিস্তান আমলে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা বা ডিজিএফআই রাজনীতির অনেক কিছু নিয়ন্ত্রন করতো। স্বাধীনতার পর এই সংস্থাটির কাজ মূলত: তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। '৭৫এর পর জিয়াউর রহমান রাজনীতিতে এলে এদের গুরুত্ব আবার বেড়ে যায়। তিনি যেহেতু রাজনীতির লোক ছিলেন না, রাজনীতি বুঝতেন তার মতো করে, রাজনীতির লোকজনকেও তেমন চিনতেন না। এ অবস্থায় দল গঠন এবং নির্বাচনে মেজারিটি সীটে জিতে আসার মেকানিজম করতে এই সংস্থাটিকে দায়িত্ব দেন। সে সময় ডিজি ছিলেন জেনারেল নুরুল ইসলাম শিশু। তিনি সুচারুরূপে কাজ সমাধা করেন। সেই শুরু। এই চল এখনও সমানভাবে অব্যাহত আছে। ওয়ান ইলেভেনের সময় দেখা গেছে তাদের প্রতাপের নমুনা। নির্বাচনে সমীক্ষা জরীপ বা সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা তৈরীতে এই সংস্থাটি এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। সংস্থাটি যেহেতু সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কাজেই ক্ষমতায় যারা থাকেন নির্বাচনে তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে তারা অনেকটা মূখ্য ভুমিকা পালন করে থাকেন।

এই গেলো এক দিক। অন্য দৃশ্যপট হচ্ছে- নির্বাচনের মওসুম এলেই দেশের তাবৎ চোর বাটপার খুনী ডাকাত লুটেরাদের মাঝে সাজ সাজ রব পড়ে যায়, কারন এরা মনে করে একবার এমপি হতে পারলেই পাঁচ বছরের জন্য অবাধ লুটপাটের লাইসেন্স পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত: মনোনয়ন ক্রয়। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে অঘোষিত নিলাম ডাকের মাধ্যমে মনোনয়ন বিক্রি করে। নানাভাবে এই বেচাকেনাটা হয়ে থাকে। আতি নেতা পাতি নেতা গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন এই সুযোগে কিছু কামিয়ে নেন। এলাকার সৎ ভালো মানুষ শিক্ষিত বা যোগ্য মানুষ তো বটেই মাঠ পর্যায়ের পোড়খাওয়া নেতারাও ছিটকে পরেন এই প্রতিযোগীতায়। মার্কা পাওয়া ক্যান্ডিডেটরা যেহেতু বিস্তর টাকার অধিকারি হন, মাঠে নেমেই কাজ হয় এলাকার যাবতীয় ষন্ডা গুন্ডা মাস্তান বুক করে ফেলা। এরপর প্রশাসন আর পুলিশ। মিটিং মিছিল আয়োজন, প্রচার প্রচারণার জন্য কর্মীবাহিনীর পেছনে বেশুমার টাকা ঢালা হয়। গ্রামে এক ধরনের ভোট ব্যাংক থাকে। অমুক পাড়া তমুক বংশ মাতবর মিয়াবাড়ী খানগুষ্ঠি অমুক সম্প্রদায় চেয়ারম্যান মেম্বার, হেডস্যার প্রিন্সিপাল স্যার ইমাম সাহেব- এই ধরনের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাতে পারিবারিক, বংশীয়, পাড়া বা এলাকাগত প্রভাবের কারনে দলমত নির্বিশেষে বেশকিছু করে ভোট থাকে। প্রার্থীরা ছোটেন ভোট ব্যাংকের অধিকর্তাদের কাছে। এখানে ভোট বেচাকেনা হয়। আগে এই বেচাবিক্রির প্রবণতা এতটা ছিল না। দেশে নির্বাচনের কোন সুষ্ঠু ধারা গড়ে না ওঠায় পুরো নির্বাচনী ব্যবস্থায়ই এখন সুযোগ সন্ধানী সুবিধাবাদীদের হাতে গিয়ে উঠেছে। দিনে দিনে ভোট একটা বেচাকেনার পণ্য। গ্রাম এলাকার বা শহরের নিম্ন আয়ের ভোটাররা হাতে নোট ছাড়া নাকি রা করেন না। এখন তো শুনি এক ভোট নাকি সবার কাছেই বিক্রি হয়! অর্থাৎ সব প্রার্থীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে সবাইকেই কিরা কসম কেটে কথা দেওয়া হয়! মনুষত্য নীতি-নৈতিকতা আজ কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে!

ভোটের গ্রাসরুট বা বুনিয়াদী স্তরটা হচ্ছে ভোট কেন্দ্র। সেখানকার অবস্থাটা একটু দেখা যাক। প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং অফিসাররা হচ্ছেন কেন্দ্রের অধিকর্তা। এদের ব্যক্তিগত নিরুপেক্ষতার ওপর সুষ্ঠু বা অবাধ ভোটগ্রহন অনেকাংশে নির্ভর করে। গ্রাম এলাকায় অনেক বয়োবৃদ্ধ বা নারী ভোটার আছেন যারা ভোট দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা রাখেন না। এদেরকে সাহায্য করার দায়িত্ব এইসব অফিসারদের। এরা যদি কোন দল বা প্রার্থীর সমর্থক হয়ে থাকেন তাহলে সাহায্য করার নামে কৌশলে ভোটটা পছন্দের প্রার্থীর অনুকুলেই কাস্ট করিয়ে দেন। কেন্দ্র পাহাড়ায় থাকে পুলিশ আনসার। ওপর থেকে যদি নির্দেশ থাকে কোন প্রার্থীর জন্য সুবিধা করে দেয়ার, অথবা কোন প্রার্থীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকে, চাইলে প্রতিপক্ষের কর্মী সমর্থক ভোটারদেরকে হয়রানি নাজেহাল বা দৌড়ের ওপর রাখা বা কেন্দ্র থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। নির্বাচনে ক্ষমতাধর বা ক্ষমতাসীনদের আশীর্ব্বাদপুষ্ট অথবা অর্থশালী প্রার্থীদের কর্মী সমর্থকদের আধিক্য সব সময়ই থাকে। কেন্দ্রে এরাই প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ বা ভোট কর্মকর্তারা এদের কাছে অসহায় হয়ে যায়। জোরপূর্বক প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টেদেরকে বের করে দেওয়া, অনুমিত বা চিহ্নিত প্রতিপক্ষীয় ভোটারদেরকে কেন্দ্রে ঢুকতে না দেওয়া, একই লোককে বারবার এনে জাল ভোট দেওয়ানো, ক্ষেত্রবিশেষে ভোট কর্মকর্তা এবং প্রার্থীবিশেষের লোকজন মিলে ব্যালটে সীল মারা- হাল আমলের নির্বাচনের সাধারন দৃশ্য।

এই সাথে যোগ হয়েছে গত কয়েক টার্মে একতরফা নির্বাচনের কালচার। শুধু জাতীয় নির্বাচন না, স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনেও মার্কা পাওয়া মানেই পাশ- এই সিস্টেম মানুষকে ভোটবিমুখ করেছে। যে নির্বাচনের ফলাফল পুর্ব নির্দ্ধারিত, মানুষ আর তাতে উৎসাহ বোধ করে না। নির্বাচন এখন ক্ষমতাকেন্দ্রিক। হয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, নাহয় অর্থ ক্ষমতা অথবা পেশীশক্তি, ক্ষমতা যার ভোট তার, ক্ষমতা যার জয় তার।

এমনি একটা বাস্তবতায় নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে হলো, না তত্বাবধায়কের অধীনে হলো, তাতে কি কিছু আসে যায়!

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday / October 16 // 2023

সায়মা ওয়াজেদকে ভারতের সমর্থন



ঢাকা ডেস্ক: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন-'হু') দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক পদে নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রার্থী সায়মা ওয়াজেদকে সমর্থন করবে ভারত। ৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে এ নির্বাচন হবে। ভোট দেবে 'হু'র ১১টি সদস্য রাষ্ট্র। ভারত সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মার জয় প্রায় নিশ্চিত বলে ধরে নিয়েছে কূটনৈতিক মহল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেপ্টেম্বর মাসে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে দিল্লিতে আসেন। তখন তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে যে বৈঠক করেছিলেন সেখানেই ভারতীয় সমর্থন নিশ্চিত করেন। পরে নৈশভোজের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী মোদি, শেখ হাসিনা ও সায়মার সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে শামিল হন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনিও নৈতিক সমর্থন করেছেন বলে জানা গেছে। সায়মার প্রতিদ্বন্দ্বী নেপালের শম্ভু প্রসাদ আচার্য। তিনি 'হু' মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম গ্যাব্রিয়াসুসের দফতরে বহুদিন ধরে কাজ করছেন। তবে অটিজম আক্রান্তদের কল্যাণে সায়মা ওয়াজেদের কাজ ইতোমধ্যেই বিশ্ব স্বীকৃত হয়েছে।





বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিএনপি নেতা মিলন্ট ভূঁইয়ার দুই পুত্রের জন্মদিন পালন

বিশেষ প্রতিনিধি: বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মিজানুর রহমান ভূঁইয়া (মিল্টন ভূঁইয়া)-এর দুই পুত্র আহনাফ রহমান ও আফনান রহমানের জন্মদিন পারিবারিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ৩০ সেপ্টেম্বর শনিবার নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের একটি রেষ্টুরেন্টে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জনপ্রিয় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও টিভি উপস্থাপক শফিক রেহমান, তার স্ত্রী তালেয়া রহমান, বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাবেক প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু সহ বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, বিএনপি নেতা আব্দুস সবুর, মোশাররফ হোসেন সবুজ, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি'র (দক্ষিণ) সদস্য সচিব বদিউল আলম প্রমুখ সহ আহনাফ-আফনানের পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন।



বিএনপি নেতা শরিফুল খালিশদারের রোগ মুক্তি কামনা

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি'র যুগ্ম আহবায়ক, সিলেটের সাবেক ছাত্রনেতা শরিফুল খালিশদার পেটের নানা সমস্যায় ভুগছেন। গত ৩ অক্টোবর তিনি নিউইয়র্কস্থ লং আইল্যান্ড জুইস (এলআইজে) হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে তার আশু রোগ মুক্তি কামনায় সকলের নিকট দোয়া চাওয়া হয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

এদিকে কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু, নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা এবাদ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা সাইফুর খান হারুন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গত সপ্তাহে পৃথক পৃথকভাবে হাসপাতালে গিয়ে বিএনপি নেতা শরিফুল খালিশদারের খোঁজ খবর নেন এবং আশু রোগমুক্তি কামনা করেন।

নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন ও সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী, ব্রঙ্কস (পূর্ব) ব্যুরো বিএনপি'র আহবায়ক লিয়াকত আলী ও সদস্য সচিব কৃষিবিদ মোহাম্মদ সোলেমান, নিউইয়র্ক (পশ্চিম) ব্যুরো বিএনপির আহবায়ক আনোয়ারুল আলম ভূইয়া ও সদস্য সচিব দুলাল রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে বিএনপি নেতা শরিফুল খালিশদারের রোগ মুক্তি কামনায় কমিউনিটির সকলের নিকট দোয়া চেয়েছেন।







বরিশাল বিভাগীয় জাতীয়তাবাদী ফোরামের উদ্যোগ

নিউইয়র্কে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বরিশাল বিভাগীয় জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ'র উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে গত ৯ অক্টোবর সোমবার এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মিলাদ মাহফিলে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন জামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। ডা. আবদুস সবুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিল পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক মিশন। সঞ্চালনায় সহযোগিতায় ছিলেন ছাত্রদল নেতা মাজহারুল হক মিরন। খবর ইউএনএ'র।

মাহফিলে যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রীয় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য যথাক্রমে আবদুল লতিফ সম্রাট, জিল্লুর রহমান জিল্লু, গিয়াস আহামেদ ও মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন সহ উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক কোষাধক্ষ জসিম ভূইয়া, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদ এইচ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ এম রেজা, আনোয়ার হোসেন, মো: শাহ আলম, সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসেন সবুজ, জাসাস'র কেন্দ্রীয় নেতা গোলাম ফারুক শহীন, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এম এ বাতেন, নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র আহবায়ক ওয়ালিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান ও ষ্টেট বিএনপির সদস্য সচিব জনাব সাইদুর রহমান সাঈদ, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি'র (দক্ষিণ) আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা ও সদস্য সচিব বদিউল আলম, মহানগর বিএনপি'র (উত্তর) সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল-এর সভাপতি জাহাঙ্গীর এম আলম, নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র যুগ্ম সদস্য সচিব রিয়াজ মাহমুদ, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি'র (দক্ষিণ) যুগ্ম আহবায়ক রুহুল আমিন নাসির, রেজবুল কবির, আলমগীর মৃধা, রিপন মিয়া, মহানগর বিএনপি'র (উত্তর) যুগ্ম আহব্বায়ক এমরান শাহ রন, শহীদ শিকদার, নিরা রাব্বানী, জাফর তালুকদার, বিএনপি নেতা মাসুদ হোসাইন, যুবদল নেতা আবুল কাশেম, ওহেদুজ্জামান নিলু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।







TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA
CPA

ফিলিস্তিনে ইসরাইলী হামলা ও মানবিক বিপর্যয়ের প্রতিবাদে

টাইম স্কয়ারে নজিরবিহীন বিক্ষোভ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গাজা তথা ফিলিস্তিনে ইসরাইলী হামলা ও মানবিক বিপর্যয়ের প্রতিবাদে নজিরবিহীন বিক্ষোভ হয়েছে বিশ্বের রাজধানী বলে খ্যাত নিউইয়র্কের প্রাণকেন্দ্র টাইম স্কয়ারে। গত ১৩ অক্টোবর শুক্রবার দুপুরে ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সর্বস্তরের হাজার হাজার নর-নারী জড়ো হয়ে অবিলম্বে ইসরাইল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধ বন্ধের দাবী জানান। বিক্ষোভে অংশ নিয়ে ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন অনেক ইহুদীরা। এসময় (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

দেশের অবস্থা..



ভাই 'দেশের কি অবস্থা?
দেশ থেকে যারা বাইরে আসেন, এ প্রশ্নের মুখোমুখি প্রায় সবাইকেই হতে হয়। উত্তরও কমন, ভালোই তো! না, কারও ভয়ে ভাল বলেন, তা না। ওপর থেকে যেমন দেখেন তেমনটাই বলেন। দেশ বলতে এখন প্রধানত: (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

ব্রুকলীনে ২২ অক্টোবর রোববার বছরের শেষ মেলা

সফল করতে সবার সহযোগিতা কামনা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বছরের শেষ পথমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব্রুকলীনে আগামী ২২ অক্টোবর রোববার। বাংলাদেশ মার্চেন্টস এসোসিয়েশন এই মেলার আয়োজক আর মেলার মূল স্পন্সর হচ্ছে বাংলা সিডিপ্যাপ ও (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশের জতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কর্মকান্ড প্রবাসে তুলে ধরার পাশাপাশি তা প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে গঠিত নজরুল একাডেমী ইউএসএ'র উদ্যোগে সংগঠনের ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও নজরুল জয়ন্তী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে শনিবার (১৪ অক্টোবর) (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

প্রাথমিক তদন্তে বাংলাদেশী জড়িত থাকার প্রমাণ : তদন্ত করছে পুলিশ-এফবিআই

বাংলাদেশ সোসাইটির ১ লাখ ৬৫ হাজার ডলার হ্যাকের চেষ্টা



বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির এক লাখ ৬৫ হাজার ডলার হ্যাকের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বড় ধরণের চক্রান্তের শিকার (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচনী প্রচারণা তুঙ্গে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র নির্বাচন আগামী ২২ অক্টোবর রোববার। (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



সিজদার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব

জাফর আহমাদ

সালাতের বাইরে তিন প্রকারের সাজদা রয়েছে। এক, সাজদায়ে শোকর: কোন আনন্দ বা সাফল্যের সংবাদ শোনার পর কালিমাতুশ শোকর তথা আলহামদুলিল্লাহ (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

খেলার খবর

বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে আফগানিস্তানের অঘটন

স্পোর্টস ডেস্ক: বিশ্বকাপের মঞ্চ। অথচ কোনো অঘটন ঘটবে না, তা হয় নাকি? বিশ্বকাপের ১৩তম দিনের মাথায় সেই অঘটন দেখল ক্রিকেটবিশ্ব। এবারের বিশ্বকাপের (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

হেলথ টিপস

জয়েন্ট পেইনের চিকিৎসায় অবহেলা নয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ায় জয়েন্ট পেইনে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্রুত রোগ নির্ণয় (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বিনোদন

হলমুখী দর্শক, ভালো চলছে বঙ্গবন্ধুর বায়োপিক

বিনোদন ডেস্ক: গত শুক্রবার (১৩ অক্টোবর) থেকে প্রেক্ষাগৃহে চলছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)


GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীর মরদেহ উদ্ধার

নিউজার্সীতে দাফন সম্পন্ন



বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিটের পরিচিত মুখ মমতাজ উদ্দিন ভূইয়া (৭৫) আর নেই। তার মরদেহ জ্যাকসন হাইটসের একটি মসজিদ থেকে পুশি উদ্ধার করেছে। তার দেশের বাড়ী কুমিল্লার চান্দিনা। জানা গেছে, মমতাজ উদ্দিন ভূইয়া গত ১০ অক্টোবর মঙ্গলবার (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com